উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২০ চৈত্র ১৪৩০ বুধবার ৪.০০ টাকা 3 April 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

বাঘিনী হয়ে আসছেন প্রিয়াংকা

▸▸ তারাদের কথায়

বিশ্বকাপে নেই বেন স্টোকস

▸▸ বারোর পাতায়

সঞ্জয়ের জামিন

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, সত্যকে চাপা দেওয়া গেলেও কখনোই মুছে ফেলা যায় না।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

দিলীপ বেফাঁস

উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করায় দিলীপ ঘোষের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ উত্তরবঙ্গের বিজেপি নেতৃত্ব। ৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী জলপাইগুড়িতে এলে নালিশ করতে পারেন উত্তরের বিজেপি নেতারা।

▸▸ বিস্তারিত দুইয়ের পাতায়

প্রচারে নেই জন

স্ত্রী অসুস্থ বলে জানিয়ে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলা বিজেপির হয়ে প্রচারে যাচ্ছেন না। ধূপগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাতেও তিনি যাবেন না বলে বারলা আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছেন।

▸▸ বিস্তারিত দশের পাতায়

প্রার্থী মুনীশ, বিদ্রোহ বিনয়ের

ভাস্কর বাগচী ও খোকন সাহা

দার্জিলিং ও বাগডোগরা, ২ এপ্রিল : মনোনয়নপত্র জমা পর্ব শেষের মাত্র দু'দিন আগে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস। জল্পনামতোই দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে টিকিট পেলেন সদ্য হাতে হাত রাখা মুনীশ তামাং। আর তারপরই বিদ্রোহের সুর কংগ্রেস নেতা বিনয় তামাংয়ের গলায়। মঙ্গলবার সর্বভারতীয় কংগ্রেসের তরফে প্রার্থীর নাম ঘোষণার পরই বিনয় বলছেন, 'আমি মুনীশ তামাংকে কোনওভাবেই সমর্থন ও সাহায্য করব না। দার্জিলিং পাহাড়ের এবং বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের অজয় এডওয়ার্ড এবং মুনীশ তামাং যেভাবে অপমান করেছেন তার তীব্র নিন্দা করছি। কার অঙ্গুলিহেলনে অজয় এবং মুনীশরা এই কাজ করলেন, তা আমি সঠিক সময় জানিয়ে দেব।' তবে কি দলে ছাড়ছেন? বিনয়ের সহাস্য জবাব, 'একটু অপেক্ষা করুন।'

প্রার্থী হওয়ার পর এদিন সন্ধ্যায় বহরমপুরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করেন মুনীশ। সেখান থেকে সড়কপথে রওনা দেন বাগডোগরার উদ্দেশে। বুধবার সকালে বাগডোগরার একটি হোটেলে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। মুনীশ বলছেন, '৪ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেব।' বিনয় প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমার সঙ্গে বিনয়ের ব্যক্তিগত বিরোধ নেই। দার্জিলিং ফিরে ওঁর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলব।'

বামেদের সঙ্গে আসন সমঝোতার কারণে দার্জিলিং আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দেবে বলে ঠিক হয়। প্রথমে ঠিক হয়েছিল বিনয় তামাংকেই প্রার্থী করবে কংগ্রেস। কিন্তু পরে হামরো পার্টির নেতা অজয় এডওয়ার্ডের সঙ্গে কংগ্রেস হাইকমান্ডের যোগাযোগ হওয়ায় তাঁর ইচ্ছামতোই মুনীশকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেয় এআইসিসি। মুনীশ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেও আদতে কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। তবে সবচেয়ে বড় বিষয়, বিনয় পাহাড়ে যতটা পরিচিত মুখ হতেন, মুনীশ ততটা নন। তাই তাঁকে প্রার্থী করার বিষয়ে নারাজ ছিল প্রদেশ ও জেলা নেতৃত্বের একাংশ। কিন্তু তাতে গুরুত্ব দেয়নি কংগ্রেস হাইকমান্ড।

এদিকে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং রাজু বিস্টকে সমর্থন করার ঘোষণা করায় ক্ষুব্ধ কংগ্রেসের জোটসঙ্গী হামরো পার্টির নেতা অজয়। তিনি বলছেন, 'আমাকে বিমল বলেছিলেন, যারা গোর্খা জাতিকে সমর্থন করবে না তাদের তিনি সমর্থন করবেন না। বিজেপি কী এমন আশ্বাস দিল যে বিমল তাদের সমর্থন করলেন?'

মুনীশকে প্রার্থী ঘোষণা করতেই শিলিগুড়িতে দেওয়াল লিখন শুরু করে দেয় সিপিএম। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শংকর মালাকার বলছেন, 'এবার আমরা জোর প্রচারে নামব।'

শনিতে ফের উত্তরে অশনিসংকেত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : এখনও কান্নার রোল বিধ্বস্ত এলাকায়। জলপাইগুড়ি ছাপিয়ে ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারেও। এমন পরিস্থিতিতে ফের অশনিসংকেত। নতুন করে উত্তরে ধেয়ে আসছে ঝড়। এমন পূর্বাভাস পেয়ে উত্তরবঙ্গের ছয় জেলার জন্য সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দপ্তর।

জেলা প্রশাসনগুলির পাশাপাশি হাওয়া অফিসের তরফে পূর্বাভাস পাঠানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনকেও। প্রাথমিকভাবে মূলত শনিবার, ৬ এপ্রিলের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপর নিম্নচাপ অক্ষরেখা সৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি এবং বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগানের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ঝড়-বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

DESUN EXPRESS CLINIC SILIGURI

মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে একই দিনে

ডাক্তার দেখান

রিপোর্ট পান

আবার ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন পান

*শর্ত প্রযোজ্য

90 5171 5171

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বর্তমান আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে চলেছে বৃহস্পতিবার থেকে। ওইদিন পাহাড়ে বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্র এবং শনিবার পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি এলাকায় ঝড়ের গতিবেগ অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।'

বাড়ছে তাপমাত্রা। আর তার জেরে যেমন বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গে, তেমনই ঘাটতি পূরণে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটতে চলেছে। আর তাতেই অশনিসংকেত দেখছেন আবহবিদরা। ৩১ মার্চের মতো টর্নেডো পরিস্থিতি হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওইদিন বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি সহ কয়েকটি শর্তপূরণ হওয়ায় টর্নেডো আছড়ে পড়েছিল জলপাইগুড়ি শহরের পাশাপাশি ময়নাগুড়ির বড় একটি অংশে। দমকা হাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারেও। ফের বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির সম্ভাবনায় আগাম সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার এর সঙ্গে কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইতে পারে। ঝড়ের এই গতির পরিবর্তন ঘটবে শনিবার। বৃষ্টির পাশাপাশি ওইদিন ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝড় হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। কোথাও কোথাও ঝড়ের গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন আবহবিদদের একাংশ। গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'সময় যত এগিয়ে আসবে, ততই ছবিটা পরিষ্কার হবে।'

টানা ৬ দিন উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

অঙ্ক কষে ভিন্ন কৌশল

রহিদুল ইসলাম ও সন্তু চৌধুরী

চালসা, ২ এপ্রিল : ঝড়ের খবর পেয়ে ঝড়ের গতিতে এসে উত্তরবঙ্গে থেকে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার জানালেন, নির্বাচনি প্রচারের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি শেষ করেই ফিরবেন। অর্থাৎ ৬ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গেই কাটাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাজুড়ে ব্যস্ত নির্বাচনি প্রচারের সময় তিনি যেন ভিন্ন ছকে কাজ করে চলেছেন। উত্তরবঙ্গে আসার পর মঙ্গলবার পর্যন্ত তিনি একটি রাজনৈতিক সভাতেও ভাষণ দেননি। দলীয় বৈঠকও করেননি। ভোট চেয়ে একটি শব্দও বলেননি।

কিন্তু সব কাজে ও কথায় যেন নিজের অবস্থানের পক্ষে সওয়াল। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার চালসার একটি চার্চে আলাপচারিতার সময় তাঁর 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' স্লোগানের প্রতিধ্বনি তুললেন ধর্মযাজকরাই। অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণের নতুন মডেল যেন। শোরগোল না তুলেও নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকার মডেল। ওই অনুষ্ঠানে চালসার ওই চার্চটির যাজক বিনোদ শর্মা বলেন, 'আপনি যেভাবে সব ধর্মকে নিয়ে চলেন, আমাদের ভালোবাসেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

এরপর বাংলায় শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ বজায় থাকার জন্য ধর্মযাজকের মুখে 'ফ্রুটফুল গভর্নেন্স'-এর উল্লেখেও যেন মুখ্যমন্ত্রীর অভীষ্ট পূরণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ রয়েছে বলে উল্লেখ করে তাঁকে 'বিকাশের প্রতীক' বলে বর্ণনা করেন ধর্মযাজক বিনোদ শর্মা। ওই আলাপচারিতায় মণিপুরে জাতিহিংসায় ২০০ চার্চে অগ্নিসংযোগের তত্ত্ব উঠে আসে মমতার মুখে। যদিও তিনি বলেন, 'এখানে রাজনৈতিক কথা বলতে আসিনি। আমার দলের প্রতীক সেঁটেও আসিনি। চার্চ হল চার্চ। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।'

পরে মুখ্যমন্ত্রীও বললেন, 'যার যেমন উৎসব, তা পালন করার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত।' তাঁর কথায়, 'এখন রমজান চলছে। ইদ সামনেই। আমি গতকাল আলিপুরদুয়ার থেকে আসার পথে মন্দির দেখে পুজো করলাম।' মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন, এটাই বাংলা। যদিও সতর্ক করলেন এই বলে যে, 'ভোটে কেউ অশান্তি করার চেষ্টা করলে তাদের ক্ষমা করবেন না।' ইঙ্গিত স্পষ্ট।

এরপর দশের পাতায়

মমতার কর্মসূচি

- রবিবার গভীর রাত থেকে উত্তরবঙ্গে
- মঙ্গলবার পর্যন্ত নির্বাচনি প্রচার করেননি
- দলীয় বৈঠক, ভোটপ্রার্থনা এড়িয়েছেন
- ঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকার পাশে থাকার বার্তা
- ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপচারিতা

মাদলের তালে মন মজল মুখ্যমন্ত্রীর। মঙ্গলবার চালসার গৌরীগাঁওয়ের মার্সি ফেলোশিপ চার্চে।

'কাটিং' কেটেই কোটি কোটি

এনজেপির টাকা আজও যায় 'দাদা'দের হাতে

কখনও সিপিএম, কখনও তৃণমূল, কখনও আবার বিজেপি- সব দলই কোনও না কোনও সময় চেয়েছে এনজেপিকে হাতের মুঠোয় রাখতে। তোলাবাজির স্বর্গরাজ্য এনজেপি কেমন আছে, ভোটবাজারে খোঁজ নিলেন সানি সরকার (দ্বিতীয় পর্ব)

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : উড়ছে টাকা, ধরতে পারলেই কোটিপতি- এটাই এনজেপির নিজস্ব প্রবাদ। এখানে কান পাতলেই শোনা যায় শুধু টাকার অঙ্ক মেলানোর কথা। এই টাকার ভাগ নিয়েই নাকি যত গণ্ডগোল। যাঁর হাতে রাশ, তাঁর হাতেই টাকা। তাই চেয়ার নিয়ে টানাটানি, মারামারি।

যেমন কয়েক মাস আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ট্রাকস্ট্যান্ড এলাকা। কোন গোষ্ঠীর হাতে থাকবে রাশ, কারা নিয়ন্ত্রণ করবে লোডিং-আনলোডিং, তা নিয়েই বিরোধের সূচনা। লোডিং-আনলোডিং নিয়ন্ত্রণে রাখতে এখানকার আইএনটিটিইউসি নেতা সুজয় সরকার ওরফে মামার গোষ্ঠী নতুন করে কিছু গাড়িকে ছাড়পত্র দিতে চাইছে বলে সেসময় অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগ তুলে সেসময় নিজের গোষ্ঠীর লোকজন নিয়ে বাধা দেন এনজেপি-এফসিআই ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মনোজ পাল। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ সুজয়রা। মনোজের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ তোলেন। দুই গোষ্ঠীর বিরোধের কথা কানে যায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে। তাঁর পদক্ষেপেই বিরোধ মেটে। তবে এখনও ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ মনোজের। বলছেন, 'সবকিছু শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের অবস্থা কঠিন হয়ে পড়েছে। ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মুখ খোলা যাচ্ছে না।' সুজয় অবশ্য এই অভিযোগ মানতে নারাজ।

কিন্তু কেন এই বিরোধ? সবই নাকি টাকা, বলছেন অনেকেই। কিন্তু টাকার উৎস কী? কর্মসূত্রে এনজেপি যাঁদের যাতায়াত করতে হয়, তাঁদের কথায়, 'এখানে সবকিছুতেই টাকা।' খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, সিপিএম এবং বিজেপির নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও ইউনিয়ন নেই এখানে। ফলে রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-ই শেষকথা। আইএনটিটিইউসি'র ছাতার তলায় রয়েছে ১৭-১৮টি ইউনিট। অধিকাংশ ইউনিটই এই টাকার জোগান দেয়। যে ইউনিটের সদস্য সংখ্যা বা শক্তি এবং রোজগার তুলনামূলকভাবে বেশি, সেখান থেকে টাকাও আসে বেশি।

শুধু ট্রাক, লোডিং-আনলোডিং থেকে নয়, টাকার জোগান ঘটে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। যত গাড়ি চলাচল করে সেই গাড়িগুলি থেকে ট্রিপ প্রতি টাকা আদায় করা হয়। ট্যুর অপারেটরদেরও টাকা গুনতে হয় প্যাকেজ অনুযায়ী। যত সংস্থা, দোকান রয়েছে সেখানে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও 'কমিশন' নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় ভাষায় যা 'কাটিং' নামে পরিচিত। এছাড়াও স্থায়ী তোলার ঠিকানা খাবার সরবরাহ, স্টল বিক্রির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্র।

বর্তমানে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে গড়ে উঠছে এনজেপি। তার জন্য ঠিকাদারি সংস্থাকে প্রতিদিন বালি-পাথর ফেলতে হচ্ছে। বালি-পাথর কারা সরবরাহ করবে, তা নাকি ঠিক করে দিয়েছে ইউনিয়ন। ট্রাক প্রতি আদায় হচ্ছে ছয়শো টাকা। ইতিমধ্যে দুই হাজার গাড়ি বালি-পাথর পড়েছে। ঠিকাদারি সংস্থা থেকেও পাওয়া যায় টাকা। পুরানো ভেন্ডারদের সরিয়ে দেওয়ার পর এখন প্ল্যাটফর্মগুলিতে নতুন স্টল গড়ে উঠছে।

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়িতে তাজা বোমায় চাঞ্চল্য

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : ভোটের মুখে শিলিগুড়িতে মিলল তাজা বোমা। মঙ্গলবার সকালে ভক্তিনগর থানার খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি এলাকায় একটি সেতুর নীচ থেকে তাজা তিনটে সুতলি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। কী উদ্দেশে বোমাগুলি ওইখানে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। পুলিশের একাংশ মনে করছেন, সুতলি বোমা সাধারণত বাইরে থেকে আনা বিপজ্জনক। কারণ যখন তখন তা ফেটে যেতে পারে। তবে কি ওই এলাকাতেই তৈরি হচ্ছিল হাতবোমা, এমন প্রশ্ন ভাবাচ্ছে শিলিগুড়ি পুলিশকে।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা সহ ওই অঞ্চলে হামেশাই উদ্ধার হয় সুতলি বোমা বা হাতবোমা। কিন্তু শিলিগুড়ি বা সংলগ্ন এলাকায় বোমা উদ্ধারের তেমন নজির এ যাবৎকালে নেই। এদিকে, এদিন দুপুরে পানিট্যাঙ্কি মোড়ে একটি গাড়ি থেকে ২০টিরও বেশি ধারালো অস্ত্র সমেত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভোটের আগে এত অস্ত্র কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সঠিক কারণ জানাতে পারেনি ধৃত। আর তাতেই সন্দেহ বেড়েছে পুলিশের। একইদিনে বোমা এবং অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ভোটে অশান্ত হতে পারে শিলিগুড়ি, এমন জল্পনাও ছড়িয়েছে মুখে মুখে।

খোলাচাঁদ ফাঁপড়িতে সেতুর নীচে বাজারের ব্যাগে কাগজে মুড়ে বোমা তিনটি রাখা ছিল। স্থানীয়রা বিষয়টি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমে এলাকা খালি করায়। খবর দেওয়া হয় সিআইডির বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। দলটি এসে নিশ্চিত করে, ব্যাগে থাকা বস্তুগুলি তাজা বোমা। এরপর সেগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বেঙ্গল সাফারির পেছনে তরিবাড়িতে নদীর ধারে।

শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসিপি (সদর) তন্ময় সরকার অবশ্য বোমা উদ্ধারের ঘটনা জানেন না বলে দাবি করেছেন। তাঁর মন্তব্য, 'আমি জেনে নিয়ে বিষয়টি জানাতে পারব।'

একে শিয়রে নির্বাচন। তারওপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন। ৬ তারিখ পর্যন্ত তাঁর থাকার কথা। এমন পরিস্থিতিতে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাপে পুলিশকর্তারা।

সিআইডি বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট সূত্রে দাবি, এদিন উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি শিলিগুড়ি শহর বা আশপাশেই তৈরি হয়েছে এবং তাও দু'একদিনের মধ্যে। এদিন মাত্র তিনটি বোমা মিলেছে। তদন্তকারীদের একাংশের মতো, যারা বোমাগুলি তৈরি করেছে, তারা নিশ্চয়ই শুধু তিনটে বোমা বানায়নি। ফলে আশপাশে আরও বোমা মিলতে পারে বলে তাঁদের অনুমান।

যে এলাকা থেকে এদিন বোমা উদ্ধার হয়েছে, তার কয়েকশো মিটারের মধ্যেই প্রচুর বসতি রয়েছে। আর এক কিলোমিটারের মধ্যে একদিকে জঙ্গল, আরেকদিকে ইস্টার্ন বাইপাস। ঠিক কোথায় তৈরি হয়েছে এই বোমা, তার খোঁজে ইতিমধ্যে তল্লাশি শুরু হয়েছে। সেইসঙ্গে গোটা শহরেই বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।

নজিরবিহীন

- খোলাচাঁদ ফাঁপড়িতে সেতুর নীচে তাজা বোমা
- স্থানীয়রা বোমাগুলি দেখে পুলিশে খবর দেন
- সিআইডির বম্ব স্কোয়াড বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে
- বোমাগুলি শিলিগুড়ি বা আশপাশের এলাকাতেই তৈরি হয়েছে বলে অনুমান
- ভোটের মুখে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সফরকালে বোমা উদ্ধারে চাপে পুলিশ

তরিবাড়িতে বোমা নিষ্ক্রিয় করার কাজে ব্যস্ত সিআইডির বম্ব স্কোয়াড। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে। -সূত্রধর

নিজের কেন্দ্রের পরিচর্যা করেননি বারলা

সাংসদের রিপোর্ট কার্ড

- প্রতিশ্রুতি পূরণ- ০
- এলাকার উন্নয়ন- ০
- বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো- ১
- এলাকায় সময় দেওয়া- ১
- সমস্যার কথা সংসদে তুলে ধরা- ১

মোট- ৩/২৫

৫ বছরের মেয়াদ শেষ। উত্তরবঙ্গের ৮ সাংসদ তাঁদের মেয়াদকালে কী করলেন তাঁর নিজের এলাকার জন্য, এ প্রশ্ন এখন ভোটারদের মুখে মুখে। তাঁদের পারফরমেন্সের মূল্যায়ন করে উত্তরবঙ্গ সংবাদের রিপোর্ট কার্ড। লিখছেন শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

আলিপুরদুয়ার, ২ এপ্রিল : বাগানে বাগানে ফার্স্ট ফ্লাশের চা পাতা উঠতে শুরু করেছে। শীতের সময় দু'মাস পাতা তোলা বন্ধ ছিল। ওই সময় চা গাছের পরিচর্যা করা হয়। যত ভালো পরিচর্যা হবে বছরভর তত ভালো পাতা মিলবে। চা শ্রমিক জন বারলা সেটা ভালোই জানেন।

পাঁচ বছর আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের প্রায় ১৮ লক্ষ ভোটারের পরিচর্যার সময় পেয়েছিলেন জন। কিন্তু উন্নয়নের ছোঁয়া না পাওয়ায় জেলার দশা হয়েছে অনেকটা বন্ধ বাগানের মতো। জিআর-এর দু'-চার কিলো চাল দেওয়ার মতো সাংসদ তহবিলের টাকায় হাতেগোনা কিছু কাজ হলেও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ছুঁতে পারেননি তিনি।

তপন সিনহার বিখ্যাত সিনেমা সাগিনা মাহাতোর কথা মনে আছে? ব্রিটিশ মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন চা শ্রমিক সাগিনা। একসময় বারলাকে ডুয়ার্সের সাগিনা বলা হত। তিনি সাংসদ থেকে মন্ত্রী হওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছিলেন চা শ্রমিকরা। তাঁদের বেশিরভাগই সংখ্যালঘু আদিবাসী সম্প্রদায়ের। বারলা মন্ত্রী হয়েছিলেন সেই মন্ত্রকের। যেদিন তিনি মন্ত্রী হন সেদিন বাগানে বাগানে ধামসা-মাদল বেজে উঠেছিল। সুদিন ফেরানোর গ্যারান্টিও দিয়েছিলেন জন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। একটিও কেন্দ্রীয় প্রকল্প এনে বাগান শ্রমিকদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেননি তিনি। কথায় আছে, আশায় বাঁচে চাষা। চা শ্রমিকদের দুর্দশা, ন্যূনতম মজুরির দাবির কথাও সংসদে তুলে ধরতে পারেননি বারলা। অন্তত তথ্য তেমন কথাই বলছে।

দেশের লোকসভার সাংসদদের যে পারফরমেন্স রিপোর্ট প্রকাশ করেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস এবং ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ তাতে পারফরমেন্সের বিচারে পিছনের দিক থেকে এগিয়ে আছেন বারলা। ক্রমতালিকায় তাঁর নাম ৪৭২ নম্বরে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের বিপর্যয় নিয়ে মন্তব্যে অস্বস্তি, নালিশ জানানো হতে পারে প্রধানমন্ত্রীকে

দিলীপের কথায় বিপদ দেখছে বিজেপি

স্বরূপ বিশ্বাস ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ এপ্রিল : সকালে দিলীপের চা-চক্র মানেই নতুন বিতর্কের সূত্রপাত। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় নিয়ে মন্তব্যই কি কাল হতে চলেছে দিলীপের? এমনটা আশঙ্কা করছে বিজেপিরই একাংশ। সূত্রের খবর, জলপাইগুড়ির বিপর্যয় নিয়ে দিলীপের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ উত্তরবঙ্গের বিজেপি। চলতি সপ্তাহে ৭ এপ্রিল জলপাইগুড়িতে নির্বাচনি সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সভার আগে জলপাইগুড়ির বিপর্যয় পরিস্থিতি নিয়ে জেলা নেতৃত্ব, সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন তিনি। সেই বৈঠকে উঠতে পারে দিলীপের প্রসঙ্গ।

১৯ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের ভোট। প্রথম দফার ভোট প্রচারে চলতি সপ্তাহে দু'বার উত্তরবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। ৪ এপ্রিল কোচবিহারে সভা করার পর ৭ এপ্রিল তাঁর দুটি সভা করার কথা ছিল। একটি জলপাইগুড়ি ও অন্যটি দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে। জলপাইগুড়ির সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রী ৭ এপ্রিল শুধু জলপাইগুড়িতেই সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওইদিন দুপুর ২টোয় জলপাইগুড়ির ময়নাতেলিতে পৌঁছোবেন তিনি। জলপাইগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর সভা করার কথা ছিল বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ। বিজেপি সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই জলপাইগুড়ির সভার সময় কিছুটা এগিয়ে আনা হয়েছে। বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রী দলের সমস্ত সাংসদ ও নেতা-কর্মীকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুর্গত মানুষের সেবায় নামার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ির সাংসদ ও জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে দলের মনোভাব জানতে চাইতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সামনেই ভোট। সাম্প্রতিক এই বিপর্যয় জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে ধরে নিয়ে সক্রিয় সব রাজনৈতিক দলই। কিন্তু এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গের এই বিপর্যয় নিয়ে প্রতিদিনই নিয়ম করে মন্তব্য করে চলেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বিপর্যয়ের পরই দিলীপ বলেছিলেন, 'বিজেপির ঝড়ে সব লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে।' তা নিয়ে তৃণমূলের সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তিনি। দলের একাংশ দিলীপের এই মন্তব্যের সমালোচনার জবাবে বলেছিল, প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের সঙ্গে রাজনীতিকে না টানলেই পারতেন দিলীপ। কিন্তু তাতেও কোনও হেলদোল নেই তাঁর। এদিনও তিনি বলেন, 'ঝড় হোক আর বন্যা হোক তৃণমূলের তো ভালোই হল। ওরা তো এটাই চায়। আয়লা, আমপানের সময় কেন্দ্র যে টাকা পাঠিয়েছিল, তৃণমূলের নেতারাই তা আত্মসাৎ করেছেন। এবারও তাই হবে।' স্বাভাবিকভাবেই দিলীপের এই আগাম অভিযোগ নিয়ে ফুঁসে উঠেছে তৃণমূল। বিজেপি'র একাংশের মতে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের টাকা আত্মসাৎ করার যে অভিযোগ দিলীপ করেছেন, সেটা হয়তো ঠিকই। কিন্তু বিপদের সময় এসব কথা না বলে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই অগ্রাধিকার। বিশেষত বিপর্যয়ের পরই মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে জলপাইগুড়িতে গিয়েছেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে ত্রাণ এবং উদ্ধার কাজের তদারকি করেছেন, তারপর এখনই এই সমালোচনা মানুষের কাছে ভুল বার্তা দিতে পারে। ফলে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় নিয়ে দিলীপের মন্তব্যে দলের আদৌ কোনও লাভ হচ্ছে কি না, তা ভেবে দেখা দরকার।

এদিকে আসন্ন ভোটের প্রচারে রাজ্যের অধিকাংশ কেন্দ্রেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চাইছেন বিজেপি প্রার্থীরা। দিলীপ ঘোষও তাঁর ব্যতিক্রম নন। দিলীপ নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর নতুন কেন্দ্র বর্ধমান-দুর্গাপুরে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই চান। দিল্লির নেতৃত্বকে এই কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। যদিও এই দিলীপ ঘোষই বিগত ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে মেদিনীপুরে প্রধানমন্ত্রী সহ কোনও কেন্দ্রীয় নেতাকেই প্রচারে চাননি। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ নিয়ে তাঁর মন্তব্যের জেরে নিজের কেন্দ্রে মোদির সভায় কোনও প্রভাব পড়ে কি না, সেটাই দেখার।

বর্ধমানের মন্তেশ্বরে পিপলাং বাজারে দিলীপ ঘোষের নির্বাচনি প্রচার। ছবি : সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে

বালুরঘাটে রেল বনাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের যুদ্ধ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২ এপ্রিল : রেল বনাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বালুরঘাট কেন্দ্রে নিজেদের সেরা অস্ত্রগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরতে মরিয়া তৃণমূল ও বিজেপি, দুই শিবিরই। সুকান্তর বাজি রেলের উন্নয়ন। মানুষের সামনে তা তুলে ধরতে রেলের প্রতিরূপ নিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছে গেরুয়া শিবির। এদিকে ডোর টু ডোর প্রচারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা ভোটারদের বারবার মনে করিয়ে দিতে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা সহ কাপড়ের মানিব্যাগ বিলি করছে তৃণমূল শিবির।

নির্বাচনে নানা ইস্যু থাকলেও রেলের উন্নয়ন ইস্যুতে ভর করেই এবার ভোটারদের মন পেতে চাইছে বিজেপি। দলের বিদায়ি সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যে রেল উন্নয়নকে হাতিয়ার করে এবারের ভোটে অবতীর্ণ হয়েছেন, একথা শাসক-বিরোধী সবাই একবাক্যে মানে। সুকান্তর আমলে রেলের উন্নয়নে কী কী কাজ হয়েছে, তার তথ্য তুলে জেলা জুড়ে লিফলেট বিলি করতে শুরু করেছে বিজেপি। এবার এই ইস্যু মানুষের সামনে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে বাঁশ ও কাঠের তৈরি দুই কমপার্টমেন্ট বিশিষ্ট ইলেকট্রিক ট্রেনের প্রতিরূপ জেলা জুড়ে ঘোরানোর উদ্যোগ নিয়েছে গেরুয়া শিবির। বুধবার বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়নের মিছিলের সামনে এই ট্রেনটি রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ভোটবাদ্যি

সুকান্তর সাংসদকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কলকাতা, দিল্লি, নবদ্বীপগামী ট্রেন পেয়েছে। দু'দিনের চলাচলকারী হাওড়া এক্সপ্রেসকে সপ্তাহে পাঁচদিন করা হয়েছে। অমৃত ভারত প্রকল্পে বালুরঘাট স্টেশনের নাম জোড়ার সঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নেও নানা কাজ হয়েছে। বিভিন্ন বন্ধ থাকা রেলপথ সম্প্রসারণের কাজগুলি গতি পেয়েছে বলে দাবি করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার পর সুকান্তবাবুর আমলে বালুরঘাটে যে পরিমাণে রেলের উন্নতি হয়েছে তা আগে কখনও হয়নি। তাই আমরা এবার রেলের প্রতিরূপ নিয়ে প্রচারে নামব।'

এদিকে তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের প্রচারে হাতিয়ার করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্পগুলিকে। এই প্রকল্পের তালিকায় প্রথম সারিতেই রয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। প্রার্থীর দেওয়াল লিখনেও উঠে আসছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ছবি। জেলার প্রতিটি বুথে ডোর টু ডোর প্রচার শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন দলের জেলা সভাপতি। ওই প্রচারের জন্যে বেশ কিছু সামগ্রীও দেওয়া হয়েছে দলীয় কর্মীদের। ভিডিওবার্তার পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজের লিফলেট বিলি করা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি। এছাড়াও মমতার শুভেচ্ছা বার্তার অঙ্গ হিসাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তাদের দেওয়া হচ্ছে একটি করে কাপড়ের মানিব্যাগ।

তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, আমাদের প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন ক্রমেই তৃণমূলের প্রচারে ঝড় উঠবে। আমাদের বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে।

ঝড়বিধ্বস্ত জলপাইগুড়িতে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সফরের ফাঁকে মঙ্গলবার চালসার একটি চার্চে।

চার্চের গানে মমতার সুর

সন্তু চৌধুরী

চালসা, ২ এপ্রিল : 'বিশ্বপিতা' গানের সুরে চার্চের সংগীতশিল্পীদের সঙ্গে সুর মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তাঁর নানা কর্মসূচি ঘিরে সরগরম রইল চালসা ও গৌরীগাঁওয়ের মার্সি ফেলোশিপ চার্চ। কয়েকশো পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। আইজি এবং ডিআইজিদের দেখা গিয়েছে কড়া হাতে ট্রাফিক সামলাতে। পুলিশের স্নিফার ডগ রোজিও বেশ কয়েকবার রিসর্টের আশপাশে ঘুরে গিয়েছে।

দুপুর ২টো নাগাদ সাদা ইনোভা করে সেই রিসর্টে হাজির জিটিএ'র চিপ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। সোজা ভেতরে চলে গেলেন তিনি। ঠিক ২টো বেজে ৫৭ মিনিটে সাদা স্করপিও করে রিসর্টের গেট থেকে বাইরে এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের তিনিই জানালেন, 'অনীত জানাল, কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ করে ১০ লক্ষ চা শ্রমিকদের প্রোজেক্ট চা বাগানের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। অভিযোগ, তাঁরা কেমিক্যাল ব্যবহার করছে। কাজ হারানো এই সমস্ত চা বাগানের কর্মীরা যাতে কর্মহীন হয়ে না পড়েন, সেটা রাজ্য সরকার দেখবে।'

সেখান থেকে সোজা চার্চে। চার্চের আশপাশে তখন ভিড় জমিয়েছেন বহু মানুষ। পথে সাধারণ মানুষের অভিবাদন গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। হাতের সামনে মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়ে অভিভূত স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনই একজন অ্যালবার্ট তিরকি জানালেন, 'যাকে টিভিতে দেখি, তিনি যে এতটা সহজ সরল বোঝা যায় না।' চার্চের বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক আবাসিককে কানের মেশিন দেওয়ার কথাও দিয়েছেন।

চার্চের অনুষ্ঠান সেরে তিনি ফিরে যান রিসর্টে। বাইরে হাতে লেখা পোস্টার নিয়ে হাজির বেশ কয়েকজন তরুণ। তাতে লেখা 'চা সুন্দরী ও জমির পাট্টার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ।' এসব স্বতঃপ্রণোদিত না কি তৃণমূলের নেতাদেরই আয়োজন, বোঝা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হলেও অরূপ বিশ্বাস এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। মমতা চার্চে প্রবেশ করার পর তিনি রিসর্টে ফিরে যান।

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্টার হাতে স্থানীয়রা।

এদিন সকাল সাড়ে ৬টায় ঘুম থেকে উঠে রিসর্টের ভেতরেই বেশ কিছুক্ষণ মর্নিং ওয়াক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর সকাল ৮টা নাগাদ তিনি সিদ্ধ সবজি আর সঙ্গে এক গ্লাস কমলালেবুর রস খেয়েছিলেন। দুপুরের খাবারের ছিল ডাল, রুটি এবং সেদ্ধ করা সবজি। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ডিনার শুরু। মেনুতে ছিল একটি চিকেন স্যান্ডউইচ সঙ্গে সেই সেদ্ধ সবজি ও চিলি ভিনিগার।

জোটের প্রস্তুতি শুরু

চোপড়া, ২ এপ্রিল : প্রার্থী ঘোষণা হতেই উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায় নির্বাচন নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু করল বাম-কংগ্রেস জোট। বুধবার জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে। দেরিতে হলেও মঙ্গলবার মুনীশ তামাংকে দার্জিলিং কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস।

এদিন প্রার্থী ঘোষণা হতেই চোপড়ায় বাম-কংগ্রেস যৌথভাবে দেওয়াল লিখন শুরু করে দেয়। বিকেলে দাসপাড়ার খাটাখুয়ায় কংগ্রেসের নির্বাচনি অঞ্চল কমিটির বৈঠক হয়। বাম কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে যৌথভাবে প্রচারের রণকৌশল তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন লিডের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। বলেন, 'তৃণমূল যতই লাফালাফি করুক, চোপড়া বিধানসভার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে এগিয়ে থাকব আমরাই। বুধবার জোটের বৈঠকে নির্বাচনি কমিটি গঠন করা হবে।' প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য অশোক রায় বলেন, 'দুই দলের কর্মী-সমর্থকরা প্রার্থী ঘোষণার অপেক্ষায় এতদিন তাকিয়ে ছিলেন।' অশোক আরও বলেন, 'চোপড়ায় এর আগেও একাধিকবার ভোটে অলিখিত জোট হয়েছে।'

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে চোপড়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করতে বাধা হুমকি সহ একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছিল সেবার। এবার কী হয়, সেটাই দেখার।

মহিলাদের কাছে প্রচারে যাবেন 'লক্ষ্মী'রাই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : টার্গেট সেই 'লক্ষ্মী'রাই। গল্পের ছলে মহিলার মন বুঝতে তাই এবার বাড়ি বাড়ি যাবে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতি বুথে থাকবে চারজনের একটি দল। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুফল- সবটাই মহিলাদের কাছে তুলে ধরবেন তাঁরা। মঙ্গলবার দলের মহিলা কর্মীদের এমনই নিদান দিলেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

বুথওয়াড়ি দলটির লক্ষ্য থাকছে ৫০টি বাড়ি। প্রতিটি দলকে দেওয়া হচ্ছে একটি করে কিট, যাতে থাকছে ৫০টি করে খাম, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও তৃণমূলের বিশেষ স্টিকার। প্রতীকী সেই খামের মাধ্যমে নববর্ষের উপহার হিসাবে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা বৃদ্ধি নিয়ে প্রচারে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

মঙ্গলবার গোপাল লামার সমর্থনে দলের কর্মীসভায় তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ছবি : সূত্রধর

চন্দ্রিমা বলছেন, 'মহিলাদের ঘরের কাজে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, এমন সময় বাছাই করে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বাড়তি টাকা মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করেছে। সময় নিয়ে গল্প করে এই বিষয়টিকে বেশি করে প্রচারে আনতে হবে।'

তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে এদিন শিলিগুড়িতে কর্মীসভা করা হয়। সেখানে চন্দ্রিমা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা গৌতম দেব সহ অন্যরা। চন্দ্রিমার কথায়, 'প্রতিটি বাড়িতে দলের স্টিকার সাঁটিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি বাড়ির যে মহিলার সঙ্গে কর্মীরা কথা বলবেন, তাঁর নাম সেই স্টিকারে লিখে দেবেন। বেশি কর্মী গিয়ে বাড়িতে ভিড় করবেন না।'

কীভাবে প্রচার করতে হবে, তাও হাতে-কলমে মহিলা কর্মীদের শিখিয়ে দেন চন্দ্রিমা। এদিন শিলিগুড়ির ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারও করেন তিনি।

এদিকে, এদিন সভা শুরু হয়ে গেলেও অনেক মহিলা কর্মীকে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরিতে আসতে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী। ভোট প্রচারে যাতে দেরি করার মনোভাব না থাকে, সেই বিষয়টি প্রত্যেক মহিলা কর্মীকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে বলেন।

মহিলাদের কর্মসূচি প্রসঙ্গে গৌতম বলছেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের ন্যায্য টাকা আটকে রেখে বঞ্চনা করছে। এই বিষয়টি প্রচার করতে হবে।' রাজ্যের জন্য যে কেন্দ্র কিছুই করেনি সেটাও প্রচারের আলোয় আনার কথা তিনি বলেন। এদিন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফেও গোপাল লামার সমর্থনে শিলিগুড়িতে আরও একটি সভা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

Affidavit

I, Baby Roy Barman Wife of No 10375377F LNK Tapas Barman presently residing at Vill-Khagribari, PO-Patla Khawa, PS-Kotwali, Dist-Cooch Behar (WB), Pin-736165 have changed my name from Baby Barman to Baby Roy Barman vide affidavit 83AB 988060 Dated 02/04/2024 before Executive Magistrate at Sadar, Cooch Behar (WB). (C/109737)

বিক্রয়

সুভাষপল্লি সবজি বাজারের কাছে ফ্ল্যাট সহ দোকানঘর বিক্রয় হবে। দাম-28 লাখ। (M) 8927884957/8918952486.

চিকিৎসা

Siliguri OPD Clinic of Institute of Neurosciences, Kolkata Dr Chiranjib Das, MD DM, Senior Consultant Neurologist is visiting on April 8, 2024. For all neurologist diseases. Contact : +91820-7220666. (C/110322)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
6 7 8 APRIL
জলপাইগুড়ি
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী দেবযানী
হোটেল ডেলা প্রিতম
FOR BOOKING CALL 9830192259

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়ি থেকে অন/অফলাইনে পার্ট/ফুলটাইম কাজ করে আয়ের সুযোগ। S.R.C-6290970401. (K)

•

কোচবিহার খাগড়াবাড়ি NIIS কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Spoken English Teacher চাই। @ 10K-13K. (M) 9733116424. (C/109736)

•

Required convent educated experienced female candidate for the post of Personal Assistant (P.A). She has to work for Managing Director in a private Limited Company. Posting will be at Siliguri, West Bengal. Excellent knowledge in Computer Operation is must. Salary will not be a concern for the eligible candidate. Send your Bio-Data at 8116602333 (W.A. No.) or mail on bapibanerjeerenaissance87@gmail.com. BCA/MCA will be the preferable one.

•

নামি কোম্পানিতে সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। M :- 8370895152. (C/110322)

চলচ্চিত্র

সিরিয়াল/ফিল্মে ৮-৬৫ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। শুটিং এপ্রিলে। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/ কোচবিহারে। 8282979209.

অ্যাফিডেভিট

আমি বিধান চন্দ্র রায়, পিতা ৺হেম রায়, সাং-নকশালবাড়ি গত ১১/৩/২৪ তারিখে Siliguri EM কোর্টে সপরিবার (স্ত্রী ময়না রায়, পুত্র-বিজয় চন্দ্র রায়, কন্যা-নন্দিনি রায়) দেবশর্মা পদবির স্থলে রায় পদবিতে পরিচিত হইলাম ৪৪, ৫০ ও ৫১ নম্বর অ্যাফিডেভিট বলে।

•

I, Rahas Kumar Lohia S/o Narendra Lohia, residing at S.P. Mukherjee Road, Khalpara, W.No-9 of SMC, P.O. Siliguri Bazar, P.S-Siliguri, Dist-Darjeeling, Pin-734005, W.B. shall henceforth be known as Rahas Lohia as declared before the Notary Public at Siliguri vide affidavit no 30AA643833 Dated 1/4/2024. Rahas Kumar Lohia and Rahas Lohia both are same and identical person.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৬৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৩/পিটি-II, তাং. ০১.০৪.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য দুই পর্যায়-এ হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ১৯টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৩২টি এসএলআর-এর জন্য এবং ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি আরটিভিপি-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। www.ireps.gov.in-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। **অকশন ক্যাটালগের বিশদ ঃ** (১) **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল- এইচডব্লুএইচ- এল-২৪-৪বি। **ট্রেন নং ঃ** ১২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৭টি এসএলআর এবং ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি আরটিভিপি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। (২) **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল- এইচডব্লুএইচ- এল-২৪-৪সি। **ট্রেন নং ঃ** ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। HWH-02/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সংশোধনী নং. ১
তারিখ ঃ ২২-০৩-২০২৪

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি_কন_২০২৪_০৩-এর মাধ্যমে প্রকাশিত টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিএসটিই_সি_এনজেপি_২০২৪_০২_০৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে, অনুগ্রহ করে পড়ুন ঃ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-০৪-২০২৪ -এর ১২.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১১-০৪-২০২৪ -এর ১২.০০ ঘণ্টা। সংশোধনী নং. ১, ইতিমধ্যে www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিওয়াই. সিএসটিই/কন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
1st Corrigendum of Notice
INVITING 'e' TENDER
NO. WBIW/SE/NEIC-I/
NIT-18(e)/2023-24 Sl 01
Tender Id:-2024_IWD_ 681770 _1

No bidder participated in the 2nd call tender. Hence the bid submission end date is hereby extended up to **08th April'2024 upto 14:00** Hrs. and therefore technical bid opened on **9thApril'2024 at 12:00 Hrs**. All other terms and condition will remain unchanged until further order. For further details **Please visit** https://wbtenders.gov.in (direct site) and also departmental website www.wbiwd.gov.in
Sd/- Superintending Engineer North East Irrigation Circle-I Debi Bari, Cooch Behar. ICA-T7709(1)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
1st Corrigendum against
e-N.I.T. No. WBIW/SE/NIC-I/NIT-09(e)/2023-24 (Sl-1 & 2)
Circulated vide memo no. 3T-8/534, Dated- 27.03.2024

Bid submission end date & Technical bid opening date of e-NIT No. WBIW/SE/NIC-I/NIT-09(e)/2023-24, has been changed as follows as per provisions detailed in the Standard NIT format : Last date & time of submission of bid electronically, is on 12.04.2024 at 11.00 Hrs. & Date & time of Opening Technical Bid, is on 15.04.2024 at 11.00 Hrs. The tender forms and other details can be obtained from the website www.wbiwd.gov.in & URL https://wbtenders.gov.in Sd/- Superintending Engineer, North Irrigation Circle-I, Green Park, Malda
ICA-T7714(1)/2024

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দার্জিলিং আসনে কিছুটা স্বস্তি, খানিক অস্বস্তির দুই ছবি

জমায়েতেই আজ বিমলের চ্যালেঞ্জ

ভাস্কর বাগচী

দার্জিলিং, ২ এপ্রিল : আপাত দৃষ্টিতে লড়াইটা রাজু বিস্ট এবং গোপাল লামার। কিন্তু পাহাড়ে লড়াই হচ্ছে বিমল গুরুং ও অনীত থাপার। একদা শিষ্যকে যেন সবক শেখানোর পণ করেছেন গুরুং। পাহাড়ের রাশ নতুন করে নিজের হাতে নিতে বুধবার নতুন খেলা দেখানোর ছক কষেছেন তিনি। মোর্চা সূত্রে খবর, বুধবার প্রায় ১৫ হাজার মানুষের জমায়েতে মনোনয়নপত্র পেশ করবেন রাজু বিস্ট। এদিকে, কংগ্রেসের হাত ধরে সতীর্থদের 'হারালেন' হামরো পার্টির নেতা অজয় এডওয়ার্ড। হাওয়া বুঝে তাঁর দলের ছয় কাউন্সিলার নাম লেখালেন পদ্ম শিবিরে। ফলে রাজু বিস্টের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে খানিক অক্সিজেন পেল বিজেপি।

মনোনয়নপত্র পেশের জন্য মঙ্গলবারই দার্জিলিং পৌঁছে গিয়েছেন রাজু। তিনি বলছেন, 'প্রচুর মানুষ মনোনয়নপত্র পেশের সময় উপস্থিত থাকবেন। সঙ্গে বিমল গুরুংও থাকবেন।'

এই প্রথমবার অনীত থাপার ওপর ভর করে দার্জিলিং আসনে জয়ের স্বপ্ন দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কারণে মনোনয়নপত্র পেশের দিন কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত করে নিজের শক্তি প্রদর্শন করেছেন অনীত থাপা। সেদিন মনোনয়নপত্র পেশের র‌্যালি বা সভায় তৃণমূলের পতাকা অবশ্য চোখে পড়েনি। অনীতের এই 'স্ট্র্যাটেজি' নিয়ে খুব একটা মাথাও ঘামায়নি তৃণমূল নেতৃত্ব। কারণ দার্জিলিং আসনে জয় এখন মূল লক্ষ্য রাজ্যের শাসকদলের। অনীতের সেই জমায়েতকেই বুধবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চাইছেন বিমল।

প্রত্যাবর্তনের ডাক

- বুধবার সকালে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন রাজু বিস্ট
- তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশ কর্মসূচির থেকে বেশি জমায়েতের লক্ষ্য
- বিমল গুরুং ১৫ হাজার লোক আনবেন বলে কথা দিয়েছেন
- অনীতকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে পাহাড়ে প্রত্যাবর্তনে এটাই বিমলের অগ্নিপরীক্ষা

দীর্ঘদিন পাহাড়ে একপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে থাকা বিমল বিজেপির হাত ধরে ফের প্রাসঙ্গিক হতে চাইছেন। ফলে বুধবার তাঁর 'অগ্নিপরীক্ষা'। পদ্ম শিবির সূত্রে খবর, রাজুর মনোনয়নপত্র পেশ কর্মসূচিতে বিশাল জমায়েত করে পাহাড় স্তব্ধ করে দেওয়ার ছক রয়েছে বিমলের। তাই গুরুং অ্যান্ড কোম্পানির ওপর ভরসা রেখেই সমতল থেকে সেভাবে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে যাচ্ছে না বিজেপি। শুধুমাত্র বিজেপির বিধায়ক এবং দলের পদাধিকারীরাই দার্জিলিংয়ে পৌঁছাবেন ওইদিন সকালে।

তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামার মনোনয়নপত্র পেশের সময় পাহাড়ের পাশাপাশি সমতল থেকেও কয়েক হাজার মানুষ দার্জিলিংয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বিজেপিকে গুরুংয়ের আশ্বাস, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রায় ১৫ হাজার সমর্থক বিস্টের মনোনয়নপত্র পেশার সময় হাজির থাকবেন। বিমলও থাকবেন আগাগোড়া।

ঠিক হয়েছে, ওইদিন সকাল ন'টায় মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজুকে নিয়ে বিরাট মিছিল জেলা শাসকের কার্যালয়ের উদ্দেশে রওনা হবে। বেলা ১১টা নাগাদ রাজু মনোনয়নপত্র পেশ করবেন।

মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন বন্দনা রাই। মঙ্গলবার।

গুরুং সঙ্গী বন্দনা প্রার্থী, চাপে রাজু

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার পর এবার বন্দনা রাই। পদ্ম শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়ে নির্দল হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিমল গুরুং-ঘনিষ্ঠ বন্দনা। গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বিষ্ণু ও বন্দনা দুজনই দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছেন। ফলে, তাঁরা প্রার্থী হওয়ায় চাপ বাড়ল বিজেপির।

বন্দনা এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর বলেছেন, 'গোর্খাল্যান্ডই আমার প্রধান দাবি। গোর্খাদের এই দাবি নিয়েই আমি লড়ছি।' অন্যদিকে বিষ্ণুপ্রসাদ ওরফে বিপি বজগায়েনেরও বক্তব্য, 'পাহাড়ের মূল দাবি গোর্খাল্যান্ড। আমারও সেটাই মূল লক্ষ্য।'

গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ২০০৭ সাল থেকে পাহাড়ে আন্দোলন করেছে বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। সেই আন্দোলনকে দিল্লি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন বন্দনা। ২০১৭ সালে পাহাড়ে হিংসাত্মক আন্দোলনের পর বিমলরা আত্মগোপন করলেও বন্দনা সামনে এসে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। শুধু তাই নয়, পাহাড়ের চা বাগানগুলিতে মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে প্রচুর কাজও করেছেন তিনি। ফলে দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি মিরিক, কার্সিয়াংয়ের চা বলয়ে তাঁর ভালো দখল রয়েছে।

বিমলরা লোকসভা ভোটে কোন দলকে সমর্থন করবেন তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চর্চা চলছিল। ভোট ঘোষণার পরে কার্সিয়াংয়ের বিক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা এবং হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড বিমলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই তৃতীয় বিকল্প নিয়ে জল্পনা উঠেছিল। মোর্চা সর্বদল বৈঠক ডেকে বিজেপি, তৃণমূল-বিজিপিএম এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়ার আলোচনা চালিয়েছে। সেখানে প্রার্থী হিসাবে কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক এবং বন্দনা রাইয়ের নাম প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু আচমকাই বিমল বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্টকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ মোর্চারই নেত্রী বন্দনা। তাঁর বক্তব্য, 'বারবার গোর্খাল্যান্ডের আবেগকে কাজে লাগিয়ে বহিরাগতরা ভোট নিয়ে চলে যাবে। ভূমিপুত্র কাউকে কেন প্রার্থী করা হবে না? এবার কোনওভাবেই বিজেপিকে সমর্থন করা হবে না এমনই সিদ্ধান্তে মোর্চা চলছিল। কিন্তু তা হয়নি।' বিমলকে নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি।

অন্যদিকে বিষ্ণুপ্রসাদও নির্দল লড়ছেন। তিনিও কার্সিয়াং এবং শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকায় ভালো ভোট কাটবেন এমনটাই মনে করা হচ্ছে। ফলে পাহাড় এবং সমতলে গোর্খা ভোট এবার শুধু বিজেপিই পাবে এমনটা নয়। দুই নির্দল প্রার্থীও ভালো ভোট কাটবেন। আর তাতেই চিন্তা বেড়েছে পদ্ম শিবিরে।

হামরো পার্টির ৬ কাউন্সিলার বিজেপিতে

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : হামরো পার্টিতে ফের ভাঙন। এর আগে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) হামরো পার্টিকে ভাঙিয়ে দার্জিলিং পুরবোর্ড দখলে নিয়েছিল। এবার বিজেপি। দার্জিলিং পুরসভার ছয় কাউন্সিলার মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংসদ রাজু বিস্টের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই হামরো পার্টির হয়ে ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। কয়েকদিন আগেই হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড দিল্লিতে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ইন্ডিয়া' জোটে শামিল হয়েছেন। তাঁরই পছন্দের নেতা মুনীশ তামাংকে কংগ্রেস দার্জিলিং লোকসভা আসনে মঙ্গলবার প্রার্থী করেছে। সেই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিজেপি হামরো পার্টিতে ভাঙন ধরাল। অজয়ের হিন্ডিয়া জোটে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্তকে এই ছয় কাউন্সিলার মানতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে। আর সেই সময়ই তাঁরা দলবদলের সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছিলেন।

অজয়ের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ

২০২২ সালের ভোটে ৩২ আসনের দার্জিলিং পুরসভায় ১৮টিতে জয়ী হয়ে হামরো পার্টি ক্ষমতা দখল করেছিল। মাত্র ছয় মাস আগে অজয় এডওয়ার্ডের তৈরি করা হামরো পার্টি এভাবে পাহাড়ের ক্ষমতা দখল করার ঘটনায় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু এক বছর কাটার আগেই বিজিপিএম হামরো পার্টির কাউন্সিলারকে ভাঙিয়ে পুরবোর্ডের দখল নেয়। সেই সময় থেকে হামরো পার্টির বাকি নয় কাউন্সিলার বিরোধী আসনেই বসেছিলেন। সেখান থেকে আরও ছ'জন মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগ দিলেন। রাজু বিস্ট বলেছেন, 'তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের হাত আরও শক্ত হল।' অন্যদিকে বিজিপিএমের মুখপাত্র এসপি শর্মার বক্তব্য, 'রাজু বিস্ট পাহাড়ে এসে আঞ্চলিক দলের অস্তিত্ব শেষ করে দিচ্ছেন। এর আগে কল্যাণ দেওয়ান এবং বিপি বজগায়েনকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা থেকে বিজেপিতে নিয়েছে। এবার হামরো পার্টি থেকে ছয় কাউন্সিলারকে ভাঙিয়ে নিল। এভাবে তো আঞ্চলিক দল বলে আর কিছু থাকবে না।' হামরো পার্টির কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ইসলামপুরের রামগঞ্জে তিস্তা ক্যানালের জলে গবাদিপশুর স্নান। মঙ্গলবার। ছবি : রাজু দাস

পথশ্রী প্রকল্পে কাজ নিম্নমানের, অভিযোগ পদ্মের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২ এপ্রিল : পথশ্রী প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। সেই টাকায় ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছে চলছে রাস্তা তৈরি। সেখানেই উঠল নিম্নমানের কাজে অভিযোগ। সেই অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয়রা শিডিউল না মেনে কাজের অভিযোগ তোলেন। এরপরই স্থানীয় বিজেপি ও তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে এনিয়ে বচসা থেকে হাতাহাতি চলে বলে অভিযোগ।

পথশ্রী প্রকল্পে স্থানীয় বণিকপাড়া থেকে ফাঁসিদেওয়া কালী মন্দির পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এখানে ১৫০০ মিটার বিটুমেন ও ৯০০ মিটার সিসি রোড তৈরি ঘিরে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছে। এদিন গ্রামবাসীদের একাংশ এই অভিযোগে রাস্তা তৈরি বন্ধ করতে যান। পরে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী পলি সাহা ঘটনাস্থলে গেলে বিজেপি ও তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পলির মন্তব্য, 'সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে না। তাই, কাজ বন্ধ রাখতে বলেছি। ঠিকাদারকে ফোন করা হয়েছে। বুধবার তিনি এলে আমরা বসে সব কিছু বুঝে নেব। কিন্তু, তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মিলি দে ও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি চন্দনকুমার রায় কাজ বন্ধ রাখেননি। আমরা ভালো কাজ চাই। গ্রামবাসীরা আমার কাছে অভিযোগ করেছেন। পঞ্চায়েত সদস্য ভালো কাজ চাইছেন না।'

মিলির পালটা দাবি, 'বিজেপি নেতৃত্ব বারবার এসে কাজ বন্ধ করছে। গ্রামবাসীদের কোনও সমস্যা নেই। তাঁদের কোনও অভিযোগও নেই। শিডিউল বুঝেই কাজ করাচ্ছি।' ঘটনাস্থলে থাকা তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল সভাপতি চন্দনকুমার রায় বলেন,

ফাঁসিদেওয়া

'যে অভিযোগ এসেছে তা ঠিকাদারি সংস্থাকে জানানো হয়েছে। গোটা পাথরের বদলে একাজে কাটা পাথর ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। শিডিউল মেনেই কাজ করতে বলা হয়েছে।'

বিজেপির ফাঁসিদেওয়া মণ্ডল সভানেত্রী বিশ্বদীপা ঘাটানির কথায়, 'রাস্তার কাজ কাটা পাথরে করার কথা। কিন্তু, গোটা পাথর দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি ইঞ্জিনিয়ারকে জানাই। তিনি কাজ বন্ধ রাখতে বলেন। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্ব কাজ বন্ধ করতে দিচ্ছেন না। গ্রামবাসীরাও নিম্নমানের কাজের অভিযোগ করছেন। আমাদের সঙ্গে তৃণমূল নেতারা হাতাহাতি করেন। আমরা কাজ বন্ধ রেখেছি। ভালো কাজ বুঝে নেব। নাহলে রাস্তা তৈরি বন্ধ থাকবে।'

দাড়িভিটে রাজেশ-তাপসের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রার্থী। মঙ্গলবার।

দুই সমাধিতে মাথা ঠুকে প্রচার শুরু কার্তিকের

অরুণ ঝা

দাড়িভিট, ২ এপ্রিল : দাড়িভিটে রাজেশ-তাপসের সমাধিতে মাথা ঠুকে মঙ্গলবার ইসলামপুরে ভোট প্রচার শুরু করলেন রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পাল। রায়গঞ্জ আসনে ইসলামপুর এবং কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের চারটি সমাধি বিজেপির ভোটের হাতিয়ার, তা বলাই বাহুল্য। বিচারের আশায় দাড়িভিটের রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন যেন সমাধি থেকেই এলাকার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই তো এলাকার হিন্দু ভোট নিজেদের ভোটবাক্সে পুরতে এই ইস্যুটাকেই হাতিয়ার করছেন কার্তিক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কার্তিক বলেন, 'শাসকদল ষড়যন্ত্র করে ভাষা শহিদদের সমাধি নির্মাণ আটকে রেখেছে। জিতলে আমি প্রথমেই এর বিচার করব।'

এদিন রাজেশের বাবা নীলকমল এবং মা ঝর্ণা প্রার্থীর সঙ্গে ছেলের সমাধিস্থলে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁরা ফের বিচারের দাবি জানিয়েছেন। তাপসের মা-বাবা চিকিৎসার কারণে বাইরে থাকায় এদিন উপস্থিত থাকতে পারেননি।

ইসলামপুরের একটি মন্দিরে পুজো দিয়ে কার্তিক দাড়িভিটের উদ্দেশে রওনা দেন। জীবন মোড় এবং মহব্বতপুর এলাকার মাঝে গাড়ি থেকে নেমে কার্তিক জনসংযোগ শুরু করেন। এলাকার মানুষদের হালচাল জানার চেষ্টা করেন। চারখাম্বা এলাকায় দেওয়াল লিখনে তুলির আঁচড় কাটেন।

কার্তিকের আসাকে কেন্দ্র করে দাড়িভিট বাজার এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। গোটা এলাকা বিজেপির দলীয় পতাকায় ছেয়ে ফেলা হয়েছিল।

দাড়িভিট

রাজেশ-তাপসের মৃত্যুর পর ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে উন্নয়ন ঘোষণা করে সাঁকো সরিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে দলঞ্চা নদীর ওপর পাকা সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই সেতুর সামনে বিজেপি প্রার্থীর কনভয় দাঁড়িয়ে যায়। তারপর হেঁটে সেতু পেরিয়ে কার্তিক শ্মশানে পৌঁছান।

তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার এনআইএ তদন্তে সাহায্য করছে না বলে হাইকোর্টের তোপে পড়েছে। রাজেশ-তাপস তো শুধু বাংলা ভাষার শিক্ষক চেয়েছিল। তাই বলে গুলি করে মেরে ফেলতে হবে?' তাঁর সংযোজন, 'দাড়িভিটের মতো কালিয়াগঞ্জের আরও দুটি প্রাণের বিচার আমাদের চাই। আমরা এর শেষ দেখেই ছাড়ব।'

খাদিমের বিজ্ঞাপনে আবির-ঈশা

নিউজ ব্যুরো

২ এপ্রিল : চটিজুতোর জগতে অন্যতম সেরা নাম 'খাদিম'। সংস্থাকে ক্রেতাদের সামনে আরও নিবিড়ভাবে তুলে ধরতে এবারে বিশিষ্ট অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায় ও ঈশা সাহা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন। খাদিম ইন্ডিয়া লিমিটেডের পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর ঋত্বিক রায় বর্মন উচ্ছ্বসিত, 'আবির ও ঈশা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আমরা খুবই খুশি। আশা করি, ওঁদের নিয়ে আমরা আরও ভালোভাবে উপভোক্তাদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারব।' আবিরের কথায়, 'খাদিম চিরকালই আমাদের হৃদয়ে। সংস্থার বিজ্ঞাপনে সুযোগ পাওয়ায় আমি খুবই খুশি।' সম সুর ঈশারও, 'গুণমানের পাশাপাশি স্টাইলের ক্ষেত্রেও অনন্য খাদিমের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।' আবির-ঈশাকে নিয়ে খাদিমের বিজ্ঞাপন খুব শীঘ্রই বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া, নির্বাচিত মাল্টিপ্লেক্সের পাশাপাশি বিটিএল ক্যাম্পেনে দেখা যাবে।

মাদক সহ ধৃত

খড়িবাড়ি, ২ এপ্রিল : মাদক সহ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম মানিকবিশ্ব কর্মকার ও প্রদীপ মণ্ডল। উভয়ে বাতাসির খয়েরমণিজোত এলাকার বাসিন্দা। একটি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি দুধগেটের বটতলা এলাকায় অভিযান চালায় খড়িবাড়ি পুলিশ। সেখানেই ওই দুই তরুণকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ১৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া গিয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার জানান, ধৃতদের এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সংশোধনী

জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং অল বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রাইভেট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন (এবিপিইআই)-এর চেয়ারপার্সন পদে অভিষিক্ত হলেন।

পর্যাপ্ত পানীয় জল, খাবার খুঁজছে ঝড়ে বিধ্বস্ত বার্নিশ

দাঁতে দাঁত চেপে জীবনে ফেরার লড়াই

অভিরূপ দে ও বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২ এপ্রিল : ঝড়ের তাণ্ডবে জীবন তছনছ হয়ে গিয়েছে। তবুও প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চিপে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা চলছে।

প্রশাসনের তরফে মাত্র এক টুকরো পলিথিন শিট মিলেছে। সেটাই কোনওমতে টাঙিয়ে ময়নাগুড়ি বার্নিশ কালীবাড়ির কায়েতপাড়ার বাসিন্দা কণিকা রায় দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেটির নীচে ঠাঁই নিয়েছেন। কণিকার মতো বিপ্লব রায়, দীনেশ সরকার, রবি মণ্ডলের মতো অনেকেই ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে নতুনভাবে জীবন শুরুর চেষ্টা করছেন। গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা জীবন বর্মন বললেন, 'ঝড়ে এলাকার শিরদাঁড়াটাই যেন ভেঙে গিয়েছে। তবুও সবাই মিলে জোর চেষ্টা চলছে।'

দুর্গত এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে মঙ্গলবার নজরদারি চালানো হয়। প্রশাসনের তরফে ১২টি জায়গায় রান্না করে দুর্গতদের মধ্যে খাবার বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আড়াই হাজারেরও বেশি ত্রিপল বিলি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন এদিন এলাকায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'পরিস্থিতি ঠিক করতে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।' রেডক্রস সোসাইটি, ময়নাগুড়ি লায়ন্স ক্লাব সেবা, ময়নাগুড়ি কলেজের এনএসএস বিভাগ, জলপাইগুড়ি জেলা ইউনাইটেড ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সহ অন্যান্য সংগঠন থেকে ত্রাণ বিলি করা হয়। পুটিমারি উচ্চবিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার খাদ্যসামগ্রী প্যাক করা হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে এসবের পাশাপাশি থালাবাসন, স্টোভ, জামাকাপড় ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু জানিয়েছেন। প্রায় ৫০০ বিদ্যুৎকর্মী দিনরাত এক করে কাজ চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার একটি বড় অংশে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করেছেন। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার উত্তরবঙ্গের চিফ ইঞ্জিনিয়ার মৃগাঙ্কমৌলি দে বললেন, 'অবশিষ্ট অংশেও খুব তাড়াতাড়ি পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।'

পাশে প্রশাসন

- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি
- দুর্গতদের মধ্যে খাবার, অনেককে ত্রিপল বিলি
- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার একটি বড় অংশে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে
- ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগ

ঝড় কেড়েছে ভিটেমাটি। এলাকায় জল-বিদ্যুৎ নেই। ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে বের করা লন্ঠনই আশার আলো দিচ্ছে। মঙ্গলবার। ছবি : অভিরূপ দে

বেশ কিছু সমস্যাও রয়েছে। বার্নিশ এলাকায় সাপের কামড়ে জখম দীনবালা রায়কে হাসপাতালে পাঠানো হয়। দিনভর গোটা এলাকা থেকে ১০টির বেশি সাপ উদ্ধার করা হয়। বার্নিশ সর্দারপাড়া এলাকার মনোজ রায় বললেন, 'পানীয় জল, পর্যাপ্ত খাবারের অভাব রয়েছে।' পুঁটিমারি এলাকার বাসিন্দা সুধীর রায় বললেন, 'স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দেওয়া খাবার একবেলা খেয়ে দু'দিন চলেছে।' শৌচাগার ভেঙে যাওয়ায় অনেকে খোলা জায়গাতেই শৌচকর্ম সারছেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে সংক্রামক বিভিন্ন রোগ ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। পরিস্রুত জল খাওয়া, শিশুদের জন্য বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা করতে হবে বলে ডাঃ সপ্তর্ষি মণ্ডল, ডাঃ শিলাদিত্য মিশ্র পরামর্শ দিয়েছেন। ময়নাগুড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সীতেশ বর বলেন, 'চারটি অস্থায়ী চিকিৎসা শিবির করা হয়েছে। আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুড়ে মেডিকেল কিট বিলি শুরু করেছেন।'

শূন্যপদ পূরণ হোক

প্রথম ভোটার

তিথি দাস, ইসলামপুর

কতক্ষণে ভোট দেব, সেই অপেক্ষায় আছি। এর আগে ভোটের দিন ঝগড়া অশান্তির কথা অনেক শুনেছি। তাই আনন্দের পাশাপাশি মনে একটু ভয় কাজ করছে। তাই অশান্তির অভিজ্ঞতা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ভোট দেওয়ার পর বাড়ির বড়রা যেমন আঙুলে দাগ নিয়ে বাড়ি ফেরেন, ছোটবেলায় সেটা দেখে আমিও নিজের হাতে পেন দিয়ে আঙুলে দাগ কেটে নিতাম। এবার আমিও বড়দের মতো ভোট দিয়ে আঙুলে দাগ নিয়ে বাড়ি ফিরব। আমার বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু পড়াশোনা ছাড়িনি। চাকরির আশায় আজও পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আদৌ চাকরি পাব কি না, সেই চিন্তা প্রতিনিয়ত মাথায় ঘুরপাক খায়। তাই আমি চাই এত এত শূন্যপদ রয়েছে, তাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করে আমাদের চাকরির সুযোগ করে দেওয়া হোক। দিন-দিন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। চারিদিকে দুর্নীতি। আগে এসব খুব কম শোনা যেত। তাই আমার মতে, এসব থেকে বেরিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মানুষের কীসে কল্যাণ হয়, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

বন্ধ করতোয়া সেতু, ঘুরপথে যাতায়াত

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : সেতু সমস্যায় জেরবার রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকা। প্রায় দু'বছর ধরে সাহুডাঙ্গি-গজলডোবার মাঝে করতোয়া সেতুটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিছুটা দূরে শিমুলগুড়ি এলাকায় নিম নদীতেও সেতু নেই। একটা কাঠের সাঁকো ছিল, সেটা ঠিক কবে ভেসে চলে গিয়েছে, মনে করতে পারছেন না স্থানীয়রাও। ফলে মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বড় অংশের মানুষকে চার থেকে আট কিলোমিটার ঘুরে আমবাড়ি আসতে হয়। বন্ধ রয়েছে গজলডোবা যাওয়ার ক্যানাল ব্রিজটিও। ওদলাবাড়ির বাসিন্দা সঞ্জয় বসুর অফিস শিলিগুড়ি মহকুমার শিবমন্দিরে। ফলে রোজের যাতায়াতে তাঁকে ভীষণ সমস্যার মুখে পড়তে হয়। বললেন, 'করতোয়া সেতু বন্ধ থাকায় কয়েক কিলোমিটার ঘুরপথে আমবাড়ি হয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়। এতে সময়ও নষ্ট হচ্ছে, টাকাও।' সেখানকার রেলগেট বন্ধ থাকাটাও একটা বিশাল বড় সমস্যা। মাঝেমধ্যে এক-দেড় ঘণ্টা সময় নষ্ট হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু না, জানালেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

যদিও তিনটি সেতুই নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে বলে পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। দপ্তরের জলপাইগুড়ির সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার দীপককুমার সিং বলেন, 'গজলডোবা যাওয়ার পথে করতোয়া সেতু এবং শিমুলগুড়ির নিম নদীতে সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ক্যানাল ব্রিজটিও নতুনভাবে তৈরি করা হবে।' করতোয়া এবং নিম নদীর সেতুর জন্য প্রায় ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দুটি কাজেরই বরাত পেয়েছে কলকাতার একটি সংস্থা। সেতু দুটি তৈরি হতে প্রায় আট মাসের মতো সময় লাগবে বলে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা সূত্রে খবর।

করতোয়া সেতু। - ফাইল চিত্র

বিপজ্জনক ক্যানাল ব্রিজটি সম্প্রতি প্রশাসনের তরফে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তর এই ব্রিজ দিয়ে যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করেছে। তারপরেও বাইক, টোটো সহ বিভিন্ন ছোট গাড়ি ওই ব্রিজ পারাপার করছে। জানা গিয়েছে, ব্রিজের কাজ শেষ হতে লাগবে প্রায় দুই বছর। ফলে এখনই এই এলাকায় ভোগান্তি কমছে না বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

শিমুলগুড়িতে ২৫ বছর বাম জনপ্রতিনিধি থাকা কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণের কথায়, 'চাইব, ভালো মানের কাজ হোক।' সেতুর অভাবে বাসিন্দাদের চার থেকে আট কিমি ঘুরপথে আমবাড়ি যেতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দারাজীব রায় জানান, কিছুদিন আগে সেতুর কাজের জন্য কিছু সামগ্রী আনা হয়। কিন্তু দু'-একদিন পর হঠাৎ কাজ বন্ধ হয়ে যায়।'

INFORMATION WANTED

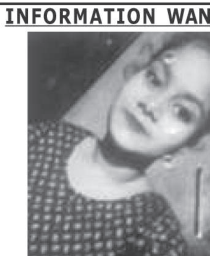

This is the photograph of **Tanisha Das**, Daughter of **Lt. Alok Das,** Purba Aptair, PS-Hili, PO-Hili, 733126, who has been missing since 13.09.2023 from Residence, Hili, Dakshin Dinajpur, W.B., Description of this missing person is : **Age-**13 years, **Complexion-**Fair, **Height-** 122 cms., **Wearing-**Yellow Top, White Pant, **Language-**Bengali. Please inform whereabouts of the missing person, to the Spl. Supdt. of Police, C.I.D. (W.B.), Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA- D591(3)/2024

শিলিগুড়ি শহরতলি ও খড়িবাড়িতে বাড়ছে দূষণ নিয়ে উদ্বেগ

সাহুর পাড়ে রোজ আবর্জনা

পরিবেশ রক্ষার ডাকেও সাড়া মিলছে না

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : শহুরে সভ্যতা যে গ্রামকে নষ্ট করছে একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর ভূরিভূরি নিদর্শন হাতের কাছেই মজুত আছে। এবার তার প্রমাণ মিলল শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া জনপদগুলিতে। শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের পাশেই বন দপ্তরের সারুগাড়া রেঞ্জ অফিস। কিছুটা এগোলেই ছোটা ফাঁপড়ি, খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি, রাজ ফাঁপড়িতে এখনও গ্রামের ছোঁয়া। জনপদগুলি যেন এক-একটা আস্ত পাহাড়ি গ্রাম। সব রাস্তায় এখনও পিচ বা কংক্রিটের ছোঁয়া লাগেনি। রয়েছে বেশ কিছু ছোট ও মাঝারি কাঁচা-পাকা বাড়ি। কিছুটা দূরেই সাহু নদী। তীরের বেশিরভাগই বন দপ্তরের বলে এলাকাবাসীরা জানান। ফলে, শহরতলির অন্যান্য জায়গার তুলনায় পরিবেশ অনেকটাই মনোরম। কিন্তু এখন সাহুর পাড়ে নিয়মিত ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। ফলে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন স্থানীয় পঞ্চায়েত।

রাজ ফাঁপড়ির কিছুটা দূরেই সেনা আবাসন। রয়েছে জনবহুল বাজার, লোকালয়। শহর ও শহরতলির বহু জায়গার নিকাশি জল মিশছে সাহুতে। স্থানীয় ইমিলা তামাং বলেন, 'শহরের দূষিত জল সাহুকে আরও বেশি দূষিত করছে।' জলস্রোতে ভাঙছে নদীপাড়। বহু গাছের গোড়ার মাটি সরে গিয়েছে। সাহু সেতুর আশপাশে এই চিত্র স্পষ্ট। পাশেই এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার 'পরিবেশ বাঁচাও' বোর্ড লাগানো। কিন্তু তাতে নজর কই? গাছ কাটায় ক্রমাগত বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। এমনটাই বলছিলেন স্থানীয় পূজা শর্মা। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা সুরজ তিমসিনা বলেন, 'এভাবে গাছের নীচ থেকে মাটি সরলেই বিপদ। কিছুদিনের মধ্যেই গাছগুলি উপড়ে যাবে।' ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অভিরাম শৈবর কথায়, 'বিষয়টি নজরে এসেছে। একটিয়াশাল, সারুগাড়া সহ নানা হাট-বাজারের আবর্জনা নদীতে পড়ছে। লোকসভা ভোটের পর এসব বন্ধ করা হবে।'

সমস্যা আরও গভীর ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আদর্শপল্লি, ছোটা ফাঁপড়ি, বড়া ফাঁপড়িতে। বহু জায়গায় নদীপাড়ের ছোট ছোট গাছ কাটা হচ্ছে। বাসিন্দাদের বক্তব্য, বহু বছর থেকে বনাঞ্চলের এখান থেকে জ্বালানি সংগ্রহ হত। জঙ্গলে অনেকেই কাঠ কুড়োতে আসেন। এভাবেই গত ১০-১৫ বছরে বনজমির বহু বড় গাছ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। জ্বালানির জন্য অনেকে ছোট গাছ কেটে নিচ্ছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার। বলেন, 'সাহু আর অঙ্গারিঝোরাকে কিছু মানুষ দূষিত করছেন। কেউ সাহুতে আবর্জনা ফেলছেন, কেউ অঙ্গারিঝোরার উপরই শৌচাগার বানিয়েছেন। কিছুদিন আগেই এমন কয়েকটি কাজ রুখেছি। ভোটের পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বাঁধ তৈরির আবেদন জানানো হবে।' বন দপ্তরকেও বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হবে বলে তিনি জানান। এগুলি বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের আওতাভুক্ত। প্রতিক্রিয়া জানতে দপ্তরের অতিরিক্ত বিভাগীয় আধিকারিক রাজীব লামার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোনে সাড়া দেননি। তবে দপ্তর সূত্রে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। আদর্শপল্লি, ফাঁড়াবাড়ি সহ বহু জায়গায় নতুন করে গাছ লাগিয়ে পরিচর্যা চলছে বলে দাবি করা হয়েছে।

রাজ ফাঁপড়িতে সাহু নদীর তীরে আবর্জনা। - সংবাদচিত্র

স্থানীয়দের আশঙ্কা

- ইস্টার্ন বাইপাসের পাশেই একাধিক জনপদে এখনও পাহাড়ি গ্রামের ছোঁয়া
- কিন্তু শহুরে সভ্যতার দাপট ও দূষণে সেই সৌন্দর্য হারানোর পথে
- বনজমির বহু বড় গাছ নিশ্চিহ্ন। জ্বালানির জন্য হাত পড়েছে ছোট গাছে
- অবাধে কাটা হচ্ছে বহু ছোট ছোট গাছ। বাড়ছে দূষণের সম্ভাবনা

কাজে লাগে না। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে পড়ে রয়েছে বিকল ই-রিকশা। - সংবাদচিত্র

বর্জ্য প্রকল্প বন্ধে সমস্যা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২ এপ্রিল : উদ্বোধনের মাত্র এক বছরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্প। গত তিন মাস ধরে বন্ধ আবর্জনা সংগ্রহও। ফলত, নোংরায় ঢেকেছে খড়িবাড়ি, বাড়ছে দূষণ।

'মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০২৩-এর ৫ জানুয়ারি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতে কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্প চালু হয়। খড়িবাড়ি ফুটবল মাঠে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। লক্ষাধিক টাকায় কেনা হয় চারটি অত্যাধুনিক হাইড্রোলিক ই-রিকশা। বাড়ি ও দোকানগুলিতে পঞ্চায়েত থেকে পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা ফেলার জন্য পৃথক পৃথক বাস্কেট দেওয়া হয়। বড় দোকানিদের দেওয়া হয় ড্রাম। বাজারের তৈরি হয়েছে কংক্রিট ও লোহার ডাস্টবিন। বুড়াগঞ্জের ডুমুরিয়া নদীর ধারে তৈরি হয় আবর্জনা সংগ্রহ ইউনিট। কেনা হয় আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের যন্ত্রও।

খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রকল্পটি চুক্তিভিত্তিক পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ফাঁসিদেওয়া সোশ্যাল অ্যান্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে এক বেসরকারি সংস্থাকে। সংস্থাটি আবর্জনা সংগ্রহের জন্য মিষ্টির দোকান ও হোটেল থেকে মাসিক ৪০০ টাকা, চাউমিনের বা মাঝারি দোকান থেকে ২০০ টাকা, সাধারণ দোকান থেকে ১০০ টাকা ও গৃহস্থ বাড়ি থেকে ৫০ টাকা করে নিত। কিন্তু মাস তিনেক ধরে সব বন্ধ।

এপ্রসঙ্গে ওই সংস্থার সচিব প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'শ্রমিক ও গাড়িচালক না মেলায় ময়লা সংগ্রহ বন্ধ। দ্বিতীয়ত, দোকানরা ও গৃহস্থরা ঠিকমতো নির্ধারিত টাকা দেন না। মানুষও এব্যাপারে অসচেতন। অলাভজনক সংস্থা হিসাবে কাজের দায়িত্ব নিয়ে পরিচালনার খরচ উঠছিল না। তবুও মাস ছয়েক ক্ষতি স্বীকার করে কাজ করা হয়েছে।' সংস্থার পরিচালক মানসকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, প্রধানকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ক্ষতি স্বীকার করে আর প্রকল্প পরিচালনা অসম্ভব।

ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ বলেন, 'পরিকাঠামো তৈরি ও সচেতনতার কাজ পঞ্চায়েত ও মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে করা হয়েছে। কিন্তু সংস্থাটি হঠাৎ চলে গিয়েছে। এখন আবর্জনা সাফাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তিনি এব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। অরুণ ঘোষ অবশ্য প্রকল্প বন্ধের বিষয়টি জানেন না বলে স্বীকার করে জানান, খোঁজ নিয়ে ভোটের পর ফের প্রকল্পটি চালুর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হবে।

বুড়াগঞ্জে কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্পের গেট বন্ধ। সেখানকার চৌকিদার ধীরাজ ওরাওঁ জানান, তিনি তিন মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না। টোটোচালকরা অনেকেই বেতন না পেয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তিনটি টোটো বিকল। বাকি চারটিও অব্যবহারে নষ্ট হচ্ছে।

এব্যাপারে খড়িবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ব্রিজবিহারী প্রসাদ জানান, দোকানিরা বাধ্য হয়ে লাগোয়া খালে নোংরা ফেলছেন। খোল্টা বাজারের বাসিন্দা হাইস্কুল শিক্ষিকা কেকা রায় জানান, হঠাৎই নোংরা তোলার গাড়ির বাঁশি শোনা যাচ্ছে না। জানা গিয়েছে, প্রকল্পই বন্ধ। ফের আগের মতো খালে, ডোবায় নোংরা ফেলা হচ্ছে। ছড়াচ্ছে দূষণ।

দুর্ঘটনায় মৃত বাংলাদেশি তরুণী, আহত ৪

ইসলামপুর, ২ এপ্রিল : বাংলাদেশ থেকে আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে এসে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক তরুণী। জখম হয়েছেন আরও চারজন। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর। নিহতের নাম সূচনা সরকার (১৯)। বাড়ি ঢাকার ইয়ারপুরে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণী তাঁর বাবা সুশীলচন্দ্র সরকার, মা অঞ্জনা সরকার এবং ভাই সনজ সরকারের সঙ্গে ৩০ মার্চ উত্তর দিনাজপুরের নয়াবাড়িতে পিসির বাড়ি এসেছিলেন। সোমবার পিসি স্বপ্না সরকার ও তরুণীর পরিবারের সদস্যরা রামগঞ্জের সুচিয়ানী এলাকায় আরেক আত্মীয়ের বাড়িতে যান। এদিন দুপুরে সেখান থেকে বিধাননগরে আরেক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওনা দেন।

কী ঘটেছিল

- বাংলাদেশ থেকে নয়াবাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন তরুণীর পরিবার
- ওই আত্মীয়ের সঙ্গে আরেক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে
- জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে দাঁড়ালে ইসলামপুরের দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার ধাক্কা মারে

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাস ধরতে রাস্তা পারাপার করার জন্য ওই পাঁচজন জাতীয় সড়কের ডিভাইডারের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেইসময় ইসলামপুরের দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার ডিভাইডারের উপর উঠে গিয়ে তাদের ধাক্কা মারে। আহতদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক সূচনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকিদের হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী জহিরুল হকের অভিযোগ, 'এই ঘটনায় পুরোপুরিভাবে ওই ডাম্পারের চালকের দোষ রয়েছে। টোটো থেকে নেমে সবাই জাতীয় সড়কের ডিভাইডারের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডাম্পারটি দ্রুতগতিতে এসে তাঁদের ধাক্কা মারে।'

এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রতিদিন বাসে ওঠানামা করার জন্য কয়েক হাজার মানুষ রামগঞ্জের জাতীয় সড়ক পারাপার করেন। তাহলে পুলিশ কেন এই ডাম্পারগুলির লাগাম টানছে না? রামগঞ্জের বাসিন্দা বীরবল সরকার মৃতের আত্মীয়। তিনি বলেন, 'এদিন বিধাননগরে আমার দিদি এবং বোনের বাড়িতে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।' পুলিশ জানিয়েছে, ডাম্পারের চালককে আটক করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে তারা।

পুলিশের দ্বারস্থ

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : ডাম্পার দুর্ঘটনায় মৃত অভিজিৎ দেবনাথের পরিবার এবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের দ্বারস্থ হল। অভিজিতের দিদি রমা দেবনাথ সোমবার কমিশনার অফিসে চিঠি লিখে জানান, তাঁর ভাইয়ের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট মেডিকেল কলেজের কাছে থাকলেও সেটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না। এজন্য পুলিশের সহযোগিতার দাবি করেছেন রমা। সেই সময় কমিশনার অন্য কাজে বাইরে থাকায় সেই চিঠি অফিসে জমা করে এসেছেন তিনি। পুলিশের তরফে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস মিলেছে বলে খবর।

গত মার্চ মাসের দশ তারিখ ফুলবাড়িতে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হয় অভিজিতের।

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে সেবা দলের আঞ্চলিক কর্মীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে দার্জিলিং জেলার পাশাপাশি রাজগঞ্জ ব্লকের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ভোটের হিংসাত্মক রাজনীতি বন্ধ করতে আহ্বান জানানো হয়। সর্বত্র শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বলা হয়।

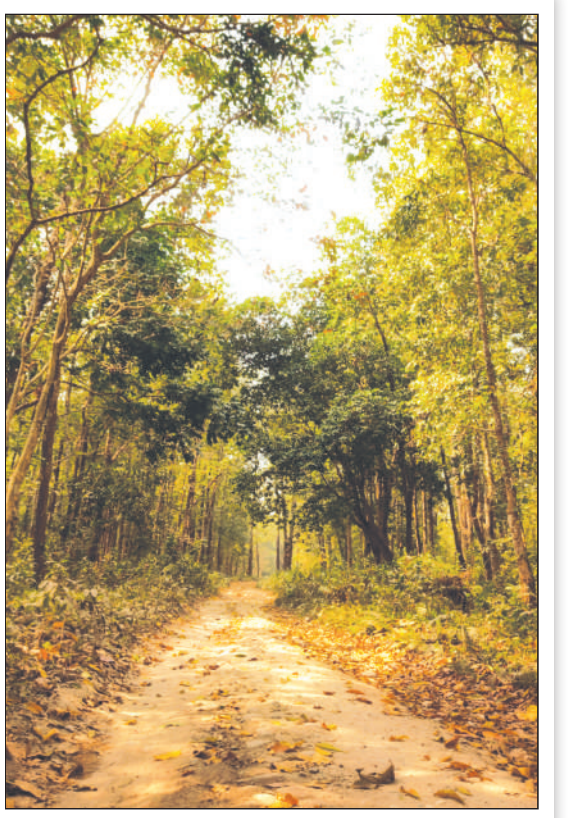
একাকী পথ।। রামশাই জঙ্গলে ছবিটি তুলেছেন ময়নাগুড়ির কৌশিক কর্মকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মঙ্গলবার জ্ঞান ফিরল পিহু-রোহিতের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : সোমবার যতটা আতঙ্ক ও উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে কেটেছিল। মঙ্গলবার একটু হলেও স্বস্তির শ্বাস ফেললেন পিহু-রোহিতের বাড়ির লোকেরা। এদিন দুজনের জ্ঞান ফিরেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, জ্ঞান ফিরলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে।

মিনি টর্নেডোর কবলে পরে রবিবার ময়নাগুড়ির বার্নিশের আড়াই বছরের ছোট্ট মেয়ে পিহু রায় ও চোদ্দো বছরের রোহিত রায় মাথায় গুরুতর চোট পায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই এখনও তাদের চিকিৎসা চলছে। মঙ্গলবার দুই শিশুর জ্ঞান ফেরে। পিহুকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) থেকে শিশুদের বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মেয়ের সঙ্গে বাবা তমালকুমার রায় ও সনিকা রায় এদিন কথা বলার চেষ্টা করেন। তমালের কথায়, 'মেয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরেছিল। কিন্তু কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। মাথার ফোলাভাবটা এখনও রয়েছে।' তিনি জানান, চিকিৎসকরা ডেকে তাঁদের সবকিছু জানিয়েছেন। মেয়েকে আরও কয়েকদিন অবজার্ভেশনে রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে।'

অন্যদিকে, রোহিতের মাথায় সোমবার অস্ত্রোপচারের পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত তিন ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়েছে। রোহিতের মা-বাবার চিকিৎসা চলছে জলপাইগুড়িতে। জেঠু দীনবন্ধু রায়ের কথায়, 'মাথায় জমে থাকা রক্ত বের করা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে সে কথা বলেছে। কিন্তু রোহিত বাঁ হাত ও পা ঠিক করে তুলতে পারছে না।'

নার্সিংহোম সূত্রে খবর, দুজনেরই পুরোপুরিভাবে সুস্থ হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। পিহুকে এদিন পর্যন্ত শুধু স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। তবে বুধবার থেকে তাকে ভাত খাওয়ানো যাবে বলে জানা গিয়েছে। মাথার ফোলা অংশটাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হবে। তবে তাকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।

টুকরো খবর

সচেতনতা বাড়াতে

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : আসন্ন লোকসভা ভোট নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করবে এবিভিপি। অনেক সময় মানুষের মধ্যে ভোট নিয়ে সঠিক ধারণা থাকে না। আবার অনেকে কিছু না বুঝতে পেরে ভোট নষ্ট করেন। সেজন্য এবার ছোট ছোট সভা করে সাধারণ মানুষের কাছে যাবেন এবিভিপির সদস্যরা।

মঙ্গলবার বাবুপাড়ায় এবিভিপির শিলিগুড়ি প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক হয়। সেখানে এবিভিপির কেন্দ্রীয় কার্যকমিটির সদস্য শুভব্রত অধিকারী বলেন, 'ইতিমধ্যেই ভোট নিয়ে আমরা সচেতনতা শুরু করেছি। পড়ুয়াদের বেশি করে সচেতন করা হবে। কলেজের পাশাপাশি আমরা টিউশন সেন্টারগুলোতে গিয়েও সচেতন করব।' এদিন চলতি বছরের লোকসভা ভোট নিয়ে এবিভিপির পোস্টার উন্মোচন করা হয়।

বৈঠক

চোপড়া, ২ এপ্রিল : সোনাপুরের তিনমাইল এলাকায় মঙ্গলবার তৃণমূলের একটি বৈঠক হয়। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দলীয় অঞ্চল সভাপতি শিবেন্দু চৌধুরী বলেন, '১৩ এপ্রিল এলাকায় জনসভা রয়েছে। তারই প্রস্তুতি ও নির্বাচনি প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে এদিনের বৈঠক।'

ইফতার পার্টি

চোপড়া, ২ এপ্রিল : আমরা কয়জন যুবক নামক স্থানীয় একটি সংগঠনের উদ্যোগে মঙ্গলবার ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। সেখানে অংশ নেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীরা।

নকশালবাড়িতে উন্নয়ন ব্রাত্য

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২ এপ্রিল : শিয়রে লোকসভা নির্বাচন। কিন্তু ক্ষুব্ধ নকশালবাড়ির সংখ্যালঘুরা। বেহাল রাস্তা ও নিকাশি, পানীয় জলসমস্যাও তীব্র। ফলত, জেরবার নকশালবাড়ির বহু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মহল্লা। নদী বস্তি, কালুয়াজোত, ছোটপুল, কেরকেরু বস্তি, সাউরিয়া বস্তি, পাগলা বস্তি, কেটুগাবুরজোতের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মহল্লাগুলিতে অমিল সরকারি পরিষেবার তালিকা দীর্ঘ।

এলাকাগুলিতে ঢুকতেই নানা সমস্যার ছবি প্রকট হয়। স্থানীয়রা জানান, এলাকাগুলিতে বহুদিন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। অতীতে

ভোটবাদ্যি

সিপিএম এখন তৃণমূল কেউ-ই তাঁদের খোঁজ রাখে না। শহর লাগোয়া কিছু সংখ্যালঘু নেতার বাড়ির সামনের রাস্তা পাকা হলেও প্রান্তিক এলাকায় উন্নয়ন স্তব্ধ। নেপাল সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলির প্রাথমিক পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কেরকেরু বস্তির বাতারিয়া নদী থেকে পাগলা বস্তি পর্যন্ত প্রায় দু'কিমি রাস্তার। এটি একদা নেপালের বামুনডাঙ্গি রাস্তা নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ আমল থেকেই সাপ্তাহিক হাটে নেপালি ব্যবসায়ীরা এ পথে ঘোড়া, মোষের গাড়িতে পণ্য আনা-নেওয়া করতেন।

নকশালবাড়ি ও মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত লাগোয়া দশটি সংসদের প্রায় হাজার দশেক মানুষ দৈনিক এই রাস্তা ব্যবহার করেন। শতাব্দীপ্রাচীন রাস্তাটিতে এখন প্রাণ হাতে চলতে ভরসা পান না তাঁরা।

২০২২-এর পঞ্চায়েত ভোটে টোটো থেকে পড়ে একজনের মৃত্যুতে উত্তপ্ত হয়েছিল এলাকা। কিলারামের মহম্মদ মনসুর বলেন, 'বেহাল রাস্তার জন্য গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের ডাক দেন। কিন্তু পরে প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁরা বুথে যান। তারপরও রাস্তাটি পাকা হয়নি। গত তিন বছরে এলাকায় রাস্তা, পানীয় জল, বাঁধ মেরামতি কিছুই হয়নি। উধাও জনপ্রতিনিধিরাও।' একই অবস্থার শিকার সাউরিয়া বস্তি, কেরকেরু, পাগলা বস্তির। কেরকেরুর মহম্মদ আকবরের কথায়, 'দু'বছর আগে কিছু জায়গায় জলের পাইপ বসেছিল। গ্রামে কিছু নলকূপ বসানো হলেও তাতে জল নেই। চাতকের মতো গ্রামবাসীরা জলের অপেক্ষায় থাকেন। রাস্তা সংস্কারের জন্য বহুবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে চিঠি দিয়েও কাজ হয়নি।'

আবাস যোজনায় অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় গুলেসা বেগমের প্রশ্ন, 'দু'বছর আগে পানীয় জলের পাইপ বসেছে, কিন্তু জল কোথায়?' নিকাশির নামগন্ধ নেই। রাস্তাঘাটও তথৈবচ। রোগী নিয়ে এ পথে চলা কঠিন। ওই গ্রামেরই হাবিবা খাতুনের মন্তব্য, 'সরকারি প্রকল্পের কিছু সুবিধে পেলেও আমরা উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। স্বামী ট্র্যাক্টর থেকে পড়ে অসুস্থ। তিন বছর আগে আবাস যোজনার ঘরের আবেদন করেও মেলেনি। গরমে এখানে তীব্র জলসমস্যা হয়।'

দক্ষিণ তোতারামজোতের পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী মহম্মদ কালু এ সম্পর্কে বলেন, 'এখানে উন্নয়ন নেই। নিকাশিনালাগুলি নিজেরাই সাফাই করি। পঞ্চায়েত প্রধান গুরুত্ব দেন না।' কালুয়াজোতের মহম্মদ গোলামের দাবি, ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানে সংখ্যালঘুদের বাস। কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধির চোখে ঠুলি। কিন্তু মণিপুর, বাংলাদেশ, নেপাল থেকে মানুষজনের বসতিতে সব সরকারি পরিষেবা মেলে। এই বৈষম্য নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। এ নিয়ে বিডিও বা প্রশাসনের কেউই মুখ খোলেননি।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মহল্লায় অপ্রাপ্তির ক্ষোভ

কেরকেরু বস্তি থেকে নেপাল সীমান্ত যাওয়ার পাগলা বস্তির বেহাল রাস্তা।

- নকশালবাড়ির সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মহল্লাগুলিতে সরকারি পরিষেবা না মেলার তালিকা অনেক লম্বা
- ব্রিটিশ আমলের বামুনডাঙ্গির রাস্তায় চলাচল করতে সাহস পান না মানুষ
- বহু গ্রামে পানীয় জলের পাইপ বসলেও এখনও জলের দেখা নেই
- বহু বস্তিতে নিকাশিনালা, বাঁধ মেরামতির প্রাথমিক কাজটুকুও প্রশাসন করেনি বলে অভিযোগ

পরিষেবার দাবিতে সরব ভব কলোনি

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানা এলাকা হিসেবেই ভব কলোনি পরিচিত। এই এলাকায় দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে বসতি গড়ে উঠেছে। পুরনিগমের অন্তর্গত হলেও এলাকায় প্রবেশ করলে নাগরিক পরিষেবাহীন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চিত্র ধরা পড়বে। এলাকায় সুষ্ঠু নিকাশির কোনও ব্যবস্থা নেই। পথবাতি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রতি বছর বৃষ্টির দিন আসার আগে এলাকার সাধারণ মানুষ আতঙ্কে থাকেন। এবছরও সেই আতঙ্কই তাঁদের গ্রাস করেছে। তাই অতি দ্রুত এলাকায় সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার দাবি উঠেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বললেন, 'আমরা এই জায়গাগুলির ওপরে বিশেষ নজর দিচ্ছি। দ্রুতই সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

ভব কলোনির থেকে খানিকটা দূরে সেবক রোডের পাশেই অত্যাধুনিক মল, দোকানপাট রয়েছে। তবে এই এলাকায় যেন উন্নয়নের কোনও ছোঁয়াই স্পর্শ করেনি। বহু বছর ধরে এলাকায় সুষ্ঠু নিকাশিনালা গড়ে তোলার দাবিতে এলাকার সাধারণ মানুষ সরব ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা পূজা সরকারের কথায়, 'আমরা চাই এলাকায় যাতে সুষ্ঠু নিকাশির ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এখন কাজ শুরু হলে আগামী বর্ষায় আমরা কিছুটা রেহাই পাব।' প্রতি বছর নানান রাজনৈতিক দলের থেকে এলাকার উন্নয়নের আশ্বাস পেলেও শেষমেশ কোনও কাজ হয় না বলেই বাসিন্দাদের দাবি। বর্তমানে সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকার একাধিক জায়গায় জল জমে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বর্ষাকালে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে বলে স্থানীয়রা আতঙ্কিত। স্থানীয় বাসিন্দা তমাল সাহা বললেন, 'আমরা চাই আমাদের এলাকার পরিস্থিতির পরিবর্তন হোক।'

সরকারি স্কুলেও এখন কর্মমুখী বিষয়ে জোর

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : কর্মমুখী বিষয়ে জোর দিয়েছে সিবিএসই, আইসিএসই, আইএসসি বোর্ডের স্কুলগুলো। নতুন প্রজন্মের চাহিদা অনুযায়ী পঠনপাঠনের দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আওতায় থাকা স্কুলগুলো। বেসরকারি স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের ডিজিটাল মার্কেটিং, কোডিং, ডেটা সায়েন্স, এথিকল হ্যাকিং, গ্র্যাফিকস, যোগা, এআই, রোবোটিক্স, কমিউনিকেশনের মতো অত্যাধুনিক বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পড়ুয়াদের রয়েছে। কিন্তু সরকারি স্কুলে তা নেই। শুধুমাত্র হাতেগোনা কয়েকটি স্কুলে চলতি বছর থেকে এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স), বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস নিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা। বেসরকারি স্কুলগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরকারি স্কুলগুলোতেও কর্মমুখী বিষয়গুলো যুক্ত হলে পড়ুয়া ভর্তির সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।

প্রতিবারই সরকারি স্কুলগুলোকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলো। কখনও স্কুলের চাকচিক্যে মন জেতে অভিভাবকদের, কখনও আবার পাঠক্রম বহির্ভূত বিষয়ে জোর দিয়ে পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।

তবে এবার কর্মমুখী বিষয়ে জোর দিয়েছে সিবিএসই, আইসিএসই স্কুলগুলো। ইতিমধ্যেই কর্মমুখী বিষয়ের প্রতি জোর দিয়ে এআই বিষয়ে পঠনপাঠনের জন্য কাউন্সিলে আবেদন জানিয়েছে অনেক স্কুল। নজরুল শতবার্ষিকী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, 'কর্মমুখী বিষয়ে পড়াশোনার আগ্রহ পড়ুয়াদের মধ্যে অনেক বেড়েছে। নতুনত্ব বিষয়গুলো সরকারি স্কুলে পড়ুয়ারা পড়ার সুযোগ পেলে ভর্তির আগ্রহ অনেকটা বাড়বে।'

স্মার্ট ইন্ডিয়ার দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতে যে আরও বেশি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর হতে চলছে তা কিন্তু ইতিমধ্যেই টের পেয়েছেন শিক্ষাবিদরা। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত জানান, আগামীতে স্কুলে পড়ুয়ারা যাতে রোবোটিক্স, এআই-এর মতো বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ পায় সেজন্যও স্কুলের তরফে চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, স্কুলে আইটি ও হেলথকেয়ার এই দুটি ভোকেশনাল বিষয় পড়ানো হয়।

কেন পড়ুয়াদের আগ্রহ নতুন বিষয়গুলোর দিকে ক্রমশ বাড়ছে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরবঙ্গ সহোদয়া স্কুল কমপ্লেক্স-এর সভাপতি ডাঃ এসএস আগরওয়ালের ব্যাখ্যা, যে বিষয় পড়ে সহজে চাকরি পাওয়া যাবে, তা নিয়েই নতুন প্রজন্মের আগ্রহ থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। এছাড়াও এধরনের বিষয়গুলো নিয়ে এখন পুরো বিশ্বে কাজের বিশাল সুযোগ রয়েছে। চলতি বছর একাদশ শ্রেণি থেকে শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলে এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) নিয়ে পঠনপাঠন চালু হচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ বলেন, 'এধরনের বিষয়ে পড়ার জন্য যে কোনও বিভাগ থেকে পড়ুয়ারা আবেদন করতে পারে। ভবিষ্যতে আরও কর্মমুখী বিষয় স্কুলে পড়ুয়াদের পড়ার সুযোগ করে দেবার চেষ্টা করছি।'

মেট্রোয় যাত্রী বৃদ্ধি

২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে কলকাতা মেট্রো ১৯.২৫ কোটি যাত্রী পরিবহণ করেছে। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে এই সংখ্যা ছিল ১৭.৬৯ কোটি।

সশরীরে হাজিরা

প্রাক্তন বিচারপতির নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে হাজিরা দিলেন কলকাতা পুলিশের অভিযুক্ত কর্তব্যরত এক সার্জেন্ট। হলফনামা তলব হাইকোর্টের।

দেহাংশ উদ্ধার

কলকাতার বন্দর এলাকা ওয়াটগঞ্জ থেকে একটি প্লাস্টিকে মহিলার মাথা, দুটি প্লাস্টিকে দুটি পা ও অপর একটি প্লাস্টিকে দেহের খানিকটা অংশ উদ্ধার করা হল।

মদন-সায়ন্তিকা

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ মদন মিত্র। চিকিৎসকদের পরামর্শে ঘরবন্দি। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন বরানগরের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোটের দায়িত্ব থেকে সরানো হল লাভলির স্বামীকে

বিশেষ পর্যবেক্ষক বিতর্কিত পুলিশকর্তা

কলকাতা, ২ এপ্রিল : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সেই বিতর্কিত প্রাক্তন পুলিশকর্তাকেই রাজ্যের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক করে পাঠাল কমিশন। তাঁর নাম অনিল কুমার শর্মা। গত লোকসভা ভোটে রাজ্যে দায়িত্ব নিয়ে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে ফিরিয়ে নেয় কমিশন। অনিলের বিরুদ্ধে দিল্লির নির্বাচন সদনে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল। যদিও কমিশনের মতে, কোনও বিতর্কের জন্য নয়, পারিবারিক কারণেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন অনিল।

মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ৬ রাজ্যের জন্য ১ জন করে সাধারণ বিশেষ পর্যবেক্ষক ও ১ জন করে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া এই তালিকায় রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা এবং উত্তরপ্রদেশ।

এরাজ্যের জন্য সাধারণ বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অলোক সিনহা। অলোক ১৯৮৬ ব্যাচের উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের আমলা। বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল কুমার শর্মা ১৯৮৫ ব্যাচের পঞ্জাব ক্যাডারের অফিসার। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশের জন্য ১ জন করে এক্সপেনডিচার অবজার্ভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

কমিশনের সিদ্ধান্ত

- প্রাক্তন পুলিশকর্তার নাম অনিলকুমার শর্মা
- এর আগে অনিলের বিরুদ্ধে দিল্লির নির্বাচন সদনে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল
- যদিও এবারও তাঁকে রাজ্যের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক করে পাঠাল কমিশন
- এই নিয়োগকে স্বাগত জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী

এদিকে রাজ্যের পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে অনিল শর্মার নিয়োগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দলীয় প্রচারের ফাঁকে এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। অত্যন্ত দায়িত্ববান এই অফিসার। র-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আশা করি রাজ্যে নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।'

এর পাশাপাশি এদিন কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথ-ওয়েস্ট সৌম্য রায়কে আবারও নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। সৌম্য সোনারপুরের তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্রর স্বামী।

গত বিধানসভা ভোটেও নির্বাচন কমিশন তাঁকে নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। আজ সৌম্যকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে কমিশন জানিয়েছে ৩ এপ্রিল বিকাল ৩টের মধ্যে বিকল্প তিন পুলিশ কর্তার নামের তালিকা পাঠাতে হবে কমিশনকে। সেই তালিকা থেকে কমিশন উপযুক্ত নাম বেছে নেবে।

ভোট ছাপিয়ে উঠে এল ট্রেন যাত্রার সমস্যা

নির্মল ঘোষ

হুগলি, ২ এপ্রিল : সকাল ৯টা। ডাউন ব্যান্ডেল লোকাল হুগলি স্টেশনে ঢুকতেই হুড়মুড়িয়ে কামরায় উঠতে শুরু করলেন যাত্রীরা। সিট পাওয়ার জন্য রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি। নিত্যদিনের এই চিত্র শুধু এই ট্রেনটির নয়, সকালের সব ট্রেনেই দেখা যায়।

কোনওক্রমে 'একটু চেপে বসার' আবেদন জানিয়ে বসার জায়গার ব্যবস্থা করা গেল। পাশেই হুগলির মিত্রবাগানের সদাহাস্য গৌরদা। তাঁর সঙ্গেই উঠেছেন চেনা পরিচিত অপর নিত্যযাত্রীরা। প্ল্যাটফর্মেই তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল ভোট। ট্রেনে উঠে বসার খানিক পরই ফের উঠল ভোট প্রসঙ্গ। চেনা পরিচিত এক বন্ধুর প্রশ্ন গৌরদাকে, তোমাদের ওখানে কেমন হচ্ছে প্রচার? সহাস্যে উত্তর, ছাড় দেখি ওইসব। কত ভোট এল-গেল। আমাদের এই 'ডেইলি পাষণ্ড' (ডেইলি প্যাসেঞ্জারি) জীবন কি আর দূর হবে?

মিনিট দুয়েক পরেই ট্রেন চলে আসে চুঁচুড়া স্টেশনে। সেখানে দুদ্দাড় করে উঠে পড়েন বেশ কিছু যাত্রী। চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলার সুরজিৎ রায় তাঁদেরই একজন। প্রাইভেট ফার্মের কর্মী সুরজিৎবাবু অবশ্য ভোট নিয়ে নিস্পৃহই। ছোটবেলায় ভোটের সময় রাজনৈতিক কারণে পরিবারের একজনকে হারাতে হয়েছিল তাঁদের। তাই যাটোর্ধ্ব সুরজিৎবাবু ও তাঁর পরিবারের লোকজন ভোট নিয়ে মাতামাতি করেন না। পরিবর্তে রাজ্য ও দেশের সাধারণ সমস্যা, বেকারত্ব, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি এবং অবশ্যই নিত্যদিনের ট্রেনযাত্রার যন্ত্রণা নিয়ে আলোচনায় তিনি বেশি আগ্রহী।

নিত্যযাত্রীদের বারোমাস্যা

নিস্পৃহ কণ্ঠে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'ভোট দিতে হয় দেব। ব্যাস।'

এই কামরার প্রধান আকর্ষণ রণজিৎ কুমার। ভিড় ঠেলে গৌরদার কাছেই চলে এলেন তিনি। একজন উঠে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বসতে দিলেন। অশীতিপর রণজিৎবাবুকে পারিবারিক কারণে এখনও নিত্যদিনের এই যন্ত্রণা সহ্য করেই রোজগার করতে যেতে হয়। একটি বেসরকারি সংস্থার কোয়ালিটি কন্ট্রোলের দায়িত্বে তিনি। দীর্ঘ জীবনে বহু ভোট দেখেছেন তিনি। তবে এবারের ভোটের উন্মাদনা যেন একটু বেশি বলেই মনে হচ্ছে তাঁর। রাজনীতি নিয়ে কোনও

খোলাখুলি আলোচনা না করলেও কেজরিওয়ালকে তিহার জেলে কেন ঢোকানো হল, এর ফলে কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক জীবন কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হল তা সুন্দরভাবে বললেন তিনি।

ভদ্রেশ্বর থেকে ওঠা 'বাচ্চা' (প্রবীর বিশ্বাস) অবশ্য অতটা ভাগ্যবান নন। বসার জায়গা মেলেনি তাঁর। এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার ভোট দেবেন তিনি। তাঁর কিন্তু অন্য প্রশ্ন। রোজ রোজ ট্রেনে কেন এত ভিড় হয়? কেন সময়ে ট্রেন চলে না? এই সমস্ত নিয়েই আগ্রহ তাঁর। হাইকোর্টে চাকরি করা প্রবীরের কথায়, 'দিনের অর্ধেকের বেশি সময় তো ট্রেনে ও বাইরে কেটে যায়।' সময়ের মতোই এগিয়ে চলে ট্রেন। রিষড়া থেকে ওঠেন রতন দাস ওরফে 'চিংড়ি'। বেসরকারি কর্মী রতন ছুটির দিনে গঙ্গায় চিংড়িমাছ ধরেন বলে বন্ধুদের কাছে ওই নামেই পরিচিত। রাজনীতি সচেতন চিংড়ির সাফ কথা, ভালো করে দেশ চললেই হল। দাঙ্গা চাই না। দু'বেলা পেটের ভাত চাই।

ভোটবাদ্যি

শুধু হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখা নয়, হাওড়া-কাটোয়া, হাওড়া-বর্ধমান শাখার নিত্যযাত্রীদের কথাতেও উঠে আসে ট্রেনযাত্রার নানা সমস্যা ও দুর্ভোগের কথা। তাঁদের সমস্যা আরও প্রবল। ভোরে বাড়ি ছেড়ে ট্রেন ধরতে হয়। কাজ শেষে যখন তাঁরা বাড়ি ফেরেন, তখন মধ্যরাত। ঘণ্টাখানেক বিছানায় শুয়ে ফের ভোরবেলায় ট্রেন ধরা। ট্রেনেই যেন কাটে তাঁদের জীবন। অনেকটা বিখ্যাত 'জিটি রোড' সিনেমার মতোই তাঁদেরও যেন বলতে শোনা যায়, 'এই পথেই জীবন, এই পথেই মরণ।'

শাহজাহানের সংস্থায় ঢুকেছে ১৩৭ কোটি

কলকাতা, ২ এপ্রিল : সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহানের সাম্রাজ্যে পরতে পরতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসছে। জমি ও ভেড়ি দখল, আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত দুর্নীতিতে তাঁর নাম জড়িয়েছে। সোমবার ইডি নিম্ন আদালতে দাবি করেছে, চিংড়ির ব্যবসার মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করেছেন তিনি। তবে ইডির রিপোর্টে আরও বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে। শাহজাহানের কোম্পানি এসকে সাবিনা ফিশারিতে দুটি কোম্পানি থেকে ঢুকেছে ১৩৭ কোটি টাকা। এই টাকা কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার হত তার তথ্য সন্ধানেই নেমেছে ইডি।

ইডি সূত্রে খবর, ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ম্যাগনাম এক্সপোর্ট নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে ১০৪ কোটি টাকা ও ২০১৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত মেসার্স অরূপকুমার সোম নামে আর একটি সংস্থার মাধ্যমে ৩৩ কোটি টাকা শাহজাহানের সংস্থায় ঢুকেছে। নিজের টাকা অন্য হাতে দিয়ে সেই টাকাই আবার ফেরত নিতেন তিনি। তাঁর নির্দেশ অনুসারে ওই সংস্থাগুলি শাহজাহানের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করে। নগদ যে টাকা ম্যাগনাম এক্সপোর্টের মাধ্যমে নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করাতেন সেই লেনদেনের হিসাবে চিংড়ি রপ্তানির কথাই উল্লেখ থাকত। তবে মাছের ব্যবসার অন্য কোনও

ইডি'র দাবি

- ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ম্যাগনাম এক্সপোর্টের মাধ্যমে ১০৪ কোটি টাকা শাহজাহানের সংস্থায় ঢুকেছে
- ২০১৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত মেসার্স অরূপকুমার সোমের থেকে ৩৩ কোটি টাকা তাঁর সংস্থায় ঢুকেছে

নথি দেখাতে পারেননি তিনি। কোটি কোটি কালো টাকা চিংড়ির ব্যবসার টাকা হিসেবেই দেখাতেন তিনি। তাঁর সংস্থায় সমস্ত মাছ ব্যবসায়ীদের মাছ বিক্রি করতে বাধ্য করতেন।

তদন্তে নেমে ইডি আধিকারিকরা এও জানতে পারেন, ২০১৯ সালে সরবেড়িয়া বাজারের ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন তিনি। নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর সংস্থার মাধ্যমে ব্যবসা না করলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হত। শাহজাহানের সংস্থায় ৪০ শতাংশ চিংড়ি আসত অন্যের দখল করা ভেড়ি থেকে। নিজের ভেড়ি থেকে ১০ শতাংশ আসত। বাকি ৫০ শতাংশ স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ীদের থেকে কিনতেন।

শাহজাহানের সিন্ডিকেটের কয়েকজন ভুয়ো মাছ ব্যবসায়ীর নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর নির্দেশেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে কত টাকা লেনদেন হবে তা নির্ধারিত হত। এমনকি তাঁদের নামে জমিও কেনা হত। সেই বেনামি সম্পত্তির মালিক ছিলেন শাহজাহান। কালো টাকা সাদা করতে চক্রের মতো কাজ করা হত। মাছ বিক্রির টাকা উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা সহ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠদের অ্যাকাউন্টেও পৌঁছোত।

প্রায় ২০ জন ভুয়ো মাছ ব্যবসায়ী যাঁরা এই সিন্ডিকেটে জড়িত, তাঁদের চিহ্নিত করেছে ইডি। শাহজাহান এখন ইডির হেপাজতে। ফলে এই বিষয়ে আরও তথ্য তদন্তকারীদের হাতে আসবে বলেই মনে করছেন ইডি আধিকারিকরা।

আদালতে আরাবুল

কলকাতা, ২ এপ্রিল : পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। তাঁর দাবি, নির্বাচনের আগে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি একটি মামলায় গ্রেপ্তারের পর আরও দুটি মামলায় তাঁকে যুক্ত করেছে পুলিশ। তাই পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগে মামলা দায়েরের আবেদন করেন তিনি।

ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ সহ সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দলবদ্ধভাবে আক্রমণের অভিযোগও রয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লালবাজারে আনে পুলিশ। এরপরও নানারকম অভিযোগে তাঁকে জড়ানোর চক্রান্ত চলছে।

এদিন তাঁর আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি মামলা দায়েরের আবেদন করেন। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্তব্যের ফাঁকে সৌজন্য বিনিময়। মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই

'মেরিট বুঝে প্রশ্ন করা উচিত'

কলকাতা, ২ এপ্রিল : ২০২২ সালের টেটে ভুল প্রশ্নের মামলায় পর্ষদের ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২৩টিরও বেশি প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছিলেন ৫০০ জন পরীক্ষার্থী। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেন, 'পিএইচডি করে কেউ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন না। তাই সঠিক প্রশ্ন থাকা প্রয়োজন। সবাই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নন। পর্ষদের উচিত মেরিট বুঝে প্রশ্ন করা।'

এদিন এই মামলায় রিপোর্টও জমা পড়ে। বিচারপতি মান্থার পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ বাড়ছে। এখন ২৩টি প্রশ্ন ভুলের

টেটের প্রশ্নে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

অভিযোগ উঠেছে। এই অবস্থায় সব পক্ষকে বসে সাধারণ অভিযোগগুলি এককাট্টা করতে হবে। অভিযোগের সপক্ষে থাকা নথি একসাথে এনে একটি তালিকা তৈরি করে সেই তালিকা পর্ষদকে দিতে হবে। বিচারপতি নির্দেশ দেন, ওই তালিকা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে পর্ষদকে। প্রতিটি প্রশ্ন ধরে ধরে পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞের মতামত এবং তার ভিত্তি কী সেই ব্যাপারে লিখিত রিপোর্ট জানাবে পর্ষদ। তিন সপ্তাহের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন বা উত্তরের ক্ষেত্রে কোনও স্ট্রেট জ্যাকেট ফর্মুলা হতে পারে না। একক রাজ্য বা দেশ ভেদে অর্থ বদল হয়। তাই বিশেষজ্ঞদের মতামত জানা জরুরি।

প্রশ্নবাণ

- অষ্টাদশ শতকে বর্গি হানা বাঙালির জীবনে এক দুঃস্বপ্ন। এনিয়ে কবিতার বই লিখেছেন কবি গঙ্গারাম। বইটির নাম কী?
- কথিত আছে এখানেই শূর্পণখার নাক কাটা হয়েছিল, আর সেই থেকেই এই জায়গার নামকরণ। জায়গাটির নাম কী?
- ভারতের এক টেনিস তারকার সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্পর্ক আছে। কী নাম তাঁর?

আগের দিনের উত্তর
অ্যানিমাল ফার্ম, মাদাম বোভারি, হারুন অল রশিদ

ঠিক উত্তরদাতা : সংঘমিত্রা দাস-জোরপাকুড়ি, সৌরদীপ পাল-ভোটপট্টি, তরুণকুমার রায়,মোহন পাল-চালসা, নিবেদিতা হালদার-বালুরঘাট, কালিদাস সাহা-কামাখ্যাগুড়ি, বেদাগ্রণী ঘোষ-জলপাইগুড়ি।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

আজ টিভিতে

দুপুর ১.৩০টায় **আকাশ আটে রাঁধুনিতে** সীমা দাস শেখাবেন ভেটকি-চিংড়ি যুগলবন্দি এবং দুধ মৌরলা।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.০০ মিলি, ১০.৩০ মন দিতে চাই, ১১.০০ শ্রীকৃষ্ণ লীলা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-অনুরাধা, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ কৃষ্ণা কাবেরী, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধ্যা ৭.০০ কর্তব্য, রাত ১০.০০ শিবা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ তারকার মৃত্যু, দুপুর ১২.০৫ পাগলু, বিকেল ৩.৩০ সিঁথির সিঁদুর, রাত ১১.০০ মন জানে না

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ সব করো প্রেম করো না, দুপুর ১২.৫০ দেব আই লাভ ইউ, বিকেল ৩.০৫ মহাসতী সাবিত্রী, বিকেল ৫.৩০ সাথীহারা, রাত ৮.৩০ বন্দী, রাত ১১.৩৫ বসু পরিবার

জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১০.০০ বাদশাহী আংটি, দুপুর ১১.৪৫ টেনিদা অ্যান্ড কোম্পানি, দুপুর ১.২৫ ওয়ান, বিকেল ৪.১৫ আলিনগরের গোলকধাঁধা, সন্ধ্যা ৬.৪৫ রক্তরহস্য, রাত ৯.০০ কাকবাবুর প্রত্যাবর্তন, রাত ১১.২০ যেখানে ভূতের ভয়

কালার্স বাংলা সিনেমায় সন্ধ্যা ৭টায় **কর্তব্য**।

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বধুয়া

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ওয়ান্টেড

বিকেল ৫.৩০টায় **সাথীহারা জি বাংলা সিনেমায়।**

সংখ্যালঘু ভোটই ফ্যাক্টর মুর্শিদাবাদে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

ডোমকল, ২ এপ্রিল : ২০০৯ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই ডোমকলেই ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন। মৃত্যুমিছিল শেষ হয়নি ডোমকলে। মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার মধ্যে ডোমকল সবসময়ই থাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তাই এবার নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই এখানে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে প্রশাসন।

মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের একটি বিধানসভা কেন্দ্র করিমপুর, প্রশাসনিক দিক থেকে নদিয়া জেলার অন্তর্গত। পুরোপুরি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে নির্ণায়ক ভূমিকা নেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। ২০১৯ সালের নির্বাচনে এখানকার সংখ্যালঘু ভোট গিয়েছিল তৃণমূলের অনুকূলে। এবার সেই ভোটে থাবা বসাতে মরিয়া সিপিএম। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এই কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী হয়েছেন। এখনও তিনি সেভাবে প্রচার শুরু করেননি। তবে তাঁর হয়ে এলাকার কংগ্রেস কর্মীদের মাঠে নামতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের প্রচারে এখনও অনেকটা পিছিয়ে সিপিএম। ফলে সংখ্যালঘু ভোটে কে কতটা ভাগ বসাতে পারবে, তার ওপরই নির্ভর করছে মুর্শিদাবাদের ফলাফল।

ডোমকল বাজারে ঢুকতেই বাঁ-দিকে একটি মসজিদ। তার পাশে সারি সারি দোকান। জমজমাট এলাকা। তাপমাত্রা ৪০ ছুঁইছুঁই। চড়া গরমেও জমজমাট চায়ের

ভোটবাদ্যি

আড্ডা। রাজ্যে কে কটা আসন পেতে পারে, তা নিয়েই চলছিল আলোচনা। শাহজাহান মল্লিক নামে এক প্রৌঢ়ের কাছে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের ভোটের হালচাল প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বলেন, 'তৃণমূল দলটা দুর্নীতিতে ফেঁসে গিয়েছে। রাজ্যের দুই মন্ত্রী জেলে। কিন্তু এখনও দিদির ওপর ভরসা আছে। ওই মহিলার মুখের দিকে তাকিয়েই আমরা তৃণমূলকে ভোট দিই।' পাশ থেকে প্রতিবাদ করে উঠলেন শেখ আজহার আলি। বললেন, 'দু-একজন নেতার জন্য দলটা খারাপ হবে না। তবে মহম্মদ সেলিমও যোগ্য প্রার্থী। শুনেছি রায়গঞ্জে তিনি যখন সাংসদ ছিলেন তখন অনেক কাজ করেছিলেন। আশা করি তিনি জিতলে এখানকার উন্নয়ন হবে।' কে জিতবেন সেই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকল। চায়ের দোকানে বসে থাকা অন্যরাও ক্রমে জড়িয়ে পড়লেন সেই বিতর্কে।

জলঙ্গি। পদ্মার ভাঙন এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিঘার পর বিঘা জমি, বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে পদ্মাগর্ভে। তা নিয়ে না আছে রাজ্য সরকারের হেলদোল, না আছে কেন্দ্রীয় সরকারের। গঙ্গা ও পদ্মা ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা নেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। আর তার ফলে নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা সারাক্ষণ থাকেন সংশয়ে। ভোট নিয়ে তাঁদের কোনও উন্মাদনা নেই। তাঁদের একটাই হতাশামিশ্রিত বক্তব্য, 'আমাদের ঘরবাড়ি-ভিটেমাটি চলে যাচ্ছে। কোনও সরকার পাশে নেই।'

রহমান আলি নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের কাছে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানে তাঁদের কোনও উদ্যোগ দেখলাম না। রাজ্য সরকারও আমাদের জন্য কিছু করেনি। বর্ষা আসছে। আমাদের চিন্তা ঘরবাড়ি রক্ষা করার। ভোট নিয়ে আমাদের উন্মাদনা তেমন নেই।'

ফের বাড়ি ভাঙল

কলকাতা, ২ এপ্রিল : ফের বাড়ি ভাঙল কলকাতায়। গার্ডেনরিচ কাণ্ডের ১৫ দিনের মাথায় মঙ্গলবার সকালে বৌবাজারের রামকানাই অধিকারী লেনের একটি পুরোনো বাড়ির দেওয়াল সমেত ঘরের একাংশ ভেঙে পড়ে। অভিযোগ, ওই বাড়ির পাশের বাড়িতে বেআইনিভাবে প্রোমোটারির কাজ চলছিল। তার জেরেই এই ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটির বাসিন্দা এক মহিলা জানান, সেইসময় তিনি রান্না করছিলেন। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে। তার খানিক আগেই তিনি ওই বাড়ির মিস্ত্রিদের সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন, পুরোনো বাড়িতে আঘাত করবেন না। তাঁর অভিযোগ, মিস্ত্রিরা কথা না শোনায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। কেউ হতাহত হননি।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলোচনায় বসে লাভবান হবেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। বৃষ : কোনও অপরিচিত লোককে বিশ্বাস করে সমস্যায় পড়বেন। পাওনা আদায় হবে। মিথুন : কোনও স্বপ্নপূরণ আজ। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন সমাগমে আনন্দের পরিবেশ। কর্কট : নতুন কোনও সম্পর্ক নিয়ে মানসিক সমস্যা। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। সিংহ : আপনার কোনও গোপন বিষয় ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সমস্যা। ভাইয়ের জন্যে দুশ্চিন্তা। কন্যা : কোনও কারণেই আজ বিতর্কে জড়াবেন না। অতিরিক্ত লাভের আশায় বিনিয়োগ নয়। তুলা : যা পাচ্ছেন তাই নিয়ে খুশি থাকুন। কেউ আপনাকে লোভ দেখিয়ে ঠকাতে পারে। বৃশ্চিক : সারাদিন খুব পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে কাটবে। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ধনু : মায়ের সঙ্গে কোনও আত্মীয় বাড়িতে গিয়ে আনন্দ। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। মকর : হঠাৎ কোনও মানুষকে বিশ্বাস করে বেশ সমস্যায় পড়বেন। পথে খুব সতর্ক হয়ে চলুন। কুম্ভ : যে কাজ বন্ধ রেখেছিলেন, সেই কাজ আজ শুরু করলে সাফল্য আসবে। প্রেমের সমস্যা কাটবে। মীন : আজ খুব সাবধানে গাড়ি চালান। সন্ধ্যার পর ভালো কোনও খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ চৈত্র, ১৪৩০, ভাঃ ১৪ চৈত্র, ৩ এপ্রিল ২০২৪, ২০ চ'ত, সংবৎ ৯ চৈত্র বদি, ২৩ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৩৩ অঃ ৫।৪৯। বুধবার, নবমী দিবা ১।৪৭। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।৩৭। শিবযোগ দিবা ১২।২২। গরকরণ দিবা ১।৪৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।৫০ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৫।৩৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।৩৭ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১।৪৭ গতে উত্তরে। শুভকর্ম-দিবা ১।৪৭ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দশমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৩২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪১ গতে ৩।২১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সম্পাদকীয়

বুধবার, ২০ চৈত্র ১৪৩০, ৩ এপ্রিল ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩১৪ সংখ্যা

প্রশ্ন আশ্বাসের উদ্দেশে

তাণ্ডবের ভৌগোলিক গণ্ডি বেশি নয়। কিন্তু সর্বনাশের প্রাবল্য ভয়াবহ। কয়েক মিনিটে তছনছ হয়ে গিয়েছে কয়েক হাজার বাড়ি। লোকসভা ভোট ছাপিয়ে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় ঝড়ের দাপটটাই তিনদিন ধরে সংবাদ শিরোনামে। বাতাসে ভাসছে সব হারানোর হাহাকার, স্বজন বিয়োগের শোক, হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের পরিবারের উদ্বেগ ইত্যাদি। জীবন ছন্দে ফেরানোই এখন চ্যালেঞ্জ অনেকের কাছে। তিল তিল করে গড়ে তোলা ঘরগেরস্থালি, সংসার ইত্যাদি এক লহমায় উড়ে গিয়েছে যেন।

অনেকের সবকিছু গোছানোর আর্থিক সংস্থান নেই। ভোটের আদর্শ নির্বাচনবিধির বালাইয়ে আপাতত থোক টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সরকারি সাহায্য বলতে প্রশাসনের দেওয়া মাথা গোঁজার পলিথিন, কিছু শুকনো খাবার, জল কিংবা ক্ষণিকের ক্যাম্প শিবিরের ব্যবস্থা। প্রকৃতির নিয়মে শোক গা-সওয়া হয়ে যায়। তার মধ্যে নির্বাচন আসন্ন। বাতাসে ভোটের উত্তাপ যত বাড়বে, তত সর্বস্ব হারানোর যন্ত্রণা আড়ালে চলে যাবে।

নির্বাচনপর্ব চুকেবুকে গেলেই ঝড়দুর্গতদের জন্য দ্রুত কিছু সরকারি পদক্ষেপের সম্ভাবনা অনিশ্চিত। ভোটের ফলাফল, কাদের হাতে গেল ক্ষমতা, এই ফলাফলে বাংলার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির ইঙ্গিত ইত্যাদির ওপর নির্ভর করবে প্রশাসনের পরবর্তী নড়াচড়া। তার ওপর এলাকার আয়তনের বিচারে যেমন, তেমনই দুর্দশাগ্রস্ত জনসংখ্যার নিরিখে দুর্যোগটার গোটা বাংলা ছেড়ে দিলাম, উত্তরবঙ্গেও দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ঝড়ে বিধ্বস্তদের দুর্গতি তাই সহজে শেষ হওয়ার নয় বলে মনে করা যেতেই পারে।

তবে ঘটনাটিতে যতটুকু হইচই হচ্ছে, তাও ভোট দোরগোড়ায় বলেই। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সংশয় প্রকাশ করেছেন, নির্বাচন সামনে বলেই এত চটজলদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুর্গত এলাকায় পৌঁছেছেন। বলা যায়, ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। তাও গভীর রাতে। শুভেন্দুকে পালটা প্রশ্ন করাই যায়, নির্বাচনি তাগিদ না থাকলে তিনিও কি অন্য কর্মসূচি কাটছাঁট করে পরদিন সকাল সকাল উড়ে আসতেন উত্তরবঙ্গে?

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যপাল ঝটিকা সফর শেষে ফিরে গিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়ে গিয়েছেন। তার অবশ্য দু'দিনের নির্বাচনি প্রচারের সফর পূর্বনির্ধারিত। সম্ভবত তিনি সেইসব শেষ করে ফিরবেন। কিন্তু শুভেন্দুবাবুর যুক্তিটা মনে সংশয়ের দোলা দিয়ে যায়, ভোট না থাকলে বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতাদের এই যুদ্ধকালীন তৎপরতা দেখা যেত? প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও তাকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক দোষারোপ, শাসক-বিরোধী তর্জা এই রাজ্যের প্রচলিত ছবি।

উত্তরবঙ্গের তিন জেলার ঝড়ে তার ব্যত্যয় দেখা গেল না। বিরোধী দলনেতা যুক্তি দিলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষতিপূরণ আদর্শ নির্বাচনবিধি লঙ্ঘন করে না। হলফ করে বলা যায়, মুখ্যমন্ত্রী এই সফরে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলে, বিধিভঙ্গের নালিশ জমা পড়ত নির্বাচন কমিশনে। তা নিয়ে শোরগোল হত ব্যাপক। আবার এই সুযোগে কেন্দ্রের বঞ্চনার পুরোনো রেকর্ড বাজিয়ে দিলেন তৃণমূলের নম্বর টু শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বরাদ্দ আটকে না রাখলে আবাস যোজনায় পাকা বাড়ি তৈরি হলে মানুষের এত দুর্গতি হত না বলে অভিষেক যুক্তি দিয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো যুক্তিটা ঠিক। কিন্তু দুর্গত সব পরিবারই কি আবাস যোজনার প্রাপক ছিল? নিশ্চয়ই না। তাছাড়া ঝড় সবসময় পাকাবাড়িকে রেয়াত করে না। দালান পর্যন্ত ঝড়ে ভেঙে পড়ে।

এই সব নানা কথায় স্পষ্ট, দুর্গতদের পাশে থাকার নাম করে আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন সকলের মূল উদ্দেশ্য ছিল। অসহায়কে সাহায্য নিশ্চয়ই সব দলের কাজ হওয়া উচিত। হাতে হাতে মিলিয়ে পুনরুদ্ধার ও ত্রাণে হাত দিলে, ক্ষতিপূরণে ছাড় দিতে সবাই মিলে নির্বাচন কমিশনে আর্জি জানালে বিরূপ প্রশ্ন উঠতই না।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা ও সংরচনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়েছে চলেছে কোথায়? চলেছে পরমলক্ষ্যের পানে, বিশ্বের চক্রনাভি, নাভিকেন্দ্র তথা পরমপুরুষের দিকে। তাই তারা এগিয়ে চলেছে ইলেক্ট্রনিক অপূর্ণতা থেকে নিউক্লিয়ার পূর্ণতার দিকে। কেউ এই গতিধারায় বাইরে থাকতে পারে না। সেইজন্যে এর নাম প্রগতি। জেনে বা না-জেনে সবাই এগিয়ে চলেছে সেই চক্রকেন্দ্রের দিকে। আর সেই চক্রকেন্দ্রে কে রয়েছেন? – না, পরুমপুরুষ। তাঁকে ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, তোমার তাঁর ওপর রাগ-অভিমান হতে পারে কিন্তু তুমি তাঁকে ছাড়া থাকতে পার না। কারণ তিনি ছাড়া তোমার আপন আর কে রয়েছে। পরমপুরুষ তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়।

– শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

আলোচিত

কংগ্রেস যাঁকে দার্জিলিংয়ে প্রার্থী করেছে, তাঁকে সমর্থন করব না, সাহায্যও করব না। পাহাড়ের কংগ্রেস কর্মীদের যেভাবে অপমান করা হল, তার তীব্র নিন্দা করছি। এই কাজ করলেন অজয় এডওয়ার্ড, মুনীশ তামাংরা। কার অঙ্গুলিহেলনে এই কাজ করলেন, তা সঠিক সময়ে জানিয়ে দেব।

- বিনয় তামাং

ভাইরাল

খিদের জ্বালায় লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল হাতিটি। ঘুরতে ঘুরতে একটি শস্যবোঝাই গোডাউনের খোঁজ পায় প্রাণীটি। লোকজন তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শাটার ভেঙে খাবারের বস্তা শুঁড়ে তুলে নেয় হাতি। বস্তা ছিঁড়ে শস্য খেতে থাকে। ভাইরাল সেই ভিডিও।

আজ

১৬৮০

১৬৮০ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন ছত্রপতি শিবাজি।

১৯১৪

প্রাক্তন সেনাপ্রধান শ্যাম মানেকশ'র জন্ম ১৯১৪ সালে আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

শ্রীশ্রী মায়ের কথা বইতে ঠাকুরের চেহারা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'তাঁর গায়ের রং যেন হরিতালের মতো ছিল- সোনার ইষ্ট কবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতাম, দেখতুম সব গা থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে।... যখনই কালীবাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে দেখত।'

পশ্চিমী লেখকদের বিচক্ষণতা এদেশে নেই

শংকর

এদেশে প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিকথায়

স্মরণীয় মানুষদের দেহবর্ণনা খুবই কম থাকে। ফলে, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দর দৈহিক উচ্চতা কত ছিল, গায়ের রং কীরকম, মুখের ভাস্কর্য কীরকম এসব জানতেও হিমসিম খেতে হয়। পশ্চিমের লেখকরা তাঁদের স্বাভাবিক বিচক্ষণতায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই কাজগুলি প্রথমেই সেরে নেন। এই সমস্যা পরমহংসদেবের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট। সাবধানি মহেন্দ্রনাথও গুরু রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছু দৈহিক বিবরণ রেখে গিয়েছেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ হইল ক্ষুদ্র যাহাকে বলে- হাতিচোখ। মুখে বিশেষ ওজস্বী ভাব নেই, বাহু-সঞ্চালন অতি ধীর ও করুণাব্যঞ্জক। সাধারণ অবস্থায় কণ্ঠস্বর মৃদু, এক প্রকার কাতর স্বর বলা যাইতে পারে। দেখিলে বোধহয়, যেন জগতের সম্পর্ক হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র থাকিবার- নিরিবিলি ও একাকী থাকিবার তাঁহার ইচ্ছা, জগৎ যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে।'

এরপর মহেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিশেষ লক্ষণ হইল- বহুবিধ স্নায়ু দিয়া বহু প্রকার চিন্তা করা। শক্তি-বিকাশ করা বা যাহাতে ক্ষাত্রশক্তির আবশ্যক, এইরূপ কার্য তাঁহার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের হইল গভীর চিন্তা করা মুখ্য, শক্তি-বিকাশ করা গৌণ। এইজন্য প্রথম অবস্থায় সাধারণ লোক তাঁহাকে কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া উন্মাদ ও বাতুল বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করিত।'

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহবর্ণনার আরেকটি নির্ভরযোগ্য সূত্র লাহোর ট্রিবিউনের খ্যাতনামা সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি ১৮৮১ সালে (যে বছর নরেন্দ্রর সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ) স্টিমারে রামকৃষ্ণের সহযাত্রী হয়েছিলেন। এই জাহাজের মালিক কেশবচন্দ্র সেনের জামাতা কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ। দক্ষিণেশ্বর ঘাটে পরমহংসদেব তাঁর ভাগ্নে হৃদয়কে নিয়ে জাহাজে উঠলেন, সঙ্গে একধামা মুড়ি ও সন্দেশ। তিনি লালপেড়ে ধুতি ও পাঞ্জাবি পরেছিলেন- পাঞ্জাবির বোতাম খোলা ছিল।

নগেন্দ্রনাথের বর্ণনা, 'শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ ছিলেন। দাড়ি রাখতেন এবং তাঁর চোখ দুটি কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মীলিত হত না- অন্তর্মুখী ছিল। তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল মাঝারি। গড়ন ছিল পাতলা, প্রায় শীর্ণ বলা যায় এবং চেহারা ছিল অত্যন্ত ছিপছিপে।... একটু তোতলা ছিলেন, কিন্তু সেই তোতলামি শ্রুতিমধুর ছিল। তিনি খুব সরল বাংলায় কথা বলতেন এবং প্রায়ই আপনি তুমি মিলিয়ে ফেলতেন।'

এই বিবরণ মিলছে না। পরমাপ্রকৃতি সারদামণির স্বামী-বর্ণনার সঙ্গে। শ্রীশ্রী মায়ের কথা বইতে ঠাকুরের চেহারা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'তাঁর গায়ের রং যেন হরিতালের মতো ছিল- সোনার ইষ্ট কবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতাম, দেখতুম সব গা থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে।... যখনই কালীবাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে দেখত, বলত, ওই তিনি যাচ্ছেন। বেশ মোটাসোটা ছিলেন। মথুরবাবু একখানা বড় পিঁড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন তখন তাতেও বসতে কুলাত না। ছোট তেল ধুতিটি পরে যখন থপ থপ করে গঙ্গায় নাইতে যেতেন, লোকে অবাক হয়ে দেখত।'

মঠের আমেরিকান সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজখবর করে লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের ওজন ও দৈর্ঘ্য লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বিদ্যাত্মানন্দ জানাচ্ছেন, ১৯৫৫ সালে ভাস্করকে নির্দেশ দিতে গিয়ে স্বামী নির্বাণানন্দ হিসেব করেছিলেন যে ঠাকুরের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৯ ১/৪ ইঞ্চি। এই সিদ্ধান্তে আসতে তিনি নির্ভর করেছিলেন ঠাকুরের কোটপরা আলোকচিত্র এবং সেই কোটটি থেকে। কোটটি মেপে এবং কোটটির সঙ্গে আকৃতির সম্বন্ধ হিসাব করে দেহের দৈর্ঘ্য প্রতিপাদন করা হয়েছিল।

স্বামী নির্বাণানন্দ একসময় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেবক ছিলেন। ১৯১৮ সালে উকিল অচলকুমার মৈত্রের পত্নী এক ভক্তিমতী মহিলা ঝাউতলায় কর্মরত এক প্রতিভাবান মারাঠি ভাস্করের স্টুডিওতে গিয়ে মর্মর মূর্তি নির্মাণের দায়িত্ব দেন।

এই মূর্তিটির মডেল অনুমোদন করার জন্য তখনকার প্রেসিডেন্ট মহারাজকে অনুরোধ জানালেন স্বয়ং স্বামী সারদানন্দ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রথমে তেমন উৎসাহিত হলেন না। তারপর বললেন, 'ঠাকুরের কোন মূর্তি অনুমোদন করব? তাঁকে একই দিনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে দেখেছি। কখনও দেখেছি তিনি কৃশ ও ক্ষীণকায়, একটি কোণে চুপ করে বসে আছেন। আবার খানিকক্ষণ পরে দেখা গিয়েছে, তিনি দেহ ও বেশভূষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে সর্বক্ষণ হাততালি দিতে দিতে কীর্তন করছেন। কখনও বা গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত এবং দেহ থেকে এক দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ হত। কখনও কখনও দেখা যেত তাঁর আকৃতি স্বাভাবিক অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং তিনি দক্ষিণের বারান্দার এক প্রান্ত পর্যন্ত বড় বড় পা ফেলে জোরে জোরে পায়চারি করছেন।'

স্বামী সারদানন্দ বিনীতভাবে বললেন, 'মহারাজ, ঠাকুর যে ছবি সম্বন্ধে নিজে বলছিলেন, যে ঘরে ঘরে পূজিত হবে, আমি সেই ছবির কথা বলছি। তারই প্রতিমূর্তির মডেল তোমাকে অনুমোদন করতে হবে।'

মহারাজ হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'চলো যাই'। সেইদিন বিকালবেলায় মহারাজকে ঝাউতলা স্টুডিওতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল। এই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও অন্য সাধুরাও গেলেন।

মহারাজ মডেলটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর শিল্পীকে দেখালেন, 'দেখো তুমি ঠাকুরকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বসিয়েছ।' শিল্পী বললেন, 'মহাশয়, আপনি দেখবেন যদি কেউ এইভাবে পায়ে সামনে হাতজোড় করে বসেন, তাহলে তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে যেতে বাধ্য হবেন।'

মহারাজ উত্তর দিলেন, 'আমরা কখনও ঠাকুরকে এইভাবে বসতে দেখিনি। তুমি যা বলছ তা সাধারণ

লোকেদের পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। তিনি দীর্ঘবাহু ছিলেন। হাঁটু পর্যন্ত তাঁর হাত পৌঁছোত।'

প্রেসিডেন্ট মহারাজ এরপর শিল্পীকে ঠাকুরের কান সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন, 'দেখো, সাধারণ মানুষের কান ভ্রূরেখার উপরে আরম্ভ হয় এবং তুমি ঠাকুরের কান সেইভাবে রূপায়িত করেছ। কিন্তু ঠাকুরের কান ভ্রূরেখার নীচে থেকে আরম্ভ হয়েছিল।'

উপস্থিত সকলে ঠাকুরের চেহারা সম্বন্ধে এইরূপ খুঁটিনাটি বিবরণ শুনে অত্যন্ত আকৃষ্ট হলেন। মহারাজের নির্দেশ অনুসারে ভাস্কর মডেলটি সংশোধন করতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, 'অনুগ্রহ করে এক সপ্তাহ পরে আসুন, ইতোমধ্যে আমি মডেলটি সম্পূর্ণ করে রাখব।'

এক সপ্তাহ পরে মহারাজ সদলবলে স্টুডিওতে পুনর্বার পদার্পণ করলেন। সংশোধিত মডেলটি দেখে মহারাজ গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, 'এখন এটি অবিকল হয়েছে।'

অন্যদিকে, বিবেকানন্দের নির্ভরযোগ্য দেহবিবরণ দিয়েছেন রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'বিবেকানন্দের জীবন' বইতে। তাঁর হিসেব মতো, 'বিবেকানন্দের ওজন ছিল ১৭০ পাউন্ড। দেহ ছিল মল্লযোদ্ধার মতো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। তাহা রামকৃষ্ণের কোমল ও ক্ষীণ দেহের ছিল ঠিক বিপরীত। বিবেকানন্দের ছিল সুদীর্ঘ দেহ (পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি), প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, সুদৃঢ় গঠন, কর্মিনিষ্ঠ পেশল বাহু, শ্যামল চিক্কন ত্বক, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল, আর অপূর্ব আয়ত পল্লবভারে অবনত ঘনকৃষ্ণ দুটি চক্ষু। তাঁহার চক্ষু দেখিলে প্রাচীন সাহিত্যের সেই পদ্মপলাশের উপমা মনে পড়ত। বুদ্ধিতে, ব্যঞ্জনায়, পরিহাসে, করুণায় দৃপ্ত প্রখর ছিল সে চক্ষু, ভাবাবেগে ছিল তন্ময়, চেতনার গভীরে তাহা অবলীলায় অবগাহন করিত, রোষে হইয়া উঠিত অগ্নিবর্ষী, সে দৃষ্টির ইন্দ্রজাল হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না।'

রোমাঁ রোলাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, 'বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ছিল ভায়োলন সেলোঁ বাদ্যযন্ত্রের মতন। তাহাতে উত্থানপতনের বৈপরীত্য ছিল না, ছিল গাম্ভীর্য, তবে তাহার ঝঙ্কার সমগ্র সভাকক্ষে এবং সকল শ্রোতার হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইত।'

এমা কাল্ভে বলেছেন, 'তিনি ছিলেন চমৎকার ব্যারিটোনের অধিকারী, তাঁহার গলার স্বর ছিল চিনা গঙের আওয়াজের মতো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রর প্রথম সাক্ষাৎ কবে কোথায় তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিনিময় ও গবেষণা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, প্রথম দর্শন ও প্রথম বাক্যালাপ একইদিনে হয়নি। বিবেকানন্দ জীবনীকার অনেক অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতেই প্রথম দর্শন। রোমাঁ রোলাঁ জানিয়েছেন, এই ভদ্রলোক সংগতিপন্ন ব্যবসায়ী এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ সেবার ভজন গান শোনালেন। নবাগত গায়কের শারীরিক লক্ষণ ও ভাবতন্ময়তা লক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ আকৃষ্ট হলেন এবং খোঁজখবর নিয়ে ভক্ত রামচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন, একে একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে।

ঘোড়ার গাড়িতে সুরেন্দ্রনাথ ও দুজন বয়সের সঙ্গে ১৮৮১ সালের পৌষ মাসে নরেন্দ্রনাথ দত্ত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐতিহাসিক এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব এবং নরেন্দ্রনাথ দুজনেই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এমন সৌভাগ্য সচরাচর হয় না। অযথা সময় নষ্ট না করে, আমরা স্বামী সারদানন্দ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ-র স্মরণ নিচ্ছি।

"দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভুষার কোনওরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোনও পদার্থেই ইতর-সাধারণের মতো একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আলগা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভবে!

মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রহিয়াছে তাহার নিকটেই বসিল। তাহার সঙ্গে দুই-চারি জন আলাপী ছোকরাও আসিয়াছিল। বুঝিলাম, তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিবরীত-সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয়, ভোগের দিকেই দৃষ্টি।

গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাংলা গান সে দুই-চারিটি মাত্র তখন শিখিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরিল ও ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন গাহিতে লাগিল- শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।"

একই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিকথাও সংগ্রহ করেছিলেন।

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

একজন বয়স্ক নাগরিক হিসেবে ৮০০ রকম ওষুধের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এর মধ্যে কিছু জীবনদায়ী ওষুধ ছাড়া প্রেশার, ডায়াবিটিসের ওষুধের দাম বাড়ানো কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। অথচ সেই অর্থে প্রতিবাদ নেই বললেই চলে।

শিলিগুড়িস্থিত বেঙ্গল কেমিস্ট ও ড্রাগিস্ট নামে একটি সংগঠন কয়েক মাস ধরে ওষুধের দাম কমানোর দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দল, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে কথা বলেছে বলে জানা নেই। নির্বাচনের আগে সাধারণত একটু-আধটু তোষণের রাজনীতি চলে, কিন্তু মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে এমন অমানবিক সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না।

সবশেষে বলব, ওষুধের দাম বাড়ানোর এই অমানবিক সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই ধরনের অমানবিক কাজ কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার যেই করুক তার প্রতিফলন ভোটবাক্সে অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। তার আগেই সরকারের পদক্ষেপ করা উচিত।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

জনমন
জনমত

রাজনীতিতে এখন সুবক্তা নেই বললেই চলে

সিনেমাপ্রেমীরা পছন্দের পরিচালক ও নায়কের পোস্টার দেখে যেমন প্রেক্ষাগৃহে যান, ঠিক তেমনই আমিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুবক্তার নাম শুনে জনসভায় যেতাম বক্তব্য শুনতে। তিন দশক আগের কথা, ভোট দেওয়ার তখনও বয়স হয়নি। বক্তব্য শুনেছি নিরুপম সেন, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, তপন শিকদার, প্রদীপ নাথ, সুভাষ রায় সহ আরও অনেকের। তবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এঁদের ছাড়াও আরও অনেকের বক্তব্য শুনেছি।

ঘোকসাডাঙ্গায় বক্তব্যের রাজনৈতিক মঞ্চ বলতে এমএ স্কুলের মাঠ। সেই সময় ভোটের মুখে রবিবার আর বৃহস্পতিবার এমএ স্কুলের মাঠ রাজনৈতিক দলের নেতারা বেছে নিতেন। কারণ রবিবার ও বৃহস্পতিবার ঘোকসাডাঙ্গায় হাট বসত, যা বিকেল থেকে রাত ১০টা অবধি চলত। হাটে প্রচুর লোক আসতেন। তাই তাঁরা বুদ্ধি করে রবিবার ও বৃহস্পতিবার বেছে নিতেন। বিশেষ করে বিরোধী দল এই দুইদিন ছাড়া অন্য দিন সভাই করতেন না। তারা জানত, বিরোধী ভোটার যাঁরা, তাঁরা রথ দেখা কলা বেচা একদিনেই সেরে নেবেন।

বক্তব্য শোনা আমার নেশা ছিল। একটা মজার কথা বলি, কার মুখে শুনেছি, ঠিক মনে করতে পারছি না। বললেন, সংবাদপত্রে বেরিয়েছে রবিবার বিমান নামবে ঘোকসাডাঙ্গায়। কথা শুনে আমি আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু মনে একটা প্রশ্ন ছিল, ঘোকসাডাঙ্গায় এয়ারপোর্ট কোথায়? রবিবার আসতেই আনন্দে সেই প্রশ্ন মাথা থেকে উড়ে গেল। দুপুরেই ঘোকসাডাঙ্গায় আমি উপস্থিত। ওখানে গিয়েও শুনলাম বিমান পাঁচটায় নামবে। টানটান উত্তেজনায় পাঁচটা বেজে গিয়েছে কখন, বিমান আর নামছে না। চারদিক থেকে মিছিল আসছে। মঞ্চে কমরেডদের মুখে তেভাগা আন্দোলনের উদাত্ত ভাষণে হাততালি যেন থামতেই চায় না। হঠাৎ ভাষণ থামিয়ে একজন কমরেড উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, বিমানবাবু স্বাগত, স্বাগত। আমিও দেখলাম অ্যাম্বাসাডর থেকে বিমানবাবু নামলেন।

যাইহোক, সেই সময় প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ও নিরুপম সেনের বক্তব্যের ক্যাসেট পর্যন্ত বিক্রি হত। হাস্যরসিক সুভাষ রায়ের ভাষণ শুনতেও অনেককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে দেখেছি। সাম্প্রতিক প্রভাস ঘোষ, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের বক্তব্য অসাধারণ।

সাম্প্রতিক কালের নির্বাচন এবং ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের

কিছু কর্মীর ভাষণ কতটা বিষাক্ত ও সাম্প্রদায়িক তা কারও অজানা নয়। গঠনমূলক আলোচনার বদলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কুকথায় একে অপরের প্রতিযোগী।

আজ বোধহয় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর কুকথা যিনি যত বেশি বলবেন, তাঁর তত বেশি রাজনৈতিক দলের উচ্চপদে জায়গা। আর তাই কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ে অসহায় মানুষের পরিস্থিতির কথা না ভেবে কিছু রাজনৈতিক কারবারিদের আলটপকা বিতর্কিত মন্তব্য আমাদের ভাবায়।

স্বপনকুমার রায়
উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা।

উন্নয়নে দলগুলির মতপার্থক্য কাম্য নয়

২০২২ সালে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত একটি খবর থেকে জেনেছিলাম, গাজল থেকে হিলি পর্যন্ত ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করে চার লেন করা হবে। প্রকল্পের জন্য ১৩০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ সংস্থার তরফে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

জেলার মানুষ হিসেবে আশায় বুক বেঁধেছিলাম। এবার হয়তো হিলি স্থলবন্দরের উন্নয়ন হবে। হিলি তুরা করিডর বাস্তবায়িত হবে।

আমরা জানি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে এলাকার উন্নয়নের আত্মিক যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু এবছর ২ এপ্রিল প্রকাশিত খবর দেখে হতাশ হলাম। বিদায়ি সাংসদ তথা এবারে বালুরঘাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার বলছেন, রাজ্য সরকার জমি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রকল্পের অর্থ ফেরত গিয়েছে।

অপরদিকে, বালুরঘাট লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র বলছেন, জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মিথ্যাচার করছে। কে সত্য বলছেন, আর কে মিথ্যা বলছেন সেটা তাঁদের রাজনৈতিক কৌশল হলেও হতে পারে।

কিন্তু আমার অভিমত যে কোনও উন্নয়নে সকল রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে যে কোনও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে উন্নয়নে শামিল হবে না কেন? দোষারোপ, পালটা দোষারোপ করে রাজনৈতিক দলগুলো কতটা লাভবান হবে জানি না, কিন্তু এই টানাপোড়েনে জেলার মানুষ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জেলার উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হবেন, সেটা হলফ করে বলা যায়।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৭৯৮

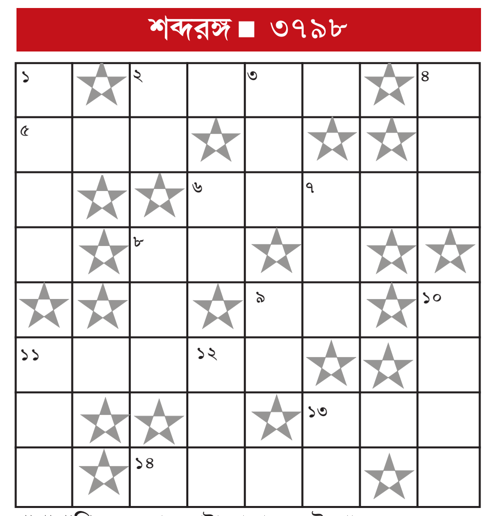

পাশাপাশি : ২। কান ফাটানো শব্দের উৎপাত ৫। ছেলেদের কান পর্যন্ত লম্বা চুল ৬। যে সৈন্য আমৃত্যু যুদ্ধ করে ৮। বন্যা অথবা মাছ ৯। দ্বন্দ্বে পরাজিত হওয়া ১১। কাচ দিয়ে তৈরি প্রাসাদ ১৩। আদিবাসীদের বাদ্যযন্ত্র ১৪। খুব মিহি বা সূক্ষ্ম।

উপর-নীচ : ১। যে মেয়ের স্বাধীন জীবনযাপনের উপযুক্ত বয়স হয়েছে ২। গাছে জল দেবার পাত্র যা দিয়ে ফোয়ারার মতো জল পড়ে ৩। শীতকালে মেলে এক ধরনের শাক ৪। পদাতিক সৈন্য বা লাঠিয়াল ৬। সাল, অব্দ বা বছর ৭। এটা থাকলে স্বাদ মিষ্টি হয় ৮। নৌকার পাল ৯। কৃষকের কাজে লাগে ১০। গাছের কচি সবুজ পাতা ১১। কলার মোচা ১২। যজ্ঞের হোম বা আহুতি ১৩। ওজন বা পরিমাপের মাত্রা।

সমাধান ■ ৩৭৯৭

পাশাপাশি : ১। অসম্ভব ৩। সন্তাপ ৫। মতলববাজ ৬। নকশা ৭। হামাম ৯। কুতুবমিনার ১২। কিন্নর ১৩। কারুকাজ।

উপর-নীচ : ১। অকিঞ্চন ২। বরাত ৩। সরব ৪। পঙ্কজ ৫। মশা ৭। হার ৮। মমতাজ ৯। কুনকি ১০। বহর ১১। নায়িকা।

বিন্দুবিসর্গ

টুকরো খবর

শর্মিলাকে প্রার্থী করল কংগ্রেস

প্রদেশ কংগ্রেস সভানেত্রীর পর এবার লোকসভা ভোটের টিকিটও পেলেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির বোন ওয়াইএস শর্মিলা রেড্ডি। তাঁকে অন্ধ্রপ্রদেশের কাদাপা আসনে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। মঙ্গলবার কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতি সারাদেশের যে ১৭টি লোকসভা আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে তাতে অন্ধ্রপ্রদেশের ৫টি, বিহারের ৩টি, ওড়িশার ৮টি এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং আসন রয়েছে।

লোকসভায় প্রার্থী গুলাম নবি আজাদ

আসন্ন লোকসভা ভোটে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ-রাজৌরি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ডিপিএপি সভাপতি গুলাম নবি আজাদ। মঙ্গলবার দলের তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। ২০১৪ সালে উধমপুরে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র সিংয়ের কাছে পরাজিত হওয়ার পর এই প্রথমবার লোকসভা ভোটে দাঁড়ালেন গুলাম নবি আজাদ। ২০২২ সালে কংগ্রেস ছেড়ে ডিপিএপি গঠন করেন রাজ্যসভার এই প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা। অনন্তনাগ-রাজৌরিতে লোকসভা ভোট ৭ মে।

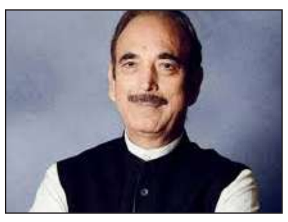

নিষাদের দলবদল

লোকসভা ভোটের আগে বিহারে ধাক্কা খেল বিজেপি। দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন দু'বারের সাংসদ অজয় নিষাদ। মঙ্গলবার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তিনি। এক্স পোস্টে পুরোনো দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করেছেন নিষাদ। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে ট্যাগ করে মুজফফরপুরের বিদায়ী সাংসদ লিখেছেন, 'বিশ্বাসঘাতকতায় হতবাক হয়ে গিয়েছি। আমি দলের সমস্ত পদ এবং প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি।'

'এসইউভি' না দেওয়ায় খুন গৃহবধূ

বিয়ের প্রায় দেড় বছর পর ফের একটি ফরচুনার এসইউভি এবং ২১ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল। সেই দাবি না মেটানোয় এক গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ উঠল তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম করিশমা। ২০২২-এর ডিসেম্বরে গ্রেটার নয়ডার বিকাশের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সম্প্রতি তাঁদের একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে। করিশমা ভাই দীপক জানিয়েছেন, বিয়ের সময় ১১ লক্ষ টাকার সোনার গয়না এবং একটি এসইউভি দিয়েছিলেন করিশমার বাবা। তা সত্ত্বেও আরও পণের দাবিতে তাঁর ওপর অত্যাচার করা হত। কন্যাসন্তান হওয়ার পর অত্যাচারের পরিমাণ বাড়ে। এর আগে পঞ্চায়েত স্তরেও দুই বাড়ির সদস্যদের নিয়ে মিটমাট করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

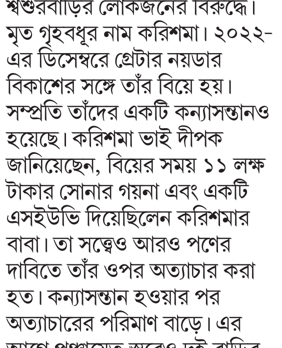

আকাশে 'ড্রাগনের মা'

কেউ বলে 'ড্রাগনের মা'। কেউ বলে 'শয়তান' আদতে এটি মাউন্ট এভারেস্টের মাপের একটি ধূমকেতু, যার পোশাকি নাম ১২পি/পনস-ব্রুকস। এই ধূমকেতুটি ৭০ বছর অন্তর পৃথিবীকে একবার দেখা দিয়ে যায়। সম্প্রতি ধূমকেতুটি পৃথিবীর খুব কাছে চলে এসেছে। ২১ এপ্রিল এটি সূর্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছোবে। সেই সময় আকাশ পরিষ্কার থাকলে এবং চাঁদ না থাকলে এর উজ্জ্বল উপস্থিতি ধরা পড়বে দূরবিনে। ২ জুন ধূমকেতুটি পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আসবে। তখন পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব হবে ১৪ কোটি ৪০ লাখ মাইল। ইতিমধ্যে জ্যোতির্বিদদের তোলা 'ড্রাগনের জননী' ধূমকেতুর কিছু ছবি সমাজমাধ্যমে ঘুরছে।

অতিশীর তির পদ্মের দিকে

যোগ না দিলে গ্রেপ্তারের 'হুমকি' বিধায়কদের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তোলার পর ৪৮ ঘণ্টাও কাটল না। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে নতুন একটি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলল আপ। দলের নেত্রী তথা দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী অতিশী মঙ্গলবার দাবি করেন, তিনি যদি বিজেপিতে যোগ না দেন তাহলে তাঁকে ইডি গ্রেপ্তার করতে পারে। শুধু তিনি একা নন, সৌরভ ভরদ্বাজ, রাঘব চাড্ডা, দুর্গেশ পাঠকের মতো আপ নেতাদেরও একই কায়দায় গ্রেপ্তার করা হতে পারে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় সম্প্রতি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। তাঁর আগে মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিংও গ্রেপ্তার হয়েছেন। আপের শীর্ষ নেতাদের প্রায় প্রত্যেকেই এখন জেলবন্দি। বিরোধীরা এই নিয়ে রবিবার ইন্ডিয়া মঞ্চ থেকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সেই অভিযোগ আরও তীব্র করে অতিশী বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিজেপিতে যোগ দিলে আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার সুরক্ষিত থাকবে। আর না হলে আগামী মাসের মধ্যে আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। আমার এবং আমার আত্মীয়দের বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালাতে পারে।'

সাংবাদিক বৈঠকে আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ, অতিশী প্রমুখ। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে। - পিটিআই

অতিশীর বক্তব্য, 'আমাকে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রত্যেক আপ নেতা-নেত্রীকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু আমি জানিয়ে দিতে চাই আমরা এসবে ভয় পাই না। আমরা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সৈন্য। আমরা সংবিধান বাঁচানোর লড়াই জারি রাখব এবং কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আমরা মানুষকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দিতে চাই।' আপের এই মহিলা নেত্রীর সাফ কথা, রামলীলায় ইন্ডিয়া জোটের সফল সভা দেখে বিজেপি কাঁপছে। তারা বুঝতে পারছে, কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করলেও আপ দেড়ে টুকরো টুকরো হয়নি। অতিশীকে সমর্থন করে সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'দলে যোগ দেওয়ানোর জন্য অতিশীকে যেভাবে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্য হুমকি। সবাইকে জেলে পাঠিয়ে বিজেপি ৪০০ আসন জিততে চাইছে।' আপ নেতাদের মন্তব্য প্রসঙ্গে দিল্লির বিজেপি সভাপতি বলেন, 'আপ নেতারা এখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন।' অতিশী বলেন, 'ইডি গতকাল আমার এবং সৌরভ ভরদ্বাজের নাম চার্জশিটে করেছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া এবং সঞ্জয় সিংদের জেলে পাঠানোর পর এবার আমাদের জেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সরাতে মরিয়া।' যদিও তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না বলে জানান অতিশী। তিনি বলেন, 'কেজরিওয়াল দোষী সাব্যস্ত হননি। তাঁর হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই পদত্যাগের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। উনি যদি পদত্যাগ করেন তাহলে দিল্লির সরকার ফেলে দিতে বিজেপি বাড়তি অস্ত্র হাতে পেয়ে যাবে।'

আপ সাংসদ সঞ্জয়কে সুপ্রিম-জামিন

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টে বড় স্বস্তি আম আদমি পার্টির। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার আপের সাংসদ সঞ্জয় সিংকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সঞ্জয়ের জামিনের আবেদন গ্রাহ্য হওয়ার ঘটনাকে 'নজির' হিসাবে অন্য কোনও মামলায় ব্যবহার করা যাবে না।

এদিন ছেলের জামিনের খবর শুনে আনন্দে কেঁদে ফেলেন সঞ্জয়ের মা রাধিকা সিং। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে সৎ এবং নির্দোষ। আমি খুশি যে ওকে জামিন দেওয়া হয়েছে। ওর গ্রেপ্তারি আমাকে স্তম্ভিত করেছিল। আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি যে, ওকে গ্রেপ্তার করা হবে। ওপরওয়ালা আছেন।'

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে উচ্ছ্বসিত আপ নেতা তথা পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'সত্যের জয় সর্বদা। সঞ্জয় সিংয়ের জামিন প্রমাণ করল, সত্যকে চাপা দেওয়া গেলেও তাকে কখনই মুছে ফেলা যায় না। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।' আর এক আপ নেতা রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা লেখেন, 'দলীয় কর্মীদের কাছে আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' আপ সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল লেখেন, 'সিংহকে দীর্ঘদিন খাঁচায় আটকে রাখা যায় না।'

দিল্লি সরকারের আবগারি নীতি বদলের জন্য বেআইনি অর্থ লেনদেনে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ৪ অক্টোবর সঞ্জয়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল ইডি। বিকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর দু'দফায় তাঁকে ইডি হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল রাউজ অ্যাভিনিউ বিশেষ আদালত। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তিহার জেলে ঠাঁই হয় সঞ্জয়ের।

শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ মঙ্গলবার জানিয়েছে, গত ৬ মাস জেলে রয়েছেন সঞ্জয় সিং। কিন্তু এতদিনেও তাঁর কাছ থেকে কোনও বেআইনি অর্থ উদ্ধার করা যায়নি। তাঁকে জেলে আটকে রাখার কোনও কারণ দেখা যাচ্ছে না। সঞ্জয়কে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ারও অনুমতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

ঘটনাচক্রে দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের তিহার যাত্রার পরের দিনেই জামিন পেলেন সঞ্জয়। এই মামলার তদন্তকারী সংস্থা ইডি মঙ্গলবার সঞ্জয়ের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেনি।

আবগারি মামলায় তিহারে বন্দি আপের শীর্ষনেতা কেজরিওয়াল ছাড়াও দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। এছাড়া অন্য একটি মামলায় তিহারে রয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন।

স্বামীর জামিনের পর দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আপ সাংসদ সঞ্জয়ের স্ত্রী।

রক্তে শর্করার মাত্রা কমছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : ইডির হেপাজত থেকে তিহার জেলে এসে কেটে গিয়েছে ২৪ ঘণ্টা। কেমন আছেন জেলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী? কী করলেন সারাদিন? যেহেতু তিনি ডায়াবিটিসের রোগী তাই আদালতের নির্দেশমতো তাঁর প্রতিদিন সুগার লেভেল চেক করা প্রয়োজন। আর প্রথম দিনই তাঁর সুগার লেভেল নামতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, সোমবার জেলে ঢোকার সময় খুবই বিচলিত দেখাচ্ছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। ১৪x৮ ফুটের ঘরে সারারাত তাঁকে হাঁটতে দেখা যায়, কিছু সময় সিমেন্টের মেঝেতে শুয়েছিলেনও তিনি। মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য মশারি ব্যবহার করেছিলেন তিনি। তিহার জেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে কেজরিওয়ালের শরীরে সুগারের মাত্রা কম ছিল। তিনি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। সোমবার বিকেল ৪টায় তাঁকে তিহার জেলে আনা হয়। তাঁকে ব্যারাকে পাঠানোর আগে মেডিকেলেও তাঁর সুগারের মাত্রা ৫০ রেকর্ড করা হয়েছিল। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে ওষুধ দেওয়া হয়।

সোমবার কারাগারে পৌঁছোলে প্রথমে কেজরিওয়ালকে চা দেওয়া হয়। রাতের খাবারের জন্য তাঁকে বাড়িতে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। ঘুমানোর জন্য একটি গদি, কম্বল এবং দুটি বালিশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ঘরে একটি চেয়ার এবং টেবিলও রয়েছে। কেজরিওয়ালকে বিকেল ও রাতে বাড়িতে রান্না করা খাবারই খেতে দেওয়া হয় তাঁকে। আদালতের নির্দেশমতো শরীরে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বাড়ির রান্না খাবারই দেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, কেজরিওয়াল মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যারাকে ধ্যান করেন। এরপর তাঁকে চা ও দুটি বিস্কুট দেওয়া হয়। সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে তিনি প্রাতরাশ সারেন। তাঁর ডায়াবিটিসের কথা মাথায় রেখে কেজরিওয়ালকে গ্লুকোমিটার, ইনসুলিন, গ্লুকোজ এবং হঠাৎ শরীরে চিনির মাত্রা কমে গেলে জেল সুপারকে টফি দিতে বলা হয়েছে। দুপুরের খাবারের পর তিনি দুপুর ১২টায় নিজ কক্ষে ফিরে যান এবং বিকেল ৩টা পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তাঁকে তিনটি বই দেওয়া হয়েছে – রামায়ণ, মহাভারত এবং হাউ প্রাইম মিনিস্টার ডিসাইডস।

বরুণ বিতর্কে গুটিয়ে মানেকা

লখনউ, ২ এপ্রিল : ছেলে বরুণ গান্ধি প্রার্থীপদ পাননি। মা মানেকা গান্ধি পেয়েছেন। ছেলে সেই কারণে এবারের ভোটে না লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু তাতে মা খুব একটা আশাহত নন। বরং গোটা বিষয়টিই ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। বরুণ আগামী দিনে কোন পথে হাঁটবেন তা নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা চলছেই। মঙ্গলবার মানেকা বলেন, 'উনি কী করবেন সেটা ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন। নির্বাচনের পর এসব নিয়ে ভাবব আমরা। এখনও সময় রয়েছে।'

বরুণকে নিয়ে কিছু বলতে না চাইলেও বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন মানেকা। তিনি বলেন, 'বিজেপিতে রয়েছি বলে আমি অত্যন্ত খুশি। আমাকে প্রার্থী করায় আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, এবং জেপি নাড্ডার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

বরুণের মতো তাঁরও যে টিকিট না পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেই কথা নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন মানেকা। তিনি বলেন, 'টিকিট দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে দেরিতে। আমি লড়াই করছি কিনা তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। তবে পিলিভিট হোক কিংবা সুলতানপুর আমার দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' নিজ এলাকায় ১০ দিনের সফরে এসেছেন মানেকা।

দুঃখপ্রকাশ নেতানিয়াহুর

তেল আভিভ, ২ এপ্রিল : যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার বাসিন্দাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন ওঁরা। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, পোল্যান্ড, ব্রিটেন থেকে আসা সেই স্বেচ্ছাসেবীরা মধ্য গাজায় তৈরি করেছিলেন ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন (ডব্লিউসিকে)। সেলেব্রিটি শেফ জোশে আন্দ্রেসের ওই রান্নাঘরের ওপর বোমা ফেলেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। সোমবারের হামলায় কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় ইজরায়েলি সেনার ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের মুখে দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'ডব্লিউসিকে'র ৭ কর্মী নিহত হওয়ার ঘটনা দুঃখজনক এবং অনিচ্ছাকৃত।' নিহতদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন ও পোল্যান্ডের একজন করে নাগরিক রয়েছেন।

বন্ড নির্দেশিকা প্রকাশে নারাজ এসবিআই

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দু'দফায় নির্বাচনি বন্ড সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনকে হস্তান্তর করলেও এই সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা প্রকাশ করতে বাধ্য নয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)। সম্প্রতি তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় করা এক আবেদনের প্রেক্ষিতে একথা জানিয়েছে দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক (এসবিআই)।

সমাজকর্মী অঞ্জলি ভরদ্বাজ আরটিআই করে এসবিআইয়ের তরফে তার শাখাগুলিকে জারি করা নির্বাচনি বন্ডের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের দাবি করেছিলেন। জবাবে এসবিআই জানিয়েছে, এসওপি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেগুলি আরটিআইয়ের অধীন নয়। ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার এম কান্না বাবু বলেন, 'বন্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসওপিগুলি ছিল অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা। সেগুলি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ রয়েছে।' এবং তা আরটিআই আইনের ধারা ৮(১) (ডি)-এর আওতায় বাধ্যতামূলক নয়।' তিনি আরও বলেন, 'এটি বাণিজ্যিক আস্থা, গোপনীয়তা সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি প্রকাশ্যে এলে তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের ক্ষতি করতে পারে।' এসবিআই কর্তৃপক্ষের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অঞ্জলি ভরদ্বাজ। তাঁর মতে, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের তরফে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়ে অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকার তথ্য প্রকাশ না করা যুক্তিহীন। এই সিদ্ধান্তকে আইনের আওতায় চ্যালেঞ্জ জানানোর কথা জানিয়েছেন ওই সমাজকর্মী।

ভিস্তারার রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : বিমান সংস্থা ভিস্তারার বিরুদ্ধে উড়ান বাতিল ও দেরিতে চলার অভিযোগ নতুন নয়। এবার এই ইস্যুতে তাদের কাছে দৈনিক রিপোর্ট তলব করল বিমান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, বাতিল ও দেরি সংক্রান্ত পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উড়ানগুলি সম্পর্কে ভিস্তারাকে দৈনিক রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। টাটা গোষ্ঠী পরিচালিত এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ভিস্তারা। সংস্থা সূত্রে খবর, কর্মী সংকটের কারণে ভিস্তারার উড়ান সংখ্যা সাময়িকভাবে কমানো হয়েছে। সোমবারও সংস্থার প্রায় ৫০টি উড়ান বাতিল করা হয়েছিল। দেরিতে চলেছে আরও বেশ কিছু উড়ান।

বন্ডে লক্ষ্মী-লাভ

চণ্ডীগড়, ২ এপ্রিল : বাড়িতে রাখা পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটছিলেন পেশায় চিকিৎসক তন্ময় মোতিওয়ালা। একটি কাগজে চোখ আটকে যায় শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ তন্ময়ের। দেখেন ১৯৯৪-এ ৫০০ টাকা দিয়ে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একটি বন্ড কিনেছিলেন তাঁর দাদু। তারপর সেই কথা বেমালুম ভুলে যান। কাগজের ভিড়ে হারিয়েই গিয়েছিল বন্ডের নথি। চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা তন্ময় খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছেন গত ৩ দশকে বন্ডটির দাম বেড়েছে ৭৫০ গুণ। অঙ্কের হিসাবে ৫০০ টাকা এখন দাঁড়িয়েছে ৩.৭৫ লক্ষ টাকায়।

বন্ডের নথির ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তন্ময় লিখেছেন, 'দাদু-দিদা ১৯৯৪-এ ৫০০ টাকা দিয়ে এসবিআইয়ের বন্ড কিনেছিলেন। এই কথা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। বন্ড সম্পর্কে তাঁদের কোনও ধারণা ছিল না। কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে এটা আমার হাতে এসেছে।'

জোটের নাম 'ইন্ডিয়া' কেন, জবাব চায় হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : বিরোধী জোটের নাম রাখা হয়েছে 'ইন্ডিয়া'। এই নাম রাখা যায় কি না তা ১০ এপ্রিলের মধ্যে দিল্লি হাইকোর্টে জানাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

২০২২-এর জুলাইতে মেগা বৈঠক করে দেশের বিরোধী দলগুলি জোটের নামকরণ করে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স' বা সংক্ষেপে ইন্ডিয়া। ওই নাম নিয়ে আপত্তি তুলে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন সমাজকর্মী গিরিশ ভরদ্বাজ। আবেদনে দাবি করা হয় দেশের নাম রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা যায় না। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ এপ্রিল। এর আগে এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং ২৬টি বিরোধী দলকে নোটিশ দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। ১০ এপ্রিলের মধ্যে সবাইকে জবাব দিতে হবে।

চিনকে হুঁশিয়ারি রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : চিনের চোখ রাঙানিতে ভারত আর ভয় পায় না। ভারত এখন ১৯৬২ সালের অবস্থায় নেই। চিনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রস্তুত বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

সম্প্রতি অরুণাচল সীমান্তে দখলদারি কায়েম করতে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ৩০টি জায়গার নতুন নাম রাখে বেজিং। এই ঘটনায় দিল্লি ক্ষুব্ধ। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক কড়া প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, 'নাম পরিবর্তন করলেই তো আর ওদের (চিনের) হয়ে যাবে না।'

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান দপ্তরের মন্ত্রী রিজিজু বলেন, 'চিন ভাবে আমরা বোধহয় আগের মতোই দুর্বল। আমাদের সঙ্গে যা খুশি করা যায়। কংগ্রেস জমানায় সীমান্তে ভারত পিছু হটেছে বটে। কিন্তু বর্তমানে মোদি সরকারের সেই সমস্যা নেই। মোদির আমলে দেশ অনেক শক্তিশালী। আমাদের পিছনে লাগলে কেউ পার পাবে না।' অরুণাচল সীমান্তে ভারত সড়ক ও পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়ায় চিন ভয় পেয়ে গিয়েই অতিসক্রিয়তা দেখাচ্ছে বলে মনে করেন রিজিজু।

মুখ্যমন্ত্রীর পদে চর্চা কেজরি-পত্নীকে নিয়ে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : একদিকে দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দুর্নীতির অভিযোগে তিহার জেলে বন্দি, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে আরও জোরালো দাবিদার হয়ে উঠছেন কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল। মঙ্গলবারও নিজের বাসভবনে দলীয় বিধায়ক এবং পার্ষদদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন সবার মনে উঁকি মারছে তাহলে কি দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল? রাজনীতির অলিন্দে যে চর্চা চলছে সেই একই চর্চা দিল্লিবাসীর মনেও।

এতদিন ইডি'র হেপাজতে থেকে সরকারি নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল। আগামী দিনেও, তিনিই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তিনি থাকবেন বলে আপ প্রচার করছে। কিন্তু তিহার জেলে থেকে তা সম্ভব নয়। কারণ, সরকারি নির্দেশ দেওয়ার জন্য যদি কোনও ফাইলে সই করতে হয় তাহলে আগে দিল্লির উপরাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির অনুমতি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি খুব শীঘ্রই দিল্লিবাসী কেজরিওয়ালের জায়গায় নতুন মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে? নাকি উপরাজ্যপাল তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে দিল্লিতে জারি করতে চলেছেন রাষ্ট্রপতি শাসন।

দিল্লির গভর্নমেন্ট এমসিডি দিল্লি অ্যাক্ট অনুযায়ী দিল্লি সরকারের

কোনও ফাইল কেন্দ্রীয় সরকার বা উপরাজ্যপালের কাছে যাওয়ার আগে কেজরিওয়ালের হাত হয়ে যাবে। কিন্তু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এই মুহূর্তে রয়েছেন জেলে। এক্ষেত্রে তাঁর কাছে ফাইল যাওয়া সম্ভব নয়। এছাড়াও জেলে থেকে তিনি কোনও ক্যাবিনেট বৈঠক করতে পারবেন না।

যদিও ইতিমধ্যেই আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে আদালতে যুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে যে কেজরিওয়ালকে ভিডিও কনফারেন্সিং এবং সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অফিসের সুবিধা প্রদানের জন্য তিহারের একটি অংশকে 'কারাগার' হিসাবে মনোনীত করা হোক। আপের সূত্রে জানা গিয়েছে, সেক্ষেত্রে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরা হবে সাহারা অধিকর্তা সুব্রত রায়ের উদাহরণ। যেখানে তিনি নিজের জামিনের অর্থ জোগাড় করার জন্য নিউ ইয়র্ক এবং লন্ডনে তার দুটি বিলাসবহুল হোটেল বিক্রি করার জন্য তিহার জেলের ভিতরে অফিসের সুবিধা ব্যবহার করার জন্য আদালতের অনুমতি পেয়েছিলেন।

প্রাক্তন বিধানসভা সচিব এবং সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ এসকে শর্মা জানিয়েছেন যে, একজন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করার এবং গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা নেই। যদিও তিহার জেলের প্রাক্তন পিআরও সুনীল কুমার গুপ্ত বলেছেন, এটি অত্যন্ত কঠিন এবং সেক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি নিয়ম ভাঙতে হবে।

মোদির নিশানায় ফের কংগ্রেস

দেরাদুন ও জয়পুর, ২ এপ্রিল : নরেন্দ্র মোদি উঠতে বসতে, যেখানে যখন সুযোগ পাচ্ছেন, শুধু কংগ্রেস এবং নেহরু-গান্ধি পরিবারকে আক্রমণ করছেন। রবিবার ইন্ডিয়া জোটের মঞ্চ থেকে রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, বিজেপি যদি ম্যাচ ফিক্সিং করে এবারের ভোটে জিতে যায় এবং সংবিধান বদলে দেয়, তাহলে দেশে আগুন জ্বলবে।

রাহুলের সেই বার্তা মোদি হজম করতে পারেননি। মঙ্গলবার প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতিকে বিঁধে মোদির প্রশ্ন, এটা কি গণতন্ত্রের ভাষা। উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরের এক জনসভায় মোদি বলেন, কংগ্রেসের রাজ পরিবারের যুবরাজ বলেছেন, দেশের মানুষ যদি তৃতীয় বার বিজেপিকে বেছে নেয় তাহলে দেশে আগুন লাগবে। দেশকে ৭০ বছর ধরে শাসন করার পর ওঁরা গত ১০ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে। অথচ দেশে আগুন লাগানোর কথা বলছেন। আপনারা কি এটাকে সমর্থন করেন। এই ধরনের কথা বলার জন্য আপনারা কি এই মানুষজনকে শাস্তি দেবেন না।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ তুলে মোদির তোপ, কংগ্রেস এবং গণতন্ত্রে তাদের জরুরি অবস্থার মতো মানসিকতাকে কেউ বিশ্বাস করেন না। তাই তারা মানুষকে উসকানি দিচ্ছে। কংগ্রেস আবার ভারতকে অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। কংগ্রেস উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করছে। কংগ্রেস নেতার দিকে সুরেশের মন্তব্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ওদের একজন শীর্ষ নেতা দেশকে উত্তর বনাম দক্ষিণে ভাগ করার কথা বলেছিলেন। এই লোকদের সাজা হওয়া উচিত নয় কি?

মহুয়ার বিরুদ্ধে নয়া মামলা

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : ঘুষ নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগ ছিলই। সেই মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। এবার তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে আর্থিক জালিয়াতি প্রতিরোধ আইনে (পিএমএলএ) মামলা দায়ের করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পাশাপাশি মঙ্গলবার তদন্তকারী সংস্থার তরফে মহুয়াকে ফের নোটিশও পাঠানো হয়েছে। তলব করা হয়েছে তাঁর পরিচিত ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানিকেও।

ইডি সূত্রে খবর, দু'জনকে বিদেশি মুদ্রা বিনিময় আইন ভঙ্গ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সিবিআইয়ের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে মহুয়ার বিরুদ্ধে নতুন মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। কয়েকসপ্তাহ আগে মহুয়ার কলকাতার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। তাঁর করিমপুরের দপ্তরেও হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

স্কুলে বন্দুকবাজিতে শিশুর মৃত্যু

হেলসিঙ্কি, ২ এপ্রিল : নেই পরীক্ষা কিংবা বকুনি। ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বে সর্বোত্তম বলে মনে করা হয়। ফিনিশ স্কুলগুলিতে বাচ্চারা হেসে-খেলে দিন কাটায়। সেখানেই কিনা বন্দুকবাজিতে মৃত্যু হল এক শিশুর। জখম আরও দুজন। বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের এই ঘটনা হতচকিত করে দিয়েছে গোটা বিশ্বকে। এই ঘটনা ফিনল্যান্ডের বন্দুক নীতিকে ফের একবার প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। স্কুলে হিংসার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী পেটেরি অর্পো বলেন, 'স্কুলের মধ্যে গুলি চালানো ও মৃত্যু ভাবতে পারছি না।'

দক্ষিণ ফিনল্যান্ডের একটি স্কুলে গুলি চালিয়েছে ১২ বছরের এক পড়ুয়া। সেই গুলিতে স্কুলেরই

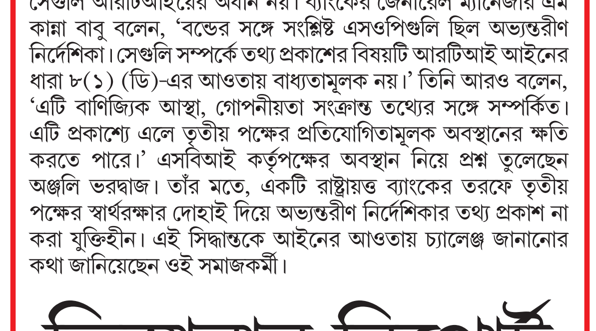

ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কির অদূরে এই স্কুলেই গুলি চালায় পড়ুয়া।

তিনজন পড়ুয়া আহত হয়। হয়। দূরে সিস্টেমাটিক এলাকা থেকে এদেরই একজনের মৃত্যু হয়। আটক করেছে পুলিশ। স্কুলের বাকি রাজধানী হেলসিঙ্কির শহরতলি শিশুদের নিরাপদে অভিভাবকদের ভান্টা এলাকার ভিয়েরতোলা হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্কুলে মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটে। স্কুলটিতে প্রায় ৮০০ পড়ুয়া রয়েছে। বন্দুকবাজকে স্কুল থেকে কিছুটা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দুজন পুলিশ একজন সন্দেহভাজন নাবালক শুটারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। সন্দেহভাজন ওই বালককে উপুড় হয়ে ফুটপাথে শুয়ে আছে। ভিডিওটি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এর আগে ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে হেলসিঙ্কিতে স্কুলে গুলি চলেছিল।

হামলা

- দক্ষিণ ফিনল্যান্ডে একটি স্কুলে গুলি চালায় ১২ বছরের এক পড়ুয়া
- গুলিতে ৩ পড়ুয়া আহত হয়
- পরে তাদের একজনের মৃত্যু

তারাদের কথা

বন্ধন যখন অক্ষয়

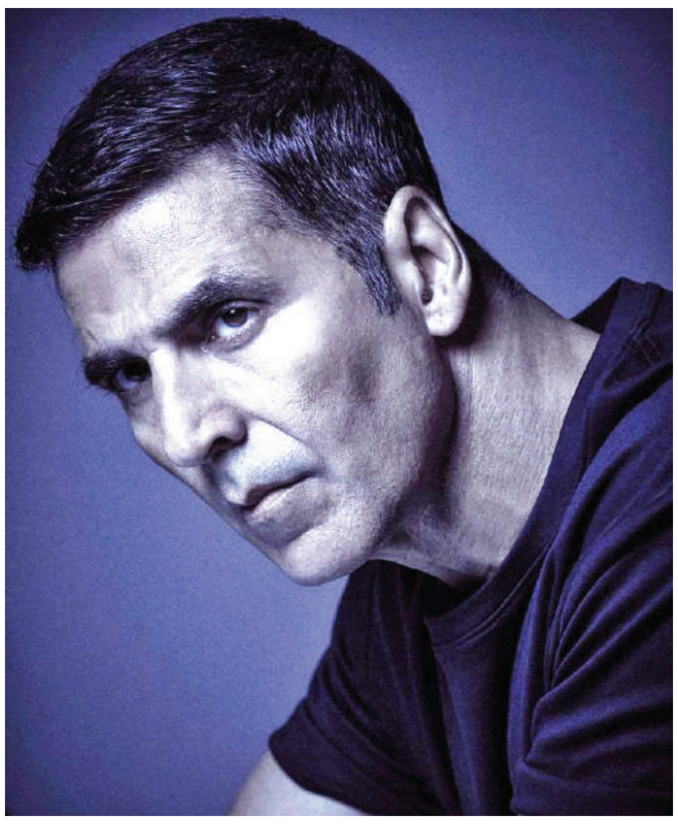

সৌহার্দ্যের নজির দেখালেন অক্ষয়কুমার। যদিও ১০ এপ্রিল তাঁর বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া আর অজয় দেবগণের ময়দান মুক্তি পাচ্ছে। হ্যাঁ, সেই একই দিনে বক্স অফিসের যুদ্ধে নামছে এই দুটো ছবিই, তবু অক্ষয়ের পোস্টে যুদ্ধের কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং অজয় দেবগণকে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। শুধু তাই নয়, অজয় যাতে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে জয়লাভ করতে পারেন, সেই শুভকামনা জানালেন অজয়। ভালোবাসা আর প্রার্থনাও রাখলেন তাঁর জন্যে।

তাহলে বলিউডের সকলেই এমন ভাই-ভাই হয়ে গেলেন নাকি? বলিউডে এবার থেকে আর সংঘর্ষ হবে না? নাহ। বড়ে মিয়া অক্ষয় এসব রেষারেষির ধার দিয়ে বিশেষ যান না। আর অজয় দেবগণও পারতপক্ষে খারাপ ব্যবহার করেন না। বিতর্ক এড়িয়ে থাকেন। যতই একে অন্যের মুখোমুখি প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ান না কেন, অজয় আর অক্ষয় তাঁদের ব্যবহারে সেটা বুঝতে দেন না। তার ওপর আরও বড় কথা হল, ২ এপ্রিল যে অজয় দেবগণের জন্মদিন ছিল! তাই তাঁর এক্স হ্যান্ডলে শুভেচ্ছা জানালেন অক্ষয়। ঘুরিয়ে অজয়ের ম্যাদান-এর একটু পাবলিসিটিও করে দিলেন। লিখলেন, তোমার জন্যে সবসময় শুভেচ্ছা। তার পরে আবার যোগ করলেন, 'কর হর ময়দান কো ফতে'।

অক্ষয়ের এই পোস্টের নীচে কমেন্টের বন্যা বইছে। তাঁর এমন উদার মন দেখে অক্ষয় আর অজয় দুজনের অনুরাগীরাই ধন্য ধন্য করছেন।

বাঘিনী হয়ে আসছেন প্রিয়াংকা

প্রিয়াংকা যেন সত্যিই বাঘিনী। বাঘ নিয়ে প্রেম তাঁর বেড়েই চলেছে। ফের জঙ্গল সাফারি করছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। ২০১৬ সালে 'দ্য জঙ্গল বুক'-এ তাঁর কণ্ঠ দিয়েছেন দেশি গার্ল। এবার 'টাইগার' নিয়ে বন্যপ্রাণের আরও একটি ট্রিপ করবেন অভিনেত্রী।

মঙ্গলবার নতুন একটি প্রোজেক্টের ঘোষণা সারলেন প্রিয়াংকা। যে গল্প বাঘিনীর জীবনীর বর্ণনা দেবে। এই গল্পের জন্যই কণ্ঠ দেবেন দেশি গার্ল। এ গল্প আসলে অম্বর নামে এক তরুণী বাঘিনীর গল্প, যে ভারতের এক কল্পিত বনাঞ্চলে তার বাঘ-ছানাদের মানুষ করছে। ছবি প্রসঙ্গে প্রিয়াংকা বলেছেন, 'কোনও বিশেষ কিছুর সঙ্গে যুক্ত হওয়াটা সত্যিই দুর্দান্ত ব্যাপার। নিজেরই দেশে এক বন্যপ্রাণের গল্প বলতে পারাটা সত্যিই এক দারুণ অভিজ্ঞতা-- নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে'।

অভিনেত্রী আরও যোগ করেছেন, 'আমি সব সময়ই বাঘ খুব পছন্দ করি। বাঘিনীর সঙ্গে তো যেন আত্মিক যোগ অনুভব করি। আমি নিজের পরিবার নিয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল। অম্বরের যাত্রাটা এমনই যে কোনও মা নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবে'।

নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে প্রিয়াংকা লিখেছেন, 'টাইগার'... এমন একটি গল্প যা বন্যকে বন্দী করে এবং এর মধ্যে যা ঘটে তার সবকিছু দেখিয়ে দেয়। প্রেম, দ্বন্দ্ব, ক্ষুধা, বেঁচে থাকা এবং আরও অনেক কিছুর গল্প'।

'ভারতের ঘন জঙ্গলে যেখানে ছোট-বড় প্রাণী, ভীতু এবং স্বমহিমায় বিচরণ করে, সেখানে অম্বর আছে -- এক কালজয়ী উত্তরাধিকারের বাঘ। এত ভালোবাসা দিয়ে সে তাঁর শাবকদের যত্ন নেয়, সন্তানদের সঙ্গে তাঁর দুর্দান্ত বন্ধন ফুটে ওঠে। এক সুন্দর পরিবারকে অনুসরণ করে ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই ছবির শ্যুটিং করা হয়েছে'।

২২ এপ্রিল পর্দায় আসছে 'টাইগার'।

একনজরে সেরা ৫

পুষ্পা ২

এই ছবির টিজার আসবে ৮ এপ্রিল, ছবির নায়ক আল্লু অর্জুনের জন্মদিনে। নির্মাতারা তেমনই জানিয়েছেন। অনুরাগীদের মতো অর্জুনও এই ছবির জন্য অপেক্ষা করছেন। এখানে তিনি একেবারে ভিন্নধর্মী অবতার-এ আসছেন, আগে তাঁকে এভাবে দেখা যায়নি। ছবির নায়িকা রশ্মিকা মানডানা।

লন্ডনে

অজয় দেবগণের দে দে পেয়ার দে ২ ও সন অফ সর্দার ২ ছবি দুটির শুটিং হবে। জুনে শুটিং শুরু। মে মাসের শেষেই তিনি সিংহম রিটার্নস ও রেইড ২-এর শুটিং শেষ করবেন। এগুলি ২০২৪-এর মাঝামাঝি মুক্তি পাবে। অজয় বিশেষ স্টাইলে শুটিং করেন, তাই নানারকম প্রজেক্টে মনঃসংযোগ করতে তাঁর অসুবিধা হয় না।

৫০০০

অপুর সংসার ছবির জন্য প্রথমবার এই অঙ্কের টাকাই পেয়েছিলেন শর্মিলা ঠাকুর পারিশ্রমিক হিসেবে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'বাবা নিতে চাননি, কিন্তু সত্যজিৎ রায় এই টাকা, একটা শাড়ি আর ঘড়ি দিয়েছিলেন। ওই টাকা দিয়ে হার, বালা, আর কানের দুল কিনি। আজ এই টাকায় কিছু হবে?'

দলদল

ভূমি পেডনেকরের প্রথম সিরিজের নাম দলদল। এটি থ্রিলার ড্রামা, দেখা যাবে প্রাইম ভিডিওতে। ভূমি এখানে পুলিশ অফিসার। তিনি এক সিরিয়াল কিলারকে পাকড়াও করবেন। তাঁর নাম রীতা ফেরেইরা। ভিশ ধামিজার বই ভেন্ডি বাজার অবলম্বনে নির্মিত এই সিরিজের পরিচালক অমৃত রাজ গুপ্তা।।

ভোট

আয়ুষ্মান খুরানার সঙ্গে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন গাঁটছড়া বেঁধেছেন। তরুণ প্রজন্মকে লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়ে দেশের আগামী নেতা নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানাবেন তিনি। কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, অভিনেতার তরুণদের ওপর ভালো প্রভাব আছে। তাকেই কাজে লাগাচ্ছে কমিশন। আয়ুষ্মান বলেছেন, 'ভারতের মতো গণতন্ত্রে ভোট নাগরিকদের প্রধান শক্তি। সবার ভোট দেওয়া উচিত।'

ট্রেলারে ময়দান

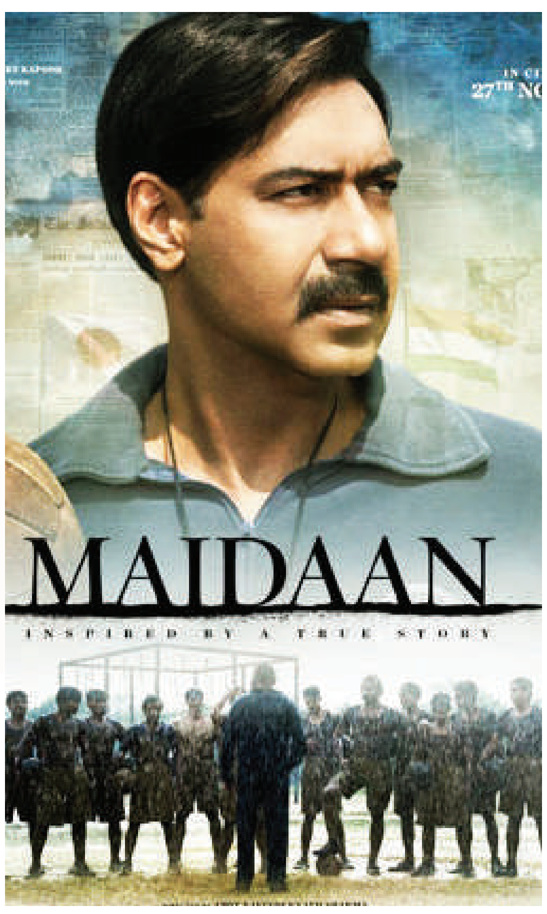

অজয় দেবগণের জন্মদিনে তাঁর 'ময়দান'-ছবির ফাইনাল ট্রেলার প্রকাশ করলেন নির্মাতারা। ট্রেলারে উঠে এসেছে কীভাবে সইদ আবদুল রহিম ও তাঁর নেতৃত্বাধীন ফুটবল টিম, দেশের জন্য ইতিহাস গড়ার আগে নানা সমস্যার মুখোমুখি হন ও সেসব পেরিয়ে ভিকট্রি স্ট্যান্ডে ওঠেন। এই ছবি রহিম সাহেবের জীবনীচিত্র। ছবি নিয়ে অজয় বলেছেন, 'আমাদের দেশে ফুটবল, ৫০ ও ৬০-এর দশকে এই মানুষটি এবং তাঁর টিমের মিলিত চেষ্টায় এই উচ্চতায় গিয়েছিল, আমি জানতাম না। আমি খুব কষ্ট পেয়েছি এটা জেনে, আবার অবাকও হয়েছি। এই মানুষটার কথা জানানোই ছবির উদ্দেশ্য।' অজয় ছাড়া ছবিতে আছেন প্রিয়ামণি, রুদ্রনীল ঘোষ, গজরাজ রাও প্রমুখ। পরিচালনায় অমিত শর্মা। মুক্তি চলতি বছর ইদে।

আরিয়ান খানের প্রেমিকাকে চেনেন?

আরিয়ান খানের প্রেমিকা নাকি ব্রাজিলিয়ান? ভক্তেরা কিন্তু গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে খবর বার করে ফেলেছেন। জানা যাচ্ছে, সেই মেয়েটির নাম লরিসা বনেসি। ব্রাজিলের মডেল তিনি। তবে বলিউডের বেশ কয়েকটি প্রোজেক্টে অভিনয় করেছেন লরিসা। গিরি রনধাওয়ার 'সুরমা সুরমা' মিউজিক ভিডিও, স্টেবিন বেনের মিউজিক ভিডিও এমনকী বিশাল মিশ্রের সঙ্গে একটি গানের ভিডিওতেও তাঁকে দেখা গেছে। লরিসা বলিউডে কাজ শুরু করেছেন জন আব্রাহাম আর অক্ষয় কুমারের হাত ধরে। ব্লকবাস্টার 'সুবাহ হোনে না দে' গানে তিনি ছিলেন।

লরিসা আর আরিয়ান নাকি একে অন্যকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের পরস্পরের পরিবারকেও ফলো করেন। গোয়েন্দাগিরি করা ভক্তের দল আরও জানাচ্ছেন যে, সম্প্রতি লরিসার মায়ের জন্মদিনে নাকি আরিয়ান খান তাঁর জন্য উপহারও পাঠিয়েছিলেন। যদিও শাহরুখ খান অবশ্য ছেলের এই সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলেননি।

হপ্তাজুড়ে B-day

জয়াপ্রদা /৩ এপ্রিল

আসল নাম ললিতা রানি। ১৪ বছর বয়সে তেলুগু ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ। প্রথম হিন্দি ছবি সরগম। ১৯৮৬-তে প্রযোজক শ্রীকান্ত নাহাটাকে বিয়ে করেন, শ্রীকান্ত ইতিমধ্যেই বিবাহিত ও চার সন্তানের জনক ছিলেন। ১৯৯৪-এ প্রথমে তেলুগু দেশম পার্টিতে, পরে সমাজবাদী পার্টিতে, তারও পরে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন।

পরভিন ববি / ৪ এপ্রিল

প্রথম ভারতীয় নায়িকা যিনি টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে জায়গা পেয়েছিলেন। ইরাদা ছবির পর অভিনয় ছেড়ে দেন। শোনা যায়, তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব নেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ড্যানি ডেনজংপা, কবীর বেদী, অমিতাভ বচ্চন, মহেশ ভাটের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। ১৯৮৩-র পর তাঁর কোনও খোঁজ ছিল না, মনে করা হয় তিনি আন্ডারওয়ার্ল্ডের কবলে পড়েন। মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সুচিত্রা সেন /৬ এপ্রিল

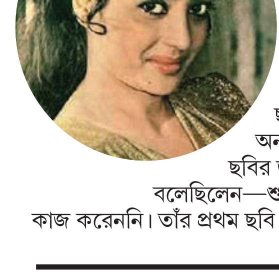

বাঙালি নায়িকাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সাত পাকে বাঁধা ছবির জন্য ১৯৬৩-তে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। প্রথম হিন্দি ছবি দেবদাস-এর জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন। বাংলায় সেরা রোমান্টিক জুটি উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন একসঙ্গে ৩০টি ছবি করেন। সত্যজিৎ রায় তাঁকে অন্য ছবি না করে শুধুমাত্র তাঁর ছবির জন্যই একটানা ডেট দিতে বলেছিলেন—শুধু এই কারণে সুচিত্রা তাঁর ছবিতে কাজ করেননি। তাঁর প্রথম ছবি 'শেষ কোথায়' মুক্তি পায়নি।

জিতেন্দ্র /৭ এপ্রিল

আসল নাম রবি কাপুর। সুনীল দত্তর বডি ডাবল হিসেবে প্রথম ছবিতে আত্মপ্রকাশ। প্রথম নায়ক হন গীত গয়া পাত্থরোঁনে। ঝুলিতে আছে রজত জয়ন্তী করা অনেক ছবি। বিশেষ ডান্স মুভস-এর জন্য তাঁকে জাম্পিং জ্যাক বলা হয়। ১৯৭৭ থেক ১৯৮৭ পর্যন্ত প্রতি বছর ৭-৮টি ছবি মুক্তি পেয়েছে।

কনস্টেবল মঞ্জু

মঞ্জু গ্রামের মেয়ে। নিজের ওপর তার আত্মবিশ্বাস নেই।। প্রায়ই তাকে হাসির খোরাক হতে হয়। অথচ তার জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট মাত্রায়। মঞ্জুর বাবা ছিলেন কনস্টেবল। কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মঞ্জু তার বাবার চাকরি পায়। রসুলপুর থানার কনস্টেবল হয় সে। সেখানেও রেহাই পায় না সে। তার সঙ্গে খারাপ আচরণ চলতেই থাকে। আবার এও সত্যি, সে কিন্তু তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে বেশকিছু মামলার সমাধান করেছে।

অন্যদিকে, নায়ক অর্জুন রংবাজ। এলাকার ডনের জন্য কাজ করে। সে তার বাবার প্রতি ক্ষুব্ধ, কারণ তার বাবা তার মাকে সবসময় দাবিয়ে রাখেন। বাবার অসাবধানতার কারণে বোনকে হারিয়েছে অর্জুন। ক্রমে সে ঢুকে পড়েছে অন্ধকার জগতে। অথচ তার মনটা ভালো। গরিবদের সাহায্য করে। নারীদের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। সে স্থানীয় জমিদার ও রসুলপুরের রাজনীতিবিদের মেয়ে নন্দিনীর প্রেমে হাবুডুবু।

গল্পের মোচড়ে রকবাজ অর্জুন ও মঞ্জুর বিয়ে হয়। অথচ অর্জুন চিরকাল নন্দিনীকেই ভালোবাসত।

মঞ্জু ও অর্জুনের বৈবাহিক সম্পর্কের কী হবে? অর্জুন একজন অপরাধী এবং মঞ্জু একজন কনস্টেবল, শেষমেশ তাদের ভাগ্যে কী আছে? পরিস্থিতির চাপে পড়ে অর্জুনকে কি মঞ্জু গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবে? মঞ্জু কি কখনও আত্মবিশ্বাসী আইপিএস হয়ে উঠতে পারবে?

অর্জুনের চরিত্রে শুভ্রজিৎ সাহা। মঞ্জুর চরিত্রে দিয়া বোস। ধারাবাহিকটি দেখা যাচ্ছে সান বাংলায় প্রতিদিন রাত সাড়ে আটটায়।

তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে বনির প্ল্যান

বনি কাপুর নিজে প্রযোজক, অথচ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ছবির কথা সেভাবে ভাবেনই না। অর্জুন আর জাহ্নবী কাপুরের সঙ্গে একটা করে ছবি তিনি করেছেন বটে, তবে সে ছবি কিন্তু তাঁদের লঞ্চ করেনি, বরং আগে তাঁদের লঞ্চ হয়ে গেছে, তারপর বনি কাপুর ছবি বানিয়েছেন। অর্জুন কাপুরকে নিয়ে বনি কাপুরের ছবি তেভার সেভাবে না চললেও, জাহ্নবীকে নিয়ে মিলি ভালোই চলেছিল।

নিজে এত বড় প্রযোজক হয়েও ছেলেমেয়েদেরকে লঞ্চ করলেন না বনি কাপুর? তিনি নিজেই বলেছেন যে, ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁর মুখাপেক্ষী নয়। তারা নিজেরাই অন্যান্য প্রোডাকশন হাউসের সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছে। তবুও অর্জুনকে নিয়ে এবার ভাবছেন বনি কাপুর। তাঁর আগামী ছবি নো এন্ট্রি ২-তে অর্জুনকে আনছেন তিনি। আনিস বাজমি পরিচালিত এই ছবিতে বরুণ ধাওয়ান, অর্জুন কাপুর আর দিলজিত দোসাঞ্জ থাকবেন মুখ্য ভূমিকায়। আরও বেশ কয়েকজন নামজাদা তারকা থাকবেন, তবে তাঁদের নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আপাতত গল্প নিয়ে কাজ চলছে। গল্প শুনে এই তিন নায়কই খুব খুশি। এ বছরের ডিসেম্বরে শুটিং শুরু হবে। সামনের বছর ছবির মুক্তি। অবশ্য শুধু অর্জুন একা নন। জাহ্নবীকে নিয়েও বনির মাথায় একটা গল্প আছে বলে জানিয়েছেন। যদিও সেই কাজ এখনই শুরু হবে না। কিন্তু কাজটা হবে। আর খুশিকে নিয়ে তিনি কাজ করতে চান ঠিকই, তবে এখনই কোনও গল্প তাঁর হাতে নেই বলে জানিয়েছেন বনি কাপুর। হয়তো আগামী বছর খুশি কাপুরকে দেখা যাবে বাবা বনি কাপুরের ছবিতে।

ছোট তারা ★

মায়া কনভেন্ট স্কুলের ছাত্র আদিত্য রায়ের তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মুগ্ধ। প্রথম শ্রেণির এই ছাত্র নাচেও সমান পারদর্শী।

অভিমানের জের, তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : বাড়ি থেকে মঙ্গলবার সকালে অংশুমান দাস (১৯) নামে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, মান-অভিমানের জেরে এই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগরের বাসিন্দাদের একাংশেরও একই মত।

শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ছিলেন অংশুমান। তাঁর মায়ের বক্তব্য, 'আমাদের বাড়ির নীচতলায় এক ছাত্রী ভাড়া থাকে। কোচবিহার জেলার মেয়েটি শিলিগুড়িতে পড়াশোনা করছে। মেয়েটি ও তার কয়েকজন বান্ধবীদের সঙ্গে অংশুমানের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কয়েকদিন আগে ওরা একসঙ্গে ঘুরতে যায়। ছেলে ফেরার পর মদ খাওয়ার বিষয়টা বুঝতে পেরে ওকে বকাবকি করি। তারপর থেকে ও আমার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর নিজের ঘরে ঘুমোতে যান অংশুমান। এদিন সকালে অংশুমানের ঘরে গিয়ে তাঁকে ফ্যানের সঙ্গে গামছায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় দেখেন মা। ছেলের এই অবস্থা দেখে তিনি চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা আসেন। খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থানায়। দেহ উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা অংশুমানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রতিবেশীদের বক্তব্য, বরাবর পড়াশোনায় ভালো ছিল এই তরুণ। এলাকায় যথেষ্ট ভালো পরিবার বলে নামডাক রয়েছে বলে জানান স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল। তরুণের এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ভোটের জন্য বসে আঁকো

ইসলামপুর, ২ এপ্রিল : ভোটারদের নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহী করতে মঙ্গলবার ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন ইসলামপুর শহরের কোর্ট ময়দান সংলগ্ন নজরুলমূর্তির পাদদেশে পথে আলপনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইসলামপুর উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল এবং এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কারও বিতরণ করা হয়।

পাশাপাশি এই স্কুলেই পড়ুয়াদের জন্য মক পোলিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে পড়ুয়ারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এইসব কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাস সহ অন্যরা। দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া সাথী বিশ্বাস বলেন, প্রশাসনের এই উদ্যোগে তাঁরা আপ্লুত। আমার বিশ্বাস, এই উদ্যোগ আগামীদিনে আমাদের ভোটদানে অনেক সাহায্য করবে।

মধ্য শান্তিনগরে পদাবলি কীর্তন

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : মধ্য শান্তিনগর সর্বজনীন নামযজ্ঞ কমিটির আয়োজনে চলছে অষ্টপ্রহর পদাবলি কীর্তন। মধ্য শান্তিনগর সর্বজনীনের পরিচালনায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই কীর্তন চলবে। এই কীর্তনে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছে।

পথ অবরোধ নয়, অভিভাবকদের প্রতীক্ষা। পড়ুয়া সন্তানকে নেওয়ার জন্য হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে। মঙ্গলবার। ছবি : তপন দাস

সেবক মোড়ের ঘটনায় রহস্য বাড়ছে

ছুরিকাহত তরুণী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : ছুরিবিদ্ধ তরুণীকে ঘিরে রহস্য দানা বাঁধল শহর শিলিগুড়িতে। ইসলামপুরের বাসিন্দা ওই তরুণী মঙ্গলবার দেখা করতে এসেছিলেন সেবক মোড়ের একটি মিষ্টির দোকানের কারিগর জামশেদের সঙ্গে। তরুণীকে নিজের 'দিদি' দাবি করে জামশেদ বলছেন, 'লোনের কিস্তি দেওয়ার জন্য ও টাকা চাইতে শিলিগুড়িতে এসেছিল। টাকা না পেয়ে রাগের বশে নিজেই নিজের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়।'

এদিকে, দোকানের মালিক প্রবীণ গুপ্তা বলছেন, 'ওই তরুণী প্রায়ই এখানে আসতেন। এরা ভাইবোন নয়। নিশ্চয়ই ওঁদের অন্য কোনও সম্পর্ক রয়েছে।' দোকান মালিকের এমন মন্তব্যেই যত রহস্য দানা বেঁধেছে। সত্যিই কি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তরুণী, নাকি তাঁকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল তা অবশ্য স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু শিলিগুড়ির একেবারে প্রাণকেন্দ্রে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ছুরি উদ্ধারের পাশাপাশি জামশেদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গিয়েছে।

এদিকে, জয়তুন খাতুন নামে ওই তরুণী বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পেটে বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে।

ইসলামপুরের বাসিন্দা জামশেদ আট বছর ধরে ওই দোকানেই কাজ করেন। দোকানটি যে বহুতলে রয়েছে, তার ওপরেই একটি ঘরে অন্য কর্মীদের সঙ্গে থাকেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে জয়তুন জামশেদের সঙ্গে দেখা করতে এসে সোজা ওই ঘরে চলে যান। সেখানেই ঘুমোচ্ছিলেন জামশেদ। অন্য কর্মীদের দাবি, তরুণী ওই ঘরে যাওয়ার পর বেশ চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শোনা যায়। এরপর গিয়ে দেখা যায়, তাঁর পেটে গামছা বাঁধা এবং সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। ঘরের একটি খাটে শুয়ে রয়েছেন তরুণী। তাঁর হাতেও ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল বলে জানান অন্য কর্মীরা। তাঁরা পুরো বিষয়টি দেখে দোকান মালিককে জানান।

তিনি এসে প্রথমে স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের বিষয়টি জানান। এরপর ট্রাফিকের তরফে শিলিগুড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে তরুণীকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে।

দোকান মালিকের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর পুলিশ তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। যদিও এনিয়ে তরুণীর কোনও বক্তব্য মেলেনি। কেনই বা হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে তাঁর পেটে গামছা বেঁধে ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, সেই জবাবও মেলেনি। ফলে পুরো ঘটনা নিয়ে রহস্য ক্রমেই বাড়ছে। দোকান মালিক এবং জামশেদের দু'রকম দাবিও ভাবাচ্ছে পুলিশকে।

তরুণী ছুরিবিদ্ধ হওয়ার পর তদন্তে পুলিশ। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

ভোটার-প্রার্থী ইস্যুর লড়াই

লোকসভা ভোটের আগে কী চাইছে উচ্চশিক্ষায় মগ্ন এ শহরের নবীন প্রজন্ম। এই ভোট ঠিক করে দেবে আগামী পাঁচ বছর কারা দেশের প্রধান চালিকাশক্তি হতে চলেছে। এখানকার ভোটারদের মন জয় করবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি কৌশল হিসেবে এবারের নির্বাচনে স্থানীয় ইস্যুকেও প্রাধান্য দিচ্ছে, আর তা এই পড়ুয়া ভোটারদের কতটা কাছে টানবে তারই খোঁজ নিলেন **তমালিকা দে**

দেশের মানুষ

আমার মনে হয় ভোট সবসময় এক জাতি, এক মতাদর্শে হওয়া উচিত। কিন্তু এখন কোনও রাজনৈতিক দলেই আমি দেশের মানুষের স্বার্থে নির্বাচনে লড়ার উদ্দেশ্য দেখি না। গত লোকসভা নির্বাচনের পর ভারতের সঙ্গে অন্য দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভালো হলেও অর্থনীতির দিক থেকে সেভাবে কোনও উন্নতি আমার নজরে আসেনি।

– দেবরাজ দে
সালেশিয়ান কলেজ দ্বিতীয় সিমেস্টার

একতা থাকুক

ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে একতা যাতে বজায় থাকে। পাশাপাশি চাকরির সুযোগ যাতে বেশি হয়। তবে এখন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এই ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। গত বারের লোকসভা নির্বাচনের পর সমাজের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বলে আমি মনে করি।

– সায়ন ঘোষ
শিলিগুড়ি কলেজ দ্বিতীয় সিমেস্টার

উন্নয়নের কথা

দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে কাজ করা প্রয়োজন। তবে আমার মনে হয়, রাজনৈতিক দলগুলো এই উন্নয়ন ব্যাপারটা যেন কোথাও ভুলে যাচ্ছে। যদিও কোভিডের পর বিশ্বের বাকি দেশগুলো যেখানে অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে, সেদিক থেকে ভারতবর্ষের উন্নয়ন অনেকটা হয়েছে।

– দীপ্তাঙ্গী দাস
শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, ষষ্ঠ সিমেস্টার

ভোটে জেতার পর

ভোটের আগে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভোটে জেতার পর আর কোনও কাজ করতে দেখা যায় না। তা এখন উন্নয়নের পরিবর্তে বেশিরভাগটাই ব্যক্তিস্বার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বারের লোকসভা ভোটের পর পশ্চিমবঙ্গের কোনও উন্নয়ন হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

– মহিমা দাস
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ সিমেস্টার, স্নাতকোত্তর

সহজ ঋণ

আমার মতো যারা উচ্চশিক্ষা বা কাজের জন্য অন্য রাজ্যে যায় তাদের ভোটার কার্ডের ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়। ফলে অনেকেই লোকসভার ভোট দিতে পারেন না। উঁচুস্তরের নেতারা দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবলেও স্থানীয় নেতাদের ক্ষেত্রে সেরকম মনোভাব আমার চোখে পড়ে না। তবে কোভিডের সময় কেন্দ্রীয় সরকার খুব ভালো কাজ করেছে। অন্য অনেক দেশের তুলনায় আমরা আগে ভ্যাকসিন নিতে পেরেছি। এছাড়াও ব্যাংক থেকে লোন পাওয়াও অনেক সহজ হয়েছে। ভারতবর্ষের মতো জনবহুল একটি দেশে সার্বিকভাবে অনেক উন্নতি হয়েছে।

-মেহেক ধর *ভবনস কলেজ, মুম্বই, পঞ্চম সিমেস্টার*

উন্নয়ন ও দক্ষতা

এলাকার উন্নয়ন ও দক্ষতার সঙ্গে নির্দিষ্ট খাতে অর্থের ব্যবহার। এছাড়াও কেন্দ্রীয় নীতিগুলোতে বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা ও সাধারণ জনগণ যাতে তা বুঝতে পারে সেদিকেও নজর রাখা। তবে আমরা পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের মানসিকতা দেখতে পাই না। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেক উন্নত হয়েছে।

-তনুজিৎ বর্মন *উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ, দশম সিমেস্টার*

আনন্দময়ী দুর্গা মন্দিরে দ্বার খুলছে ১২ এপ্রিল

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : এবার থেকে শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালীবাড়িতে শুধু মা কালীই নয়, পূজিত হবেন দেবী দুর্গাও। বর্তমানে শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে মন্দিরে। শুধু শিলিগুড়ি নয়, গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে এটিই সর্ববৃহৎ দুর্গা মন্দির হতে চলেছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

রাজস্থান থেকে আনা সাদা মার্বেল পাথরে নিখুঁত কাজ করে সাজানো হচ্ছে গোটা মন্দির। মার্বেলের মূর্তিও এসেছে রাজস্থান থেকে। আগামী ১২ এপ্রিল দরজা খুলে যাবে মন্দিরের।

চারণকবি মুকুন্দ দাসের স্মৃতিবিজড়িত আনন্দময়ী কালীবাড়িকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। মা কালীর নিত্যপুজো হয় এখানে। এতদিন দুর্গাপুজোও হত, তবে বছরে একবারই। কিন্তু সাধারণ মানুষের আবদারে শেষমেশ দেবী দুর্গার মন্দির স্থাপনের উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ।

তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে মন্দির তৈরির কাজ চলেছে। মন্দিরটি তৈরি হওয়ায় খুশি শহরের বাসিন্দারা। আলিপুরদুয়ার, মালদা, কোচবিহার থেকেও অনেকে ফোন করে মন্দিরের কাজ শেষ কবে হবে সেই খোঁজ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সদস্যরা।

চলতি মাসেই বাসন্তীপুজো রয়েছে। তাই মলমাস হওয়া সত্ত্বেও এই মাসে মন্দির উদ্বোধন সম্ভব বলে জানিয়েছেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস। তিনি বলছেন, '১২ তারিখ থেকে শুরু করে ১৮ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ পুজো চলবে। ভক্তেরা উৎসুক হয়ে রয়েছেন। আমরা খুবই আনন্দিত যে এই মন্দিরে এবার মা দুর্গাও পূজিত হবেন।'

মন্দিরে কবে পুজো হবে তার খোঁজ নিতেই এসেছিলেন অশোক সরকার। মন্দিরের কাজ প্রায় শেষ তা দেখে ভীষন আপ্লুত হয়েই বললেন, 'আমরা ভক্তরা অধীর আগ্রহে রয়েছি। মহাবীরস্থানে বাজার করতে এসেছিলাম। ভাবলাম, কবে পুজো সেই খোঁজ নিয়ে যাই, তাই চলে এলাম।'

পুলিশি সাহায্যে খোয়া যাওয়া ব্যাগ মিলল

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : প্রধাননগর থানার পুলিশের তৎপরতায় খোয়া যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজের ব্যাগ খুঁজে পেলেন এক মহিলা। মঙ্গলবার সকালে নিজের স্কুটারে করে জংশন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন শিল্পা দেব নামের ওই মহিলা। সেই সময় অসাবধানতায় স্কুটার থেকে তাঁর ব্যাগটি পড়ে যায়। ব্যাগে জরুরি নথি, নগদ সহ বিভিন্ন সামগ্রী ছিল। ঘটনার কিছুক্ষণ পর মহিলার ফোনে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। তাকে গুলমা এলাকায় গিয়ে ব্যাগটি নিয়ে আসতে বলা হয়। কিন্তু শিল্পা একা সেখানে না গিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন। ঘটনার কথা শুনে শিল্পাকে নিয়ে পুলিশ গুলমার দিকে রওনা হয়। এরপর পুলিশের সহযোগিতায় উদ্ধার হয় ব্যাগটি।

নালায় জালি

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : জংশনের পাশে থাকা সার্ভিস রোডটির ধারবরাবর নালাটি সারাবছর আবর্জনায় অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ী থেকে হোটেল মালিকদের একাংশ উচ্ছিষ্ট জিনিস সেই নালাতেই ফেলেন। দুর্গন্ধ এমন যে, নাকে কাপড় চাপা না দিয়ে যাতায়াত করার জো নেই। এলাকায় একাধিক হোটেল থাকায় অনেক পর্যটক আসেন, তাঁদের কাছে বিরূপ বার্তা পৌঁছাচ্ছে। এ নিয়ে অনেকবার স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। অবশেষে উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম।

নালায় দেদার আবর্জনা ফেলা রুখতে নালার ওপর জাল বসানো হয়েছে। এই কাজে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরনিগমের উদ্যোগে নদমাটির ওপর জাল বসানোর কাজ হয়েছে। ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার রামভাজন মাহাতো বলেন, 'এই নালাটি দিয়েই ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নালাগুলোর জল যায়। সেটা আবর্জনার জন্য আটকে গেলে এলাকাতেই সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাই জাল বসানোর কাজ করা হয়েছে। আর কেউ যাতে নালাটিকে অবরুদ্ধ করতে না পারে সেদিকেও নজর রাখা হবে।'

যুগলের ছবি ছড়ানোর পান্ডা পুলিশের জালে

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২ এপ্রিল : সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফোটো শেয়ার করে বিপাকে পড়তে হচ্ছিল ইসলামপুরের তরুণ-তরুণীদের। একে অপরের পরিচয় যাচাই না করেই যুগল হিসেবে তাঁদের ফোটো পোস্ট করা হচ্ছিল 'ইসলামপুর কাপল' নামে ইনস্টাগ্রামের একটি প্রোফাইলে। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ইসলামপুর মহকুমার সর্বস্তরের মানুষ। যাদের ফোটো পোস্ট করা হয়েছে তাঁরা পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রায় দেড় বছর ধরে এই সমস্যার কারণে ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত এবং মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন অনেকেই। তবে এই ঘটনার পেছনে কার হাত রয়েছে তা এতদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষমেশ সেই ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের পেছনে লুকিয়ে থাকা এক পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার তাকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ওই পান্ডার নাম সোনু কুমার। বাড়ি বাংলা-বিহার সীমানা সংলগ্ন বিহারের পাহারকাট্টা থানার উদগার এলাকায়। তবে এদিন আদালত থেকে ওই অভিযুক্তকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় আইনজীবীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। কারণ এই ঘটনায় আইনজীবী এবং তাঁদের পরিবারের অনেকে ভুক্তভোগী হয়েছেন।

পুলিশের কাছে আইনজীবীরা দাবি জানান, ওই অভিযুক্তকে যাতে মুখ ঢেকে বাইরে বের করা না হয়। আইনজীবীদের ভিড় এবং ক্ষোভ বাড়তে দেখে ইসলামপুর থানার আইসি আদালতে আসেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় একজন ডিএসপি পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ওই অভিযুক্তকে সামনের দরজা দিয়ে বের না করে দ্রুত অন্য দিক দিয়ে বের করে নিয়ে যায়। এরফলে পুলিশের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন আইনজীবীরা।

ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানার আইসি দুলালচন্দ্র রায় বলেন, '২৯ মার্চ ওই তরুণকে গুজরাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে ওখানে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। মূলত আইপি অ্যাড্রেস ট্রেস করেই ওই তরুণকে ধরা হয়েছে। তার মোবাইলটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে ইনস্টাগ্রামের ওই পেজে পোস্ট হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার পেছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা জিজ্ঞাসাবাদের পরই জানা যাবে।

ইসলামপুর অদালত চত্বরে আইনজীবীদের বিক্ষোভ। মঙ্গলবার।

খপ্পরে আইনজীবীরাও

- ইসলামপুরের তরুণ-তরুণীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফোটো শেয়ার করে বিপাকে পড়তে হচ্ছিল
- ইনস্টাগ্রামের একটি প্রোফাইল থেকে এইসব ছবি ভুয়ো যুগল বানিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হত
- বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ওই তরুণ-তরুণীদের সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল

প্রচারে নেই জন, মোদির মঞ্চেও নয়

শুভ দত্ত

আমার স্ত্রী অসুস্থ। তাই বিজেপির হয়ে প্রচারে যাচ্ছি না। স্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতি ঠিক না হলে ৭ এপ্রিল ধূপগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাব না।

-জন বারলা

বানারহাট, ২ এপ্রিল : স্ত্রী অসুস্থ বলে জানিয়ে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলা বিজেপির হয়ে প্রচারে যাচ্ছেন না। ধূপগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাতেও তিনি যাবেন না বলে বারলা আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়ানো নির্দল প্রার্থীরা বারলার বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন।

অনুগামীরা যাতে বিজেপির হয়ে প্রচারে না যান সেজন্য বারলা তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন। বারলা প্রভাবিত বিজেপির চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের নেতারা আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন। বিজেপিকে বিষয়টি আলিপুরদুয়ারে এবার লোকসভা ভোটে ব্যাকফুটে ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, যেভাবে পরিস্থিতি এগোচ্ছে তাতে বারলার সঙ্গে পদ্ম শিবিরের বিচ্ছেদ হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

মঙ্গলবার বারলা বলেন, 'আমার স্ত্রী অসুস্থ। তাই বিজেপির হয়ে প্রচারে যাচ্ছি না। স্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতি ঠিক না হলে ৭ এপ্রিল ধূপগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাব না।' আশ্চর্যের বিষয় বলতে, জনের মুখে এদিন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইকের প্রশংসা শোনা যায়। তবে কি তিনি তৃণমূল প্রার্থীকেই সমর্থন করছেন? বারলা বললেন, 'প্রকাশ চা বাগানের ছেলে, চা শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কাজের প্রবণতা ওর রয়েছে।' এই পরিস্থিতিতে কি তিনি বিজেপির হয়ে রাজ্যসভায় যেতে চাইছেন? প্রশ্ন করা হলে বারলা বলেন, 'কলকাতার নেতারা আমাদের উত্তরের নেতাদের কতটা গুরুত্ব দেন তা উত্তরবঙ্গবাসী সকলেই জানে।'

'মনোজকে ভোট নয়', 'আদিবাসী সমাজের সঙ্গে মনোজ গদ্দারি করেছে', 'নো ভোট টু মনোজ টিগ্গা', ইত্যাদি বলে বানারহাটের দলীয় কার্যালয়ে শ্রমিক সংগঠন নিয়ে বারলা বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছিলেন। গত ৬ মার্চ মনোজ টিগ্গা ফালাকাটার বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে বারলার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তবে বারলা তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি। পরে মাদারিহাটে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের স্টপ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মনোজের সামনেই বারলা তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। এদিন বারলা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী, জেপি নাড্ডাকে আমার বিষয়ে ভুল বুঝিয়ে, কলকাতার নেতাদের সঙ্গে আঁতাত করে, সবাইকে অন্ধকারে রেখে মনোজ আলিপুরদুয়ার থেকে টিকিট পেয়েছে। তবে আমার দলের ওপর কোনও রাগ, অভিমান নেই। আমার অনুগামীরা তাঁদের নিজেদের ইচ্ছাতেই প্রচারে যাচ্ছেন না।'

বিজেপির জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ জয়ন্তকুমার রায় এদিন রাতে বারলার সঙ্গে দেখা করেন। জয়ন্ত বলেন, 'বারলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো, তাই তাঁকে অনুরোধ করেছি।' বারলা কোনও মন্তব্য করেনি।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধলেন অরূপ

ঝাঁঝরা চাল দেখে অবাক

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মঙ্গলবার কুমারগ্রামের উত্তর হলদিবাড়িতে।

কুমারগ্রাম, ২ এপ্রিল : রবিবারের ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে প্রশাসন রয়েছে। আলিপুরদুয়ারে ঝড়বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'কুমারগ্রামে অরূপ যাবে।' এই কথা বলার পর থেকেই ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক, বিদ্যুৎ এবং আবাসন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের আসার অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর হলদিবাড়ি।

সোমবার রাতেই কুমারগ্রাম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মাঠের চারপাশে উৎসাহী মানুষ ভিড় জমান। ১২টার দিকে আসার কথা থাকলেও হাজার মানুষের ভিড়ে মন্ত্রীর কপ্টার বেলা দেড়টা নাগাদ মাঠে নামে। এরপরই সড়কপথে মন্ত্রী পৌঁছে যান দুর্গতদের ডেরায়। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। নির্বাচনি আচরণবিধি মেনে দুর্গতদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক সহ দলের স্থানীয় নেতারা।

উত্তর হলদিবাড়ি বান্দে চৌপথিতে দিনমজুর বিনোদীপ ওরাওঁয়ের কাঁচা ঘরে কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে শিলের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া টিনের চালা দেখে রীতিমতো অবাক হন অরূপ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে তাঁর বক্তব্য, 'দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সব জায়গায় যাচ্ছেন। তিনি আমাকে কুমারগ্রামে পাঠিয়েছেন। পুরোটা ঘুরে দেখলাম। শিলাবৃষ্টিতে টিনের ছাউনি এভাবে ফুটো হয়ে যেতে পারে! একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। দুর্গতরা প্রত্যেকেই প্রশাসনের কাজে খুশি।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে অরূপ বলেন, 'আবাস যোজনার টাকা যদি পেতাম তবে সাধারণ মানুষকে এভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হত না।'

এদিকে বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ-এর মন্তব্য, অরূপ বিশ্বাস উত্তর হলদিবাড়িতে জনসমক্ষে অসত্য কথা বলেছেন। আবাস যোজনার টাকা কেন পশ্চিমবঙ্গে আসছে না সেটা রাজ্যের সবাই জানেন। রাজ্য ২০১৭ সাল থেকে আবাস যোজনার টাকার ডিমান্ড এমনকি আগের কাজের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটও কেন্দ্রে জমা দেয়নি। তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের মিথ্যা কথায় আর চিঁড়ে ভিজবে না।'

এদিকে বিনোদীপের মন্তব্য, 'আমার ভাঙা ঘরে মন্ত্রী আসবেন কোনওদিন ভাবিনি। উনি নিজে চোখে পরিস্থিতি দেখে দুশ্চিন্তা করতে না করেছেন। প্রশাসনের তরফে হাড়ি, কড়াই, বাসনপত্র, একটা ত্রিপল দিয়েছে। এই ছোট্ট একটা ত্রিপল দিয়ে কী হবে? এটা তো চলবে না।'

তিনি জানান, প্রশাসনের লোকজন সমীক্ষা করে আধার কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর নিয়ে গিয়েছেন। এখন কতদিনে ক্ষতিপূরণ মিলবে সেটা জানেন না। তবে ক্ষতিপূরণ তাড়াতাড়ি না দিলে লাভ নেই বলে জানান তিনি।

এরপর গাড়িতে চেপে মন্ত্রী উত্তর হলদিবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন বাসিন্দা আক্ষেপ করছিলেন। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেই কৃষক যোগেন দাস বলেন, 'মন্ত্রী এসেছেন দেখে ভেবেছিলাম গ্রামটা ঘুরলে সেচের দুরবস্থাও দেখে যাবেন। কিন্তু তিনি ২-১টা বাড়ি ঘুরেই চলে গেলেন।'

পাশ থেকে টগেন দাসের বক্তব্য, 'মন্ত্রী এসেছেন শুনে জোরে সাইকেল চালিয়ে এলাম। এসে দেখি তিনি চলে যাচ্ছেন। শুধু একঝলক দেখতে পেলাম। অভাব অভিযোগের কথা বলার সুযোগই পেলাম না।' একইরকম কথা বলেন হরিনাথ দাস, শ্যামল দাসরা। এমন ঝটিকাসফরে মন্ত্রী না এলেই পারতেন বলে মন্তব্য করেন গ্রামবাসীদের একাংশ।

পরিচর্যা করেননি বারলা

প্রথম পাতার পর

লোকসভার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ১১০ দিন (৪০.৩%)। আর প্রশ্ন করেছেন সাকুল্যে ৩০টি। আলিপুরদুয়ারের সমস্যা নিয়ে নতুন একটা মহাভারত লেখা যেতে পারে। অথচ বারলা ইস্যুই খুঁজে পাননি।

বারলা আলিপুরদুয়ারকে উন্নয়নের গল্প শুনিয়েছিলেন। তবে সেই গল্পের নায়ক হতে পারেননি। বারলার গল্পের পাতায় বড় করে লেখা হয়েছিল

আলিপুরদয়ারে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরির কথা। পৌনে পাঁচ বছর তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি তিনি। ভোটের আগে চমক দিতে আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় রেলের জমিতে হাসপাতালের শিলান্যাস করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে শিলাটুকুও পুঁততে পারেননি।

গত পাঁচ বছরে সরকারি জমি দখল, ধর্ষণে অভিযুক্তকে আড়াল করার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে বারলার বিরুদ্ধে। লক্ষ্মীপাড়া বাগানে কান পাতলেই শোনা যায় মন্ত্রী হওয়ার পর বারলার সম্পত্তি ফুলেফেঁপে ওঠার নানা কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমাদের চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোনও দাগ পড়ে না।' তবে বারলার জ্যোৎস্নায় আলোকিত হয়নি আলিপুরদুয়ার। হাসিমারা বিমানবন্দর থেকে যাত্রী পরিষেবা চালুর প্রতিশ্রুতি ভোট ভাষণেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে।

২০১৯-এ কুমারগ্রাম, টোটোপাড়া, ফালাকাটার বড়ডোবায় তিনটি বড় সেতু তৈরির কথা বলেছিলেন বারলা। পাঁচ বছরে কোথাও এক কোদাল মাটিও পড়েনি। একসময় বক্সা ফোর্টে ওঠার জন্য রোপওয়ে তৈরির কথাও শুনিয়েছিলেন। সেটা অবশ্য রূপকথা। সাংসদ তহবিলের টাকায় কয়েকটা অ্যাম্বুল্যান্স দিয়েছিলেন বারলা। তার একটি পেয়েছিল ফালাকাটার একটি ক্লাব। তবে প্রশাসনিক জটিলতায় সেই অ্যাম্বুল্যান্স আজও চালু হয়নি।

কোভিডের সময় গেট বন্ধ করেছিল ভুটান। তাদের যা কিছু দরকার সব এদেশ থেকে গেলেও ভুটানিরা না আসায় চোখের সামনে শ্মশান হয়ে গিয়েছিল জয়গাঁ শহর। সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন কয়েকশো ছোট ব্যবসায়ী। কাজ হারিয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। সুযোগ বুঝে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা পাওনা মেটাননি ভুটানের ব্যবসায়ীরা। সেই সময় দুই দেশের কেন্দ্রীয় স্তরে আলোচনা করে গেট খোলা অত্যন্ত জরুরি ছিল। অথচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েও কার্যত চুপচাপ ঘরে বসে ছিলেন জন। তাঁর এলাকার মানুষের হাহাকারের কথা দিল্লির দরবারে পৌঁছে দিতে সক্ষম হননি।

আলিপুরদুয়ার লোকসভা এলাকার মধ্যে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমা আছে সেকথা হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন বারলা। সাংসদ হওয়ার পর তুফানগঞ্জে তাঁর পা পড়েছিল কি না সেকথা মনেই করতে পারছেন না স্থানীয়রা। আলিপুরদুয়ার শহরবাসীও বারলাকে দেখেছেন ভূত দেখার মতোই। শহরের দমকল মোড়ে বিজেরি পার্টি অফিসের পাশে নাম কা ওয়াস্তে তাঁর হাসিমুখের ছবি দেওয়া একটা অফিস আছে ঠিকই, তবে সে খবর শহরের ক'জন জানেন তা বলা মুশকিল। গত পাঁচ বছরে সেই অফিসে কত ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন সাংসদ, তা বলতে পারবেন না বিজেপি নেতারাও।

রাসায়নিক ব্যবহারের সার্টিফিকেট না থাকায় ছোট চা চাষিদের পাতা নিচ্ছে না বটলিফ কারখানাগুলি। পারফরমেন্সের বিচারে বারলাকেও পাশ সার্টিফিকেট দেননি আলিপুরদুয়ারবাসী।

কোটি কোটি

প্রথম পাতার পর

রেলের টেন্ডারে অংশ নিয়ে স্টল পেয়েছেন অসম, হায়দরাবাদের ঠিকাদাররা। তাঁরা নিজেদের এলাকার কর্মী নিয়োগ করেছেন। ঠিকাদার তো বটেই, বহিরাগত কর্মীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়েছে বলে অনেকেরই অভিযোগ। এখন অবশ্য জমির কারবারেও হাত পাকাচ্ছে এনজেপির 'দাদারা'।

টাকা আদায়ের এত যখন রুট, তখন নিশ্চয়ই মাসে কয়েক লক্ষ বা কোটি টাকা ওঠে। সেই টাকা যায় কোথায়? জেলার এক শ্রমিক নেতার কাছে নিয়মিত মাসোহারা যায় বলে অভিযোগ। এই প্রথা চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। তবে টাকা আদায় এবং তার ভাগ জেলার নেতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগ মানতে নারাজ আইএনটিটিইউসি'র টাউন ব্লক ৩-এর সভাপতি সুজয় সরকার। তিনি বলছেন, 'বাজারে রটনা আছে এখানে টাকা তোলা হয় বলে। কিন্তু গত তিন বছর ধরে দায়িত্বে আছি, আমার বিরুদ্ধে কেউ এমন অভিযোগ তুলতে পারেনি, পারবেও না। সংগঠনের তেমন কোনও সভা থাকলে হয়তো কাউকে প্যান্ডেলের বা কাউকে মাইকের খরচটা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই এমনটা করে থাকে। নিন্দুকেরা তো কতকিছুই রটায়।'

জানেন কি

ছাতা আবিষ্কারের উদ্দেশ্য কিন্তু বৃষ্টি থেকে বাঁচা ছিল না, বরং রোদ থেকে বাঁচার জন্য। আমব্রেলা শব্দটি এসেছে ল্যাটিন আমব্রা শব্দ থেকে, যার অর্থ ছায়া। সূর্য থেকে রক্ষা পেতে কৃত্রিম ছায়ার জন্যই ছাতার আবিষ্কার।

খারিবস্তিতে আগুন

কিশনগঞ্জ, ২ এপ্রিল : কিশনগঞ্জ শহরের অদূরে খারিবস্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে মহম্মদ শাজাবুল হকের খড়ের গাদায় আগুন লাগে। সেখান থেকে লাগোয়া দুই বাড়িতেও আগুন ধরে যায়। প্রতিবেশী ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান জানিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তরা আইন মাফিক ক্ষতিপূরণ পাবেন বলে তিনি জানান। দমকলের অনুমান, সম্ভবত বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আগুন লাগতে পারে।

ভিন্ন কৌশল

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবারের আগে তাঁর নির্বাচনি প্রচার নেই। বুধবার তিনি আরেকটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপচারিতা করবেন বলে জানা গিয়েছে। ভোটের প্রচার না করেও কেন্দ্র বিরোধিতা রইল যথারীতি। ক্ষুদ্র চা চাষে রাসায়নিক ব্যবহারে টি বোর্ডের কড়াকড়ি নিয়ে তিনি তুলোধোনা করলেন কেন্দ্রকে। টি বোর্ডের ওই পদক্ষেপে উত্তরবঙ্গের ১০ লক্ষ ক্ষুদ্র চা চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে মন্তব্য করে তাঁর বক্তব্য, বিকল্প ব্যবস্থা করে এটা করা উচিত ছিল। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যও যে তাঁর নজর আছে, বুঝিয়ে দিলেন তাও। বললেন, 'ত্রাণে সমস্যা নেই। একটু সময় লাগবে শুধু।'

জেলার খেলা

রাজ্য দলে শিলিগুড়ির ৩

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : গোয়ালিয়রে ৬-১০ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় সিনিয়ার ন্যাশনাল ক্যারমে শিলিগুড়ির ৩ জন খেলোয়াড় সুযোগ পেয়েছেন। শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সচিব সঞ্জীব ঘোষ জানিয়েছেন, মহিলা দলে রয়েছেন পাপিয়া বিশ্বাস ও মাম্পি কোদালিয়া। পুরুষ দলে সুযোগ পেয়েছেন দুর্জয় ঘোষ। মহিলা দলের টিম ম্যানেজার শিলিগুড়ির সুপ্রিয়া সেন মজুমদার। পাপিয়ারা বুধবার রওনা হবেন।

জয়ী শ্যামল-সঞ্জয়

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : কিশোর সংঘের ভূপেন দে, ছায়ারানি দে, সুখেন গুহ ও প্রবীর বসু ট্রফি অকশন ব্রিজে মঙ্গলবার জিতেছেন শ্যামল বাগচী-সঞ্জয় দে। একইসঙ্গে জয় পেয়েছেন বিপ্লব মজুমদার-বি পোদ্দার, স্বপন মজুমদার-সুনীল সাহা ও সুবোধ অধিকারী-বিরাজ দে।

তৃণমূলের পক্ষে আদিবাসী সংগঠন

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : রাজ্যের বেশ কয়েকটি লোকসভা আসনে আদিবাসী ভোট যে কোনও রাজনৈতিক প্রার্থীর হারজিতের ব্যবধান গড়তে যথেষ্ট। আদিবাসী সংগঠন 'রাজি পারহা সারনা প্রার্থনা সভা ভারতী' নিজেদের সমর্থন জানাল তৃণমূলকে। মঙ্গলবার সংগঠনের তরফে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলকে লোকসভা ভোটে সমর্থনের বিষয়টি জানানো হয়। আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসনে আদিবাসী ভোট তৃণমূলের পক্ষে পড়বে বলে সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস মুন্ডার কথায়, 'রাজ্য সরকার আদিবাসীদের জন্য অনেক কিছু করেছে। করমপুজোয় ছুটি ঘোষণা, জমির পাট্টা দেওয়ার মতো কাজ হয়েছে। সারনা কোড নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়েছেন। সেখানে বিজেপি সাংসদ আমাদের জন্য কিছুই করেননি।' গত লোকসভা নির্বাচনেও অবশ্য সংগঠনের তরফে তৃণমূলকে সমর্থন জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাতেও আলিপুরদুয়ার আসন থেকে তৃণমূল জয়লাভ করতে পারেনি। এবার কী হয়, সেটাই দেখার।

অসন্তুষ্ট বিচারপতি

কলকাতা, ২ এপ্রিল : বর্ধমানের এক আইনজীবীর মৃত্যুতে পুলিশের তথ্য ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বন্যজন্তুর আক্রমণে ওই তরুণ আইনজীবীর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বলে জানায় পুলিশ। এই তথ্যই মানতে নারাজ বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। স্বস্তিক সমাদ্দার নামে ওই আইনজীবীর দেহে কোনও আঁচড়ের দাগ পড়েনি। কিন্তু তাঁর মুখ বিকৃত হয়েছে। তাঁর মোবাইল, মানিব্যাগ, স্মার্টওয়াচ উধাও হয়ে গিয়েছে। তাই অবসরপ্রাপ্ত মেডিকেল বিশেষজ্ঞকে দিয়ে আবার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি। রাজ্য জানায়, মৃত আইনজীবীর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশেষজ্ঞের অভিমত নেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টেও হিংস্র পশুর আক্রমণের সপক্ষেই বলা হয়েছে।

পুকুরে ডুবে ৩ নাবালকের মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ২ এপ্রিল : মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ শহর সংলগ্ন ফুটানিগঞ্জের একটি ইটভাটার পুকুরে ডুবে তিন নাবালকের মৃত্যু হল। মৃতদের বয়স আট থেকে বারো বছরের মধ্যে বলে জানান গ্রামবাসীরা। ওই তিন নাবালক পাশের গ্রাম শিঙ্গিয়ার বাসিন্দা। হীরা ইটভাটার পাশে দুটি পুরোনো পুকুর রয়েছে। এদিন স্থানীয় জেলেরা একটি পুকুরে মাছ ধরছিলেন। আর পাশের পুকুরের মধ্যে জল ফেলার জন্যে নালা তৈরি করেন। এক পুকুর থেকে আরেক পুকুরে জল ফেলা হচ্ছিল। সেসময় ওই তিন নাবালক স্নান করতে নামে এবং তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করেন।

এই ঘটনায় মৃত গোলু সামসাদের (৮) দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে পুলিশ। কিন্তু অপর দুজনের অভিভাবকরা ময়নাতদন্তে রাজি হননি। মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান জানান, মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হবে।

নিশীথের হলফনামা ভুল, বাতিলের দাবি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ এপ্রিল : কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামা বাতিলের দাবি তুলে শুভঙ্কর দে নামে কোচবিহারের এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পালটা হলফনামা জমা করলেন। তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে পালটা হলফনামা জমা করেছেন। সেটি কমিশনের ওয়েবসাইটেও দেখা যাচ্ছে। শুভঙ্করের দাবি, নিশীথ তাঁর হলফনামায় নিজের সম্পত্তি ও আর্থিক সম্পদ নিয়ে ভুল তথ্য দিয়েছেন।

বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের বক্তব্য, 'যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি যদি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন তো করুন। তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া যে হলফনামা দিয়েছেন সেখানে তাঁর পারিবারিক অনেক সম্পত্তির কথা উল্লেখ নেই। আমরাও অভিযোগ করব।' এবিষয়ে জগদীশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'নিশীথের হলফনামা ও তার পালটা হলফনামার বিষয়টি নির্বাচন কমিশন তদন্ত করে দেখুক।' তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের বক্তব্য, 'মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বেশি দূর যাওয়া যায় না। মিথ্যেবাদীদের মুখোশ একসময় ঠিকই খুলবে।' একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া না দেওয়ায় জেলা শাসকের বক্তব্য মেলেনি।

> মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বেশি দূর যাওয়া যায় না। মিথ্যেবাদীদের মুখোশ একসময় ঠিকই খুলবে।
>
> **অভিজিৎ দে ভৌমিক**
> তৃণমূল নেতা

ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা জমা দিতে হয়। সেখানে প্রার্থী ও তাঁর পরিবারের সম্পত্তি, ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ, সোনার পরিমাণ, পুলিশে মামলা সংক্রান্ত তথ্য সহ আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছুর উল্লেখ রাখতে হয়। নিশীথও সেরকমই হলফনামা জমা করেছিলেন। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, নিশীথের হলফনামা জমার পর ২৭ মার্চ শুভঙ্কর পালটা হলফনামা জমা করেন। যেখানে নিশীথের হলফনামায় থাকা আর্থিক সম্পদ ও সম্পত্তির হিসেবে অসংগতি রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও তিনি জানিয়েছেন। অভিযোগকারী শুভঙ্কর কোচবিহার-২ ব্লকের বঞ্চুকামারির বাসিন্দা। তিনি এলাকায় তৃণমূল নেতা হিসেবেই পরিচিত। তবে এ বিষয়ে তাঁর কোনও বক্তব্য মেলেনি।

নিশীথ তাঁর হলফনামায় ভুল তথ্য দিয়েছেন কি না তা তদন্তসাপেক্ষ। তবে নির্বাচন কমিশনে নিশীথের হলফনামার পালটা হলফনামা জমা পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই জেলার রাজনীতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। লোকসভা ভোটের জন্য ইতিমধ্যেই জেলায় হেভিওয়েট নেতাদের প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে আসবেন। প্রচার যখন তুঙ্গে তখন হলফনামার ইস্যুতে রাজনৈতিক উত্তাপের পারদ আরও চড়ছে।

মা-সন্তানের প্রাণরক্ষা

কিশনগঞ্জ, ২ এপ্রিল : কিশনগঞ্জ স্টেশনে আরপিএফের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন এক প্রসূতি ও সদ্যোজাত। মঙ্গলবার দুপুরে লালগড়-তিনসুকিয়াগামী অবধ অসম এক্সপ্রেস বারসই স্টেশন অতিক্রম করার সময় যাত্রী রুকসানা বেগম চলন্ত ট্রেনে এক 'প্রিম্যাচিওর' শিশুর জন্ম দেন। গর্ভের আট মাসেই তার জন্ম হয়। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে প্রসূতি ও শিশুর অবস্থার অবনতি ঘটে।

ইতিমধ্যে ট্রেন বারসই স্টেশন ছেড়ে অনেকটাই এগিয়ে যায়। এসময় রুকসানার স্বামী সাব্বির আলম সহ অন্য সহযাত্রীরা গার্ডের সাহায্য চান। ওই ট্রেনের গার্ড কিশনগঞ্জ স্টেশনে বার্তা পাঠান। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনটি কিশনগঞ্জ স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকামাত্রই ইনস্পেকটর এইচকে শর্মার নেতৃত্বে আরপিএফ কর্মীরা মা ও শিশুকে একটি ই-রিকশায় চাপিয়ে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকদের কিছুক্ষণের চেষ্টায় উভয়েই প্রাথমিক বিপদ কাটিয়ে ওঠে। তবে প্রিম্যাচিওর নবজাতকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'পিকু'তে রাখা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা মা ও নবজাতককে স্থানীয় এক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

সূত্রের খবর, ওই দম্পতি উত্তরপ্রদেশের হাপুড়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। ইদের জন্যে বাড়ি ফিরছিলেন।

গরম উপেক্ষা করে প্রচারে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। -পিটিআই

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির কাঁচা পাতা কেনা বন্ধের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন

উত্তরে সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ এপ্রিল : নিষিদ্ধ রাসায়নিক নিয়ে টি বোর্ডের কড়াকড়ির জন্য বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির কাঁচা পাতা কেনা বন্ধের সিদ্ধান্তের জন্য উত্তরবঙ্গের প্রোজেক্ট চা বাগান এবং ক্ষুদ্র চা বাগানগুলির আটটি সংগঠন বাগান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হওয়ার কথা ঘোষণা করল।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে এবিষয়ে আইটিপিএ ভবনে প্রোজেক্ট চা বাগানের মালিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে। সেখান থেকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা রাজ্যের মুখ্যসচিব, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কোচবিহারের জেলা শাসকদের পাশাপাশি পুলিশ সুপারদের জরুরি বার্তা পাঠিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন।

এদিনের সভাতে তৃণমূলের মোশারফ হোসেন, হারাধন দাস, সিটু'র বাদল গুহ, অমূল্য রায়, আইএনটিইউসি'র দেবব্রত নাগ, কিরণ রায়, বিসিএমএসের দীপক রায় এবং মুকুল রায় উপস্থিত ছিলেন। মোশারফের কথায়, 'এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে উত্তরবঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।'

বৈঠক শেষে আইটিপিএ'র প্রোজেক্ট চা বাগানের মালিকপক্ষের তরফে জয়ন্ত বণিক এবং পার্থপ্রতিম পাল বলেন, 'প্রতিকূল আবহাওয়ার পর মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় চা গাছগুলিতে কাঁচা চা পাতা এসেছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছি। ফার্স্ট ফ্লাশের কাঁচা চা পাতা বিক্রি করার সময়ে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি কাঁচা চা পাতা কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। কাঁচা চা পাতা বিক্রি না হলে কীভাবে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির টাকা দেব। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা না করা হলে বাগান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।'

এপ্রসঙ্গে নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'খুবই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে চা বাগান শ্রমিকদের সংসার কীভাবে চলবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকারের উচিত ক্ষুদ্র বাগান, বাগানের শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।'

এদিকে বুধবার শিলিগুড়িতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, নর্থ বেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, আইটিপিএ নিউ টি গার্ডেন অ্যান্ড সেল্ফ হেল্প গ্রুপ ফোরাম, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা চাষি সমিতি, উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র চা চাষি ওয়েলফেয়ার সমিতি এবং চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স সোসাইটি বৈঠক করে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এদিকে এই আটটি ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির তরফে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানান, সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হলে বুধবার থেকে তাঁরা বাগান বন্ধ করার কথা ঘোষণা করবেন।

খেলায় আজ

২০১৬: ইডেন গার্ডেন্সে ফাইনালের শেষ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৯ রান। বেন স্টোকসের ওভারের প্রথম চার বলে চার ছক্কায় কার্লোস ব্রেথওয়েট টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন করেন ক্যারিবিয়ানদের।

সেরা অফবিট খবর

বনসাই গাছ

গত বছর থেকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির অনুশীলন মাঠের ফিজিও রুমে রয়েছে একটি বনসাই গাছ। সেখানে গাছটি এনেছিলেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। গাছটির আরও অনেকেই পরিচর্যা করলেও মূল দায়িত্বে হাল্যান্ড। ক্রমশ গাছটি হয়ে উঠেছে সিটির একতার প্রতীক। যা নিয়ে সিটিজেন্স ডিফেন্ডার জন স্টোনস বলেছেন, 'সকলেই গাছটির পরিচর্যা করে। ফিজিও রুমে এসে গাছে জল না দিয়ে চলে গেলে আপনারই খারাপ লাগবে।'

ভাইরাল

সুপারহিরো ঈশান

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে নিয়ম ভাঙলে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। ঈশান কিষান ও কুমার কার্তিকেয় সিংকেও পেতে হল। ফ্যান্সাইজির লোগো লাগানো সুপারহিরোর পোশাকে তাদের বিমানে দেখা গেল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ভিডিও দেখে সমর্থকরা ঠাট্টা করা শুরু করে দিয়েছেন।

সংখ্যায় চমক

১৫৬.৭

রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ইনিংসের ৭.১ ওভারে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মায়াঙ্ক যাদব বল করেন ১৫৬.৭ কিলোমিটার গতিবেগে। যা চলতি আইপিএলের দ্রুততম বল। ভেঙে দেন অভিষেক ম্যাচে নিজের করা ১৫৫.৮ কিলোমিটারের রেকর্ড।

ইনস্টা সেরা

বাগানে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের মালি রোহিত শর্মার সঙ্গে। ইনস্টাগ্রামে এই ছবি পোস্ট করে রোহিতকে ট্রোল করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

সেরা উক্তি

ও আমাকে কয়েক বছর আগে মুম্বই শিবিরে যোগ দেওয়া সূর্যকুমারের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। রিয়ান অসম্ভব প্রতিভাবান। বাইশেই অত্যন্ত পরিণত।

-শেন বন্ড

(রিয়ান পরাগ সম্পর্কে)

স্পোর্টস কুইজ

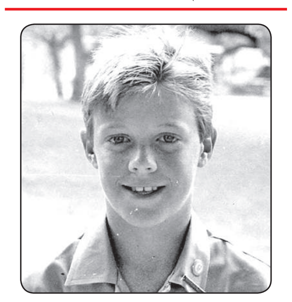

১. বলুন তো ইনি কে?

২. এস, অ্যালবার্টস, ঈগল, পার-শব্দগুলি কোন খেলার সঙ্গে জড়িত?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৮৬৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. পাওলো মালদিনি, ২. অস্ট্রেলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতারা

দীপায়ন নন্দী, অর্চিষ্মান চক্রবর্তী, সমীর পাল, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, তথাগত দে, বন্দনা পাল।

বন্দরনগরীতে আজ সৌরভ বনাম শাহরুখ

ভাইজাগ, ২ এপ্রিল : জয় দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু। চলতি দাক্ষিণাত্য সফরের শুরুটাও সাফল্যের রঙে রঙিন। রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে গত ম্যাচ দাপটে জয়। আগামীকাল জোড়া জয়ের অক্সিজেন নিয়ে বন্দরনগরী ভাইজাগে লিগের তৃতীয় ম্যাচে নামছে কিং খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রতিপক্ষ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি ক্যাপিটালস।

জোড়া হারের ধাক্কা কাটিয়ে চেন্নাই সুপার কিংস-বধে জয়ের সরণিতে ঋষভ পন্থের দিল্লি। ক্রিকেট-প্রত্যাবর্তনের পর প্রথমবার ব্যাট হাতে ঋষভ ঝলক। ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে ভালো শুরু দিয়েছেন পৃথ্বী শ-ও। বলার কথা, নাইটদের বিরুদ্ধে দুইজনেরই রেকর্ড বেশ ভালো। মিচেল মার্শ, ট্রিস্টান স্টাবসরাও স্বস্তি দিচ্ছেন হেড কোচ রিকি পন্টিং, টিম ডিরেক্টর সৌরভকে। প্রাক্তন নাইট কুলদীপ যাদব শেষ কয়েক ম্যাচ কেকেআরের কাঁটা। কুলদীপকে আটকাতে নাইটদের কী পরিকল্পনা থাকে, সেটাই দেখার।

সুনীল নারায়ণকে নিয়ে ফের ফাটকার হাতছানি। আরসিবি ম্যাচে ওপেনিংয়ে নারায়ণের ঝোড়ো ব্যাটিং মঞ্চ গড়েছিল। দিল্লির বিরুদ্ধে যে স্ট্যাটেজি হাতছাড়া নারাজ কেকেআর। গৌতম গম্ভীরদের সবথেকে বড় ভরসা ব্যাটে-বলে আন্দ্রে রাসেল শো।

ভাইজাগের এসিএ-ভিডিসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাউন্ডারি রাসেলের কাছে ছোট পড়লে কিছু বলার থাকবে না। সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত, কার্যকর বোলিং। কেকেআর ব্রিগেডে গলার কাঁটা অবশ্য ২৪.৭৫ কোটির মিচেল স্টার্ক। দুই ম্যাচে একশোর বেশি

ফের রাসেল শোয়ের অপেক্ষা

রান বিলিয়ে এখনও উইকেটহীন। পাশে ২০ লক্ষের হর্ষিত রানা দৌড়োচ্ছেন। দুই ম্যাচে ইতিমধ্যেই ঝোলায় ৫ উইকেট। আগামীকাল ওয়ার্নার-মার্শদের থামাতে হর্ষিত অস্ত্র। কিন্তু স্টার্ক? উত্তরের খোঁজে গম্ভীররা।

বরুণ চক্রবর্তীর ব্যর্থতাও কপালে ভাঁজ ফেলছে। বল হাতে যা আড়াল করার দায়িত্ব থাকবে নারায়ণের ওপর। একইভাবে রানে ফেরা নাইট শিবিরের দুই আইয়ার-শ্রেয়স, ভেঙ্কটেশ মুখিয়ে থাকবেন সাফল্য বজায় রাখতে। খলিল আহমেদ, মুকেশ কুমার, কুলদীপ, আনরিচ নর্তজেরা কাঁটা বিছিয়ে দিতে প্রস্তুত। প্রথম ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন নীতীশ রানা। যার ফলে আরও কয়েকটি ম্যাচে কেকেআর শিবির তাঁকে পাবে না। আপাতত তিনি নয়াদিল্লির বাড়িতে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

ব্যাট-বলের যে টক্করের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর দুই শিবিরের মগজাস্ত্রের টক্কর। শাহরুখ খান অবশ্য দলের সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন গম্ভীরকে। শ্রেয়স, রাসেলদের মুখেও গৌতির কথা। অধিনায়ক শ্রেয়স যেমন বলেও দিয়েছেন, মাথার ওপর ছাতার মতো রয়েছেন গৌতিভাই। পরিকল্পনা রূপায়ণ থেকে টিম কম্বিনেশন প্রতিটি পদক্ষেপেও যাঁর মস্তিষ্ক।

দিল্লি শিবিরে যেখানে জোড়া ফলা পন্টিং-সৌরভ। শুরুটা ভালো না হলেও চেন্নাইয়ের মতো দলকে গত ম্যাচে হারানো রসদ জোগাবে। অতীত পরিসংখ্যানে স্কোরলাইন নাইটদের (১৬-১৫) পক্ষে। কিন্তু শেষ তিন সাক্ষাৎকারেই দিল্লি হারিয়েছে নাইটদের। আগামীকাল 'হোম ম্যাচে' গত তিনের সাফল্য কি ধরে রাখতে পারবেন ঋষভরা? নাকি জয়ের হ্যাটট্রিক সারবে খান ব্রিগেড।

খোশগল্পে মেতে দুই শিবিরের দুই সেনাপতি শ্রেয়স আইয়ার ও ঋষভ পন্থ। ভাইজাগে মঙ্গলবার।

দ্বৈরথ

■ **রাসেল-কুলদীপ :** ম্যাচের চাবিকাঠি লুকিয়ে এই টক্করে। দ্রে রাসের লক্ষ্য থাকবে কুলদীপের বোলিং লাইন-লেংথ ঘেঁটে দেওয়ার। কুলদীপ চাইবেন রাসেলকে চুপ করিয়ে রাশ নিজের হাতে রাখতে।

■ **ওয়ার্নার-স্টার্ক :** নাইটদের বিরুদ্ধে ওয়ার্নারের ব্যাট বরাবরই চওড়া। ব্যর্থতা ভুলে স্টার্ক কি পারবেন দীর্ঘদিনের অজি-সতীর্থকে আটকাতে।

■ **সল্ট-নর্তজে :** বিশ্বের দুই নম্বর টি২০ ব্যাটার সল্টকে থামাতে নর্তজের গতি অস্ত্র ঋষভের।

মুখোমুখি (ম্যাচ ৩২)

কলকাতা ১৬ । দিল্লি ১৫ । নো রেজাল্ট ১

দ্বিপাক্ষিক ম্যাচে

■ দিল্লি-নাইট ম্যাচে সবাধিক রান গৌতম গম্ভীরের ৫৬৮। শ্রেয়স আইয়ার ও ডেভিড ওয়ার্নার যথাক্রমে ৫৫২, ৪৫৬ রান করেছেন।

■ সবাধিক উইকেট উমেশ যাদবের (২৩)। সুনীল নারায়ণ ও কুলদীপ যাদবের যথাক্রমে ২২ ও ১৫ উইকেট।

স্টার্কের স্কিলে আস্থার কথা শোনালেন ভরত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিল : দুই ম্যাচে দিয়েছেন একশোর উপর রান। ৮ ওভার বল করে একটিও উইকেট পাননি।

ইডেন গার্ডেন্সে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও চিন্নাস্বামীতে রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে জোড়া জয় পেয়ে আগামীকাল ভাইজাগে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে সাফল্যের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে নামতে চলেছে কেকেআর। কিন্তু তার আগে দলের ২৪.৭৫ কোটির জোরে বোলার মিচেল স্টার্কের পারফরমেন্স নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। স্টার্কের কী সমস্যা হচ্ছে? প্রবল গরমের মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বাইশ গজে স্টার্কের কি মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছে?

ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে আলোচনার শেষ নেই। আজ বিকেলে ভাইজাগের এসিএভিডিসিএ স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে অজি পেসারের স্কিলে আস্থা রাখার কথা শুনিয়েছেন দলের বোলিং কোচ ভরত অরুণ। তাঁর কথায়, 'স্টার্ক বিশ্বের অন্যতম সেরা ও অভিজ্ঞ বোলার। হতে পারে প্রথম দুই ম্যাচে ভালো বল করতে পারেনি ও। কিন্তু আমার বিশ্বাস, দ্রুত সেরা ফর্মে ফিরবে ও।' কেন এমন মনে হয়েছে নাইটদের বোলিং কোচের, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। ভরতের কথায়, 'স্টার্কের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। নেটে খুব ভালো ফর্মে রয়েছে ও। কিন্তু

মিচেল স্টার্ক বিশ্বের অন্যতম সেরা ও অভিজ্ঞ বোলার। হতে পারে এবার প্রথম দুই ম্যাচে ভালো বল করতে পারেনি ও। কিন্তু আমার বিশ্বাস, দ্রুত সেরা ফর্মে ফিরবে ও। স্টার্কের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। নেটে খুব ভালো ফর্মে রয়েছে ও। কিন্তু এখনও সেরা ফর্মে দেখা যায়নি।

ভরত অরুণ

ম্যাচে হয়তো এখনও সেরা ফর্মের স্টার্ককে দেখা যায়নি। আমার মনে হয়, স্টার্কের সেরা ফর্ম সবাই খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবেন।'

হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে পিচ কিন্তু দুটো দলের জন্যই সমান থাকবে। যেখানেই ম্যাচ হোক না কেন।' জোড়া জয়ের পর নাইটদের নিয়ে প্রত্যাশা ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত বোলিং কোচ ভরত বলছেন, 'আমরা এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই। দলের সবাই দারুণ ছন্দে রয়েছে। একটা করে ম্যাচ ধরে

আইপিএলে আজ

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স

স্থান : ভাইজাগ

খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

ইডেন ও চিন্নাস্বামীর তুলনায় ভাইজাগের বাইশ গজ কিছুটা মন্থর। তাই আগামীকাল কি নাইটদের কম্বিনেশনে কোনও বদল হবে? স্পষ্টভাবে এমন প্রশ্নের জবাব দেননি মেন্টর গৌতম গম্ভীরের সহকারী। ভরত বলেছেন, 'আমাদের দেশের সব প্রান্তের বাইশ গজ সমান নয়। তাই পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই হবে সবাইকে। আর আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' এদিকে, ভাইজাগের এসিএভিডিসিএ স্টেডিয়ামে সন্ধ্যার অনুশীলনে মূল আকর্ষণ ছিলেন ঋষভ পন্থ। অনুশীলনের মাঝেই তিনি কেকেআরের মেন্টর গম্ভীর ও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে দীর্ঘসময় আড্ডা দিয়েছেন। এমনকি কেকেআর অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গেও জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

অনুশীলনের ফাঁকে ফিল সল্টের সঙ্গে পরামর্শে সুনীল নারায়ণ। মঙ্গলবার।

ইডেনে নাইটদের রাজস্থান ম্যাচ ১৬ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিল : আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত সত্যি হল। আজই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়েছিল, ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়ালসের ম্যাচের দিন বদলাতে চলেছে। কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তাজনিত আপত্তির কারণে সেই দিন বদল হল আজ। ১৭ এপ্রিলের পরিবর্তে ইডেনে কেকেআর বনাম রাজস্থানের ম্যাচ হবে ১৬ এপ্রিল। শুধু কেকেআর বনাম রাজস্থানই নয়, চলতি সপ্তদশ আইপিএলে আরও একটি ম্যাচের দিন বদল হয়েছে। আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল ১৬ এপ্রিল। কেন্দ্রে যাওয়া সূচিতে সেই ম্যাচ দেওয়া হয়েছে ১৭ এপ্রিল। বিকেলের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে ই-মেল করে এই তথ্য জানানো হয়েছে আজ। বোর্ডের সিদ্ধান্তে খুশি সিএবি-ও।

জুনে শুরু বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ

সৌরভ-ঝুলনদের ভূমিকা নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিল : দিন চূড়ান্ত হয়নি। আট দলের নামও চূড়ান্ত হয়নি। অথচ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেল আজ!

জুন মাসে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ হতে চলেছে, এখবর নতুন নয়। আট দলের প্রতিযোগিতা হবে, এটাও আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। ইডেন গার্ডেন্স ও সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে হবে খেলা, এই তথ্যও সবার জানা। বাংলায় এই

সব দলে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটার রাখতেই হবে। বাংলার ক্রিকেটের আগামীর স্বার্থেই এই প্রতিযোগিতা। আইপিএল ফাইনাল ২৬ মে। ফাইনালের ১৫ দিন পরে শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা।

স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথমবার পুরুষদের আট দলের পাশাপাশি মহিলাদেরও আট দলের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক প্রতিযোগিতা হতে চলেছে, এই খবরও পুরোনো। নতুন তথ্য হল, কোনও আইকন প্লেয়ার রাখা হচ্ছে না। বদলে থাকছে মার্কি ক্রিকেটার। কিন্তু কারা হতে পারেন মার্কি ক্রিকেটার? জবাব নেই। বাংলার দুই কিংবদন্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঝুলন গোস্বামীর ভূমিকা কী হতে পারে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে? সেই প্রশ্নেরও জবাব মেলেনি।

আজ সন্ধ্যায় সিএবিতে সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের সরকারি ঘোষণা করতে গিয়ে যতটা জোর দিয়ে বলে দিলেন, 'সব দলে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটার রাখতেই হবে। বাংলার ক্রিকেটের আগামীর স্বার্থেই এই প্রতিযোগিতা।' বাকি প্রশ্নের জবাবে বারবার অস্বস্তিতে পড়তে হল তাঁকে। আইপিএল মডেলে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক প্রতিযোগিতা দেশের বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আগেই শুরু করেছে। এবার সেই পথে হাঁটল সিএবিও।

যদিও বহু প্রশ্নের জবাব মিলল না সাংবাদিক সম্মেলনে। কবে প্রতিযোগিতা শুরু হবে, এমন সাধারণ প্রশ্নের জবাবে সিএবি সভাপতি বলেছেন, 'আইপিএল ফাইনাল ২৬ মে। ফাইনালের ১৫ দিন পরে শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা।' কিন্তু দিনটা কবে? আর ফ্র্যাঞ্চাইজি বা কারা? কী নাম দলগুলির? কোনও প্রশ্নেরই জবাব মেলেনি। সিএবির অন্দরমহল থেকে বলা হচ্ছে, সাংবাদিক সম্মেলন করতে গিয়ে একটু বেশিই তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন বাংলার ক্রিকেটের শীর্ষ কর্তারা। তাছাড়া জুন মাসে বর্ষার বৃষ্টির সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া সপ্তদশ আইপিএল শেষের পর জুন মাসে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপও। ফলে কতজন প্রথম বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ নিয়ে আগ্রহ দেখাবেন, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

সর্বভারতীয় ক্রিকেটে চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রায় দুই মাস পরও যে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা রিভিউ মিটিং করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে এমনই অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড প্রত্যাশিত।

আমার উইকেট টার্নিং পয়েন্ট, বলছেন হার্দিক

মুম্বই, ২ এপ্রিল : মাস দেড়েক আগে কাঁটার মুকুট মাথায় নিয়েছিলেন। এখন চলতি আইপিএলে সেই কাঁটায় রক্তাক্ত হচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। সোমবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেও যার ব্যতিক্রম হল না।

টসের সময় থেকে হার্দিককে বিদ্রূপ করা শুরু করেছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সমর্থকরা। কয়েন যুদ্ধে রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে মাঠে হার্দিক। অথচ গোটা স্টেডিয়াম 'রোহিত', 'রোহিত' ব্যাট হাতে সব ব্যঙ্গের জবাব দেওয়ার চেষ্টা অবশ্য করেছিলেন মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক। কিন্তু পারেননি। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৬ উইকেটে হেরেছে মুম্বই। হার্দিক যদিও আদর্শ অধিনায়কের মতো হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন। হার্দিকের কথায়, 'শুরুতে গোটা চারেক উইকেট চলে গিয়েছিল ঠিকই। তারপরও আমরা ১৬০ রান তোলার মতো জায়গায় ছিলাম। কিন্তু আমার উইকেটই টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় আমি আউট হয়ে যাওয়ায় রাজস্থান আরও বেশি করে

হারের যন্ত্রণা নিয়েই রাজস্থান রয়্যালসের রিয়ান পরাগের সঙ্গে আড্ডায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। সোমবার মুম্বইয়ে।

দর্শকদের থামাতে আসরে রোহিত

চিৎকারে ব্যস্ত। মুম্বইয়ের ফিল্ডিংয়ের সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

বাউন্ডারি লাইনে দাঁড়ানো রোহিত শর্মাও বেশ কয়েকবার দর্শকদের চুপ করার আবেদন জানান। সামাজিক মাধ্যমে যে ভিডিও আপলোড ভাইরাল। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের গ্যালারিতে বিশাল সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। ম্যাচ শেষে মুম্বইয়ের ক্রিকেটাররা মাঠ থেকে নেমে ডাগআউটে হার্দিককে একা বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। নেটিজেনদের কথায়, এগুলো তো ট্রেলার। 'পিকচার অভি বাকি হ্যায়।' গুঞ্জিতকে হার্দিককেও অবশ্য বলছেন, 'এতটা বিদ্রূপ এই মানুষটার প্রাপ্য নয়।'

ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলে। ব্যাট হাতে আমার ইনিংস লম্বা করার প্রয়োজন ছিল।'

হারের হ্যাটট্রিকে লিগ টেবিলের ১০ নম্বরে রয়েছে মুম্বই। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই যদিও বরাবরের 'স্লো স্টার্টার।' হার্দিকও ফলাফল নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন। তারকা অলরাউন্ডারের কথায়, 'রেজাল্ট কখনও আপনার পক্ষে যাবে, কখনও বিপক্ষে। এসব আমাকে বিশেষ ভাবায় না। আমাদের আরও বেশি সাহসী হতে হবে।' হারের ধাক্কায় হতাশ হলেও আগামীর বার্তা লড়াই করতে জানি। আমরা এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখি।'

প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান মনে করছেন, অধিনায়ক হিসেবে হার্দিক এখনও সতীর্থদের থেকে সম্মান আদায় করে নিতে পারেননি। ইরফানের কথায়, 'আপনি সবসময়ই চাইবেন যে, কঠিন কাজটা আপনার লিডার করবে। যদি তিনি সেটা না করেন, তাহলে দলের সম্মান আদায় করতে পারবেন না।' হার্দিককে ক্ষুব্ধ ইরফান যেন থামতেই চাইছিলেন না। অন্য একটি টুইটে লেখেন, 'যাঁরা খেলাটা বোঝেন, তাঁরা জানেন কোনও ব্যাটার সেট হয়ে গেলে দলকে টানার দায়িত্ব তাঁর থাকে।' হার্দিক-রোহিত বিতর্কে অন্য একটি বিষয় তুলে ধরেছেন আরেক প্রাক্তনী নভজ্যোৎ সিং সিধু। বলেছেন, 'গত বছরই যদি বিসিসিআই রোহিতকে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের অধিনায়ক ঘোষণা করে দিত, তাহলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যানেজমেন্টও ওকে নেতৃত্ব থেকে সরাতে পারত না। ভারতের অধিনায়ক কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির নেতৃত্বে নেই, এটা কেউ মানতে পারে না। মুম্বইয়ের সমর্থকরা ভাবছে, রোহিত কী দোষ করেছে? রোহিতের কিছু করার নেই। হার্দিক যদি এই তিন ম্যাচ জিতত যেত তাহলে এত কথাই হত না।'

সূর্যকুমারের সঙ্গে তুলনা

বল দেখো আর মারো, সাফল্যের মন্ত্র রিয়ানের

মুম্বই, ২ এপ্রিল : প্রতিভা নিয়ে সন্দেহ ছিল না কারও।

সমস্যা হল, প্রতিভার সঠিক প্রতিফলনের অভাব। চলতি মরশুমে সেই অভিযোগকে ব্রহ্মপুত্রে ছুড়ে ফেলে ছুটছেন অসমের তরুণ তুর্কি রিয়ান পরাগ। ঘরোয়া ক্রিকেটে অসমের জার্সিতে অসাধারণ সব ইনিংস খেলেছেন। চমক জারি আইপিএলের মেগা মঞ্চে রাজস্থান রয়্যালসের হয়েও।

'বল দ্যাখো আর মারো'-যে সাফল্যের বীজমন্ত্র রিয়ানের। যার কাঁধে চেপে গত দুই ম্যাচে বৈতরণি পার গোলাপি ব্রিগেডের। গত মরশুমে সেভাবে সাফল্য পাননি। বাড়তি কিছু করতে যাওয়ার চেষ্টায় বেকায়দায় পড়ে যায় রাজস্থান। যশস্বী জয়সওয়াল, জোশ বাটলার, সঞ্জু স্যামসন দ্রুত ফেরার আতঙ্ক কাটিয়ে দেয় রিয়ানের ৩৯ বলে অপরাজিত ৫৪।

মাঠে বসে যা উপভোগ করেন রিয়ানের মা। ম্যাচ শেষে মায়ের আদরে ধরাও পড়েন। নিজের ইনিংস নিয়ে রিয়ান বলেছেন, 'আগেও বলেছি, ঘরোয়া ক্রিকেটে একরম পরিস্থিতিতে ব্যাটিং করেছি। জোশভাই (বাটলার), অ্যাশভাই (অশ্বিন) পরপর ফেরার পর নিজেকে বলি, 'ঠিক আছে। গত ছয় মাস ঘরোয়া ক্রিকেটে যা করেছি, সেটাই করি। একেবারে সোজাসাপটা ক্যালকুলেশন।'

আরও সমস্যা বেড়েছে। এবার সোজাসাপটা ব্যাটিং-থিয়োরি- বল দ্যাখো এবং মারো। ট্রেন্ট বোল্টের অসাধারণ প্রথম স্পেল কার্যত ম্যাচের ভাগ্য তৈরি করে দেয়। ম্যাচের সেরাও কিউয়ি স্পিডস্টার। তবে মুম্বইয়ের ১২৬ রান তাড়া করতে নেমে একসময়

৩ ম্যাচে ১৮১ রান। পুরস্কারস্বরূপ মাথায় অরেঞ্জ টুপি। সহজে যা আসেনি। রিয়ানের কথায়, গত তিন-চার বছরে প্রত্যাশিত সাফল্য আসছিল না। ভুল কোথায় হচ্ছে, তা নিয়ে প্রচুর ভেবেছেন। বুঝে যান, আরও খাটতে হবে। দরকার ম্যাচটিসে সময় বাড়ানোর। ২০২৩-এ সেটাই করেছেন। ফল এবার হাতেনাতে।

সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গেও তুলনা চলছে বছর বাইশের রিয়ানের। রাজস্থানের বোলিং কোচ শেন বন্ড বলেছেন, 'ও আমাকে কয়েক বছর আগে মুম্বই শিবিরে যোগ দেওয়া সূর্যকুমারের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। রিয়ান অসম্ভব প্রতিভাবান। বাইশেই অত্যন্ত পরিণত।' ম্যাচের নায়ক ট্রেন্ট বোল্টকে (২২/৩) নিয়েও প্রশংসা জারি। শেন ওয়াটসন, স্টুয়ার্ট ব্রডরা মুগ্ধ পাওয়ার প্লে-তে বোল্টের ধারাবাহিক সাফল্যে।

ওয়াটসন বলেছেন, 'নতুন বলে প্রথম ওভারে পরিকল্পনার বাস্তবায়নে খুব কমই ভুলচুক করে। ইনকামিং ডেলিভারি ওর অস্ত্র। অস্ত্রটাকে দারুণভাবে ব্যবহার করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও তরুণ হয়ে উঠছে। প্রথম বল থেকেই একদম টার্গেটে, যা রাজস্থান রয়্যালসের সম্পদ।'

ব্রডের মতে, প্রথম ওভারে বোল্ট মানে, উইকেটের আশা। কিংবদন্তি ইংরেজ পেসার বলেন, 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস বোলিং। প্রথম ওভারে বোল্ট উইকেট নেবে, সবসময় যে প্রত্যাশা থাকে আমাদের। খারাপ শট নয়, রোহিতরা ফিরেছেন বোল্টের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে।'

ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য শুধু টিকে থাকা

কোচি পৌঁছে গেলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত। যদিও কার্ড সমস্যার জন্য বুধবার কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে তিনি ডাগআউটে নেই।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ এপ্রিল : ডাগআউটে কোচের না থাকা যে কত বড় ফ্যাক্টর হতে পারে সেটা দুইদিন আগেই দেখা গিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচে। ফলে কোচির মতো স্টেডিয়ামে যেখানে বিশাল সংখ্যায় দর্শক-সমর্থন নিয়ে মাঠে নামে কেরালা ব্লাস্টার্স, সেখানে ইস্টবেঙ্গলেরও সমস্যা হতেই পারে বলে অনেকেরই ধারণা।

চেন্নাইয়ান জিতে যাওয়ায় আরও চাপে ইস্টবেঙ্গল। তার উপর দুটি হলুদ কার্ড থাকায় ডাগআউটে নেই কার্লোস কোয়াদ্রাত নিজেই। ফলে এই ম্যাচে কোচের দায়িত্বে থাকবেন বিনো জর্জ। তাঁর একটাই সুবিধা যে তিনি নিজেও কেরলের মানুষ। তাই বিপক্ষের ওই বিশাল জনসমাবেশকে তিনি ভয় পাচ্ছেন না, বরং উপভোগ করবেন বলেই জানান, 'এত সমর্থকদের সামনে খেলতে পারাই ফুটবলে সবথেকে বড় বিষয়। আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানই একমাত্র এত সমর্থকদের সামনে খেলে। ফলে আমাদের অভ্যাস আছে।' তাঁর দলে এখনও সমস্যার নাম সাউল ক্রেসপো। তিনি পুরোপুরি ফিট কি না তা নিয়ে ধন্দ আছে দলের মধ্যেই বা বলা ভালো, পরিষ্কার করে না জানিয়ে প্রতিপক্ষের উপর চাপ রেখে দেওয়া হচ্ছে। এবার আরএফডিএল লিগে ভালো খেলায় সিনিয়ার দলের হয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন মহিতোষ রায় ও শ্যামল বেসরা। এই দুইজনকেই খেলাবেন কি না সেই বিষয়ে বিনোর মন্তব্য, 'শুধু শ্যামল বা মহিতোষই নয়, আমন সিকে, জেসিন টিকে, পিভি বিষ্ণুরাও সিনিয়ার দলে এসেছে বলে আমি খুশি। কেরালা ব্লাস্টার্সেও কিন্তু এরকম অনেক তরুণ উঠে এসেছে। এই ফুটবলাররা যে আইএসএলে ভালো ভালো দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাচ্ছে এটা খুব ভালো বিষয়।' এই ম্যাচ জিততে পারলে তাহলে সাত নম্বরে তাদের পক্ষে উঠে আসা সম্ভব। ঠিক তেমনভাবেই একটা ড্র বা হার কিন্তু তাঁদের ঠেলে দেবে একেবারেই প্রথম ছয়ের বাইরে।

কেরালা ব্লাস্টার্সের সমস্যা হল, ইমানুয়েল জাস্টিন এই ম্যাচে কেন আগামী দুই সপ্তাহের জন্য ম্যাচের বাইরে। একইসঙ্গে প্রথম ছয়ে উঠে আসায় খানিকটা স্বস্তিতে। কোচ ইভান ভুকোমানোভিচ বলেছেন, 'আমাদের অন্তত পাঁচ-ছয়জন ফুটবলারকে পরিবর্তন করে খেলাতে হবে। কারণ এই ম্যাচটা খেলার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমাদের গুয়াহাটিতে উড়ে যেতে হবে। ফলে একজন কোচ হিসাবে তরতাজা ছেলেই আমাকে নামাতে হবে। যাতে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে সেরা দলটা নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে পারবে।' তিনি এদিনও পরিষ্কার করে দেন, এই ম্যাচেও তাঁর দলের লক্ষ্য তিন পয়েন্টই।

আইএসএলে আজ

কেরালা ব্লাস্টার্স বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কোচি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

ক্যামেরন গ্রিনকে আউট করে শূন্যে লাফ মায়াঙ্ক যাদবের। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে।

কুইন্টনের তাণ্ডবের পর বেঙ্গালুরুতে মায়াঙ্ক শো

লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৮১/৫
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৫৩

বেঙ্গালুরু, ২ এপ্রিল : পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকেই মঙ্গলবার শুরু মায়াঙ্ক যাদবের। ১৮২ রানের টার্গেট নিয়ে নামা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে এক্সপ্রেস গতিতে চোখে সর্ষে ফুল দেখিয়ে দিলেন দিল্লির বছর একুশের পেসার। অভিষেক ম্যাচে ১৫৫.৮ কিলোমিটার গতিতে বল করা মায়াঙ্ক এদিন স্পিডোমিটারের কাঁটা তুললেন ১৫৬.৭-এ। এদিন তাঁর ঝুলিতে ১৪ রানে ৩ উইকেট। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (০), ক্যামেরন গ্রিনের (৯) পর রজত পাতিদার (২৯) তাঁর শিকার। তাঁর গতিতে বেলাইন হয়ে গিয়ে বেঙ্গালুরু ১৯.৪ ওভারে ১৫৩ রানে অল আউট হয়। বিরাট কোহলিকে ২২ রানে ফিরিয়ে আরসিবি শিবিরে প্রথম ধাক্কা অবশ্য দেন মণিমরন সিদ্ধার্থ (২১/১)।

শুরুটা করেছিলেন কুইন্টন ডি কক। শেষবেলায় নিকোলাস পুরানের তাণ্ডবে ১৮১/৫ স্কোরে পৌঁছে যায় লখনউ সুপার জায়েন্টস। গত ম্যাচে অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে ইমপ্যাক্ট করেছিল লখনউ শিবির। গত দুইদিন ধরে রাহুলের ফিটনেসই লখনউ শিবিরের চিন্তার বিষয় ছিল। মঙ্গলবার কয়েন যুদ্ধে ফাফ ডুপ্লেসির পাশে লোকেশকে দেখে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও লখনউয়ের সমর্থকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে জোড়া ছয়ে ২০-তে পৌঁছেও গিয়েছিলেন লোকেশ। কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের (২৩/২) বলে মায়াঙ্ক ডাগারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। এসবের প্রভাব একেবারেই ডি ককের (৫৬ বলে ৮১) ব্যাটিংয়ে পড়েনি। পাটা পিচে মাঠের সর্বত্র বল ফেললেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। মহম্মদ সিরাজ (৪৭/১), রিসি টপলেদের (৩৯/১) দিশাহীন বোলিং কুইন্টনের কাজ সহজ করে দেয়। তিনি সবচেয়ে বেশি নির্দয় ছিলেন ক্যামেরন গ্রিনের উপর। কুইন্টনের তাণ্ডবের সামনে তিনি ২ ওভারে ২৪ রান খরচ করে ফেলেন।

ডি কক পাশে পেয়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা অলরাউন্ডার মার্কাস স্টোয়িনিসকে (২৪)। তাদের ৫৩ রানের পার্টনারশিপ লখনউয়ের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। স্টোয়িনিস ফেরার পর লখনউকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ডি কক। টপলির বলে ডি কক ফেরার পর লখনউয়ের রানগতিতে লাগাম পড়েছিল। কিন্তু পুরান (২১ বলে ৪০) অন্যরকম ভেবে রেখেছিলেন। ক্যামিও ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে একটি চারের সঙ্গে পাঁচটি বিশাল ছক্কা। আরসিবি-র বোলারদের প্রাপ্তি বলতে লখনউকে দুইশোর কমে বেঁধে রাখা।

কুক স্ট্রেইট চ্যানেল জয় সায়নীর

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২ এপ্রিল : বিদেশের মাটিতে তেরঙ্গা ওড়ালেন বাংলার জলকন্যা সায়নী দাস। ক্যাটালিনা, ইংলিশ চ্যানেল ও মালোকাই চ্যানেল জয়ের পর মঙ্গলবার সায়নী সপ্তসিন্ধুর অন্যতম নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট চ্যানেল জয় করলেন। রটনেস্ট পার করার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। সায়নীর সাফল্যে বাবা-মা তো বটেই উচ্ছ্বসিত বাংলার সাঁতারের শুভানুধ্যায়ীরাও।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার পৌর এলাকার বারুইপাড়ায় বাড়ি সায়নীর। তাঁর বাবা রাধেশ্যাম দাস অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক। মা রুপালিদেবী গৃহবধূ। বাবার হাত ধরেই তাঁর সাঁতারে আসা। রাধেশ্যাম বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ডের সময় সকাল ৮টা ২২ মিনিটে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল। তারই মধ্যে ১৩ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কুক স্ট্রেইটের কনকনে ঠাণ্ডা জলে নেমেছিল সায়নী। ওয়েলিংটন থেকে শুরু করে সাঁতার কাটা। প্রবল ঢেউ এবং তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া থাকায় সোজা পথে এগোতে পারেনি সায়নী। জেলিফিশের বাধাও ওকে পেরোতে হয়েছে। তাই অনেকটা বেশি পথ অতিক্রম করেই আরাপাওয়ায় পৌঁছেছে।' লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর সায়নীর সপ্তসিন্ধু জয়ে বাকি থাকল নর্থ চ্যানেল, সুগারু ও জিব্রাল্টার প্রণালী।

মেয়ের অদম্য লড়াইয়ের কথাও তুলে ধরেছেন তাঁর বাবা। বলেছেন, 'জেলিফিশ আমার মেয়েকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সব প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ১১ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে ২৯.৫ কিলোমিটার দুর্গম জলপথ পেরিয়ে সায়নী কুক প্রণালী অতিক্রম করে। জয়ের পর ওখানেই জাতীয় পতাকা তুলে সেলিব্রেট করেছে ও।' এবার শুরু হয়েছে তাঁর ফেরার অপেক্ষা। ১০ এপ্রিল রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি নামবেন। কালনার ক্রীড়াপ্রেমীদের কথা থেকে জানা গেল, তাঁদের ঘরের মেয়ে বাড়ি ফিরলেই উৎসব শুরু হয়ে যাবে।

ফের একবার বাংলাকে গর্বিত করলেন সায়নী দাস।

গ্রিনেরটাই সেরা উইকেট, বলছেন মায়াঙ্ক

বেঙ্গালুরু, ২ এপ্রিল : একটা সময় ছিল চিন মিউজিকে ভারতীয় ব্যাটারদের শিরদাঁড়া দিয়ে হিমশীতল স্রোত বইয়ে দিতেন অজি পেসাররা। সেই তাদের দেশেরই ক্যামেরন গ্রিন ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে গতিতে নাকানিচোবানি খাইয়ে কেরিয়ারের দ্বিতীয় আইপিএল ম্যাচে যেভাবে আউট করলেন মায়াঙ্ক যাদব, তারপর তাঁকে নিয়ে স্বপ্নদেখার লোকের সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। খুব দ্রুত ভারতীয় দলের টুপি পাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তিনিও। মঙ্গলবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে মায়াঙ্ক সেরার পুরস্কার পেয়েছেন। তারপর তিনি বলেছেন, 'আবারও ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়ে অবশ্যই ভালো লাগছে। কিন্তু তার থেকেও আমি বেশি খুশি টানা দুই ম্যাচে দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে। আমার লক্ষ্য যত দ্রুত সম্ভব দেশের হয়ে খেলা।' একটু থেমে এর সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, 'এদিন পাওয়া তিনটি উইকেটের মধ্যে গ্রিনেরটা সেরা। এই গতিতে টানা বল করে যেতে কয়েকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ- ডায়েট, ঘুম ও অনুশীলন। দ্রুত গতিতে বল করার সঙ্গে লাইন-লেংথে নিখুঁত হওয়াও জরুরি।'

উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে মায়াঙ্কের বোলিং উপভোগ করেছেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলও। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেছেন, 'একটা বল তো খুব জোরে এসে হাতে লাগল। তারপরও আমি খুশি। শেষ দুই ম্যাচে ও যা বোলিং করেছে তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। গত দুই মরশুমে চোট-আঘাতের জন্য ওকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু এটাই ওকে পরিণত করেছে। বুঝেছে ১৫৫ কিলোমিটার প্লাস গতিতে বল করা সহজ নয়। উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে এই গতিতে কাউকে বল করতে দেখা অবশ্যই অসাধারণ অনুভূতি।'

বিরাট কোহলির পাশে দাঁড়ালেন ডেভিড হাসি। টি২০ বিশ্বকাপে বিরাটকে নিয়ে জল্পনা প্রসঙ্গে হাসির দাবি, কোহলি চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। সহজে বাতিলের দলে ফেলা যায় না। চলতি আইপিএল যা ফের বুঝিয়ে দিচ্ছে। এবারের আইপিএলে সর্বাধিক রান এখন বিরাটের। হাসি বলেছেন, 'বিরাটকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকাই উচিত নয়। আইপিএলে ওর স্ট্রাইক রেট দেখুন। আমার ধারণা, নিজের খেলাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে ও। আর চ্যাম্পিয়নকে কখনও বাতিলের তালিকায় ফেলা উচিত নয়। যেমনটা সম্ভব ছিল না রিকি পন্টিং, শচীন তেন্ডুলকারদের ক্ষেত্রে। স্টিভেন স্মিথ, রোহিত শর্মাদেরও। আমি নিশ্চিত, পরবর্তী টি২০ বিশ্বকাপে বিরাট খেলবে এবং দাপট দেখাবে।'

বিশ্বকাপ থেকে সরলেন স্টোকস

লন্ডন, ২ এপ্রিল : কুড়ির বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা ইংল্যান্ডের। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের জন্য চলতি আইপিএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার জুন মাসে হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপ থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিলেন ইংল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার বেন স্টোকস।

২০২২ সালে স্টোকসের ৪৯ বলে ৫২ রানে ভর করে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে কুড়ির বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছিল ইংল্যান্ড। এবার খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে অন্যতম ম্যাচ উইনারকেই পাবে না থ্রি লায়ন্স। এর কারণ নিজেই জানালেন স্টোকস। তাঁর বক্তব্য মঙ্গলবার ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বিবৃতি আকারে প্রকাশ করা হয়। তাতে লেখা, 'ক্রিকেটের সব ফরম্যাটে অলরাউন্ডারের ভূমিকা পালন করার জন্য নিজের বোলিং ফিটনেস ফিরে পেতে কঠোর পরিশ্রম করছি। সেই লক্ষ্যেই আইপিএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। এবার বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ালাম। আশা করি এই ত্যাগ ভবিষ্যতে আদর্শ অলরাউন্ডার হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।' পাশাপাশি আরও জানানো হয়েছে, 'হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর বোলিংয়ের দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমি যে কতটা পিছিয়ে, তা সদ্য হওয়া ভারত সফর থেকেই বোঝা গিয়েছিল। কাউন্টি ক্রিকেটের নতুন মরশুমে ডারহামের হয়ে খেলার জন্য নিজেকে তৈরি করছি। খেতাব ধরে রাখতে জোশ (বাটলার), ম্যাটি (ম্যাথু মট) ও দলের সকলের জন্য শুভকামনা রইল।'

২০২২ সালে ওডিআই ক্রিকেট থেকে সন্ন্যাস নিলেও গতবছর একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে অবসর ভাঙেন স্টোকস। সেইজন্য হাঁটুর অস্ত্রোপচারে দেরি হয়। নভেম্বরে সেই অস্ত্রোপচারের পর ব্যাট হাতে সমস্যা না হলেও বোলিংয়ের ঝুঁকি নিতে পারছিলেন না তিনি। এর প্রমাণ, ভারতের সফরে এসে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে মাত্র ৫ ওভার বল করেন তিনি।

মহিলা ফুটবলারকে হেনস্তায় সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিল : মহিলা ফুটবলারকে হেনস্তায় অভিযুক্ত দীপক শর্মাকে শেষপর্যন্ত সরাসরি সাসপেন্ড করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

এদিন ফেডারেশনের সভাপতি, সহ সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়ে তৈরি বিশেষ কমিটি সোমবার রাতেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই বিষয়ে। পরে সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও তাঁরা আলোচনা করেন। ডাকা হয় দীপককেও। তাঁর বক্তব্যও শোনা হয় কিছুক্ষণ। বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও নিজেদের মতামত দেন। এরপর ফের এদিন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা আলোচনায় বসে বিষয়টি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কাছে বিষয়টি পাঠিয়ে দেয়। তবে তাঁর শাস্তি নির্ধারণের আগেই অবশ্য কার্যনির্বাহী কমিটি দীপক শর্মাকে ফুটবল সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় থেকে সাসপেন্ড করে। পরে কল্যাণ চৌবে বলেন, 'এআইএফএফ মহিলা ফুটবল জনপ্রিয় করতে বদ্ধপরিকর। সেখানে তাঁদের নিরাপত্তা ও পরিবেশ সঠিক রাখতে সঠিক পদক্ষেপ আমাদের করতেই হবে। গোয়ায় যে ঘটনা আইডব্লিউএল ২-এ ঘটেছে সেটা মহিলা ফুটবলে অনভিপ্রেত। তাই এই বিষয়টি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কাছে পাঠানো হল।' তার আগে যাবতীয় ফুটবল সংক্রান্ত কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দীপক শর্মাকে।

এদিকে, এদিনই ইগর স্টিমাকের সঙ্গেও আলোচনায় বসে ফেডারেশনের তৈরি বিশেষ কমিটি। সেখানে কোচের কাছে তাঁর ম্যাচের পর বলা বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়।

রেমসাঙ্গাকে নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিল : বাকি আর দুইটি ম্যাচ। তার মধ্যে ১টিতে জিতলেই প্রথমবার আই লিগ জয়ের ইতিহাস গড়ে আইএসএলের ছাড়পত্র পাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৬ এপ্রিল অ্যাওয়ে ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ শিলং লাজং এফসি। সেই ম্যাচ জিতে খেতাব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে অনুশীলনে নেমে পড়লেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গারা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দোরগোড়ায় এসে প্রথমে রিয়াল কাশ্মীর ও পরে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে ড্র করায় অপেক্ষা বেড়েছে। এই দুই ম্যাচেই ডান প্রান্ত দিয়ে লালরেমসাঙ্গা ফানাইয়ের দৌড় ও নিখুঁত সেন্টারের অভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন তিনি অনুশীলনে উপস্থিত থাকলেও সাইডলাইনে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও রিহ্যাব করেই কাটান। বল পায়ে অনুশীলন করেননি। ফলে শিলংয়ের বিরুদ্ধে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েই গেল। শেষ দুইটি ম্যাচে কখনও ডেভিড, আবার কখনও বেনেস্টোন ব্যারেটো রাইট উইংয়ে খেললেও রেমসাঙ্গার অভাব তাঁরা মেটাতে পারেননি।

আজ অনুশীলনে যোগ দেবেন হাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিল : আইএসএলের লিগ শিল্ডের দৌড়ে টিকে থাকতে ৬ এপ্রিল পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচটি জিততেই হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। কিন্তু সেই ম্যাচে দর্শক ঢোকা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। কারণ, নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। ফলে ম্যাচটি ক্লোজড ডোর হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে পাঞ্জাবের থেকেও বেশি সমস্যায় পড়তে পারে মোহনবাগান। কারণ, নয়াদিল্লিতে প্রচুর বাগান সমর্থক রয়েছেন। তাদের ম্যাচ দেখার সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

পাঞ্জাব হার্ডল পেরোতে বুধবার থেকে প্রস্তুতিতে নামছেন শুভাশিস বসু, জনি কাউকোরা। সেদিনই দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন হেডকোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। শারীরিক অসুস্থতার কারণে চেন্নাইয়ানের বিরুদ্ধে ডাগআউটে তাঁর অনুপস্থিতি দলকে ভুগিয়েছিল বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের। ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। হাবাসের ডাগআউটে ফেরা মোহন-জনতার জন্য স্বস্তির খবর। পাশাপাশি তারকা মিডিও সাহাল আবদুল সামাদের দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার প্রার্থনাও তাঁরা করছেন। সোমবার রিকভারির পর মঙ্গলবার ফুটবলারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়।

লিগ শিল্ড পেতে আগামী ৩ ম্যাচই জিততে হবে মেরিনার্সকে। ২০ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মুম্বই সিটি এফসি। মঙ্গলবার পাঞ্জাবকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে বাগানকে সরিয়ে দুইয়ে উঠে এল ওডিশা এফসি। ১ ম্যাচ কম খেলে সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে গোলপার্থক্যে তিনে বাগান। পরের ম্যাচে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে জিতলে মুম্বইয়ের সঙ্গে ব্যবধান কমে দাঁড়াবে ২ পয়েন্টের। ৮ এপ্রিল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ওডিশা জিতলে লিগ শিল্ডের দৌড়ে বাগানের ওপর চাপ বাড়াবে।

ওডিশার জয়ে নামল বাগান

দাবার বোর্ডে মনোযোগী মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

e-Tender

e-Tender notice has been floated by the undersigned for Supply & Installation of 45 (forty five) Computer. e-NIT No.: KGTM/ eNIT/24-25/01 (2nd Call) dated 02.04.2024. For details please visit **http://wbtenders.gov.in./www.kgtm.in** Tender id : 2024_DHE_687919_1 & 2024_DHE_687919_2.

Sd/- Principal
K.G.T. Mahavidyalaya
Bagdogra

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নামার জন্য মুখিয়ে আছি : হরমন

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : প্যারিসে অনুষ্ঠিত হতে চলা অলিম্পিক গেমসের প্রস্তুতির জন্য সোমবার অস্ট্রেলিয়া উড়ে গেল ভারতীয় পুরুষ হকি দল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের সিরিজ খেলবে হরমনপ্রীত সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। সিরিজের প্রথম ম্যাচ ৬ এপ্রিল। বাকি চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৭, ১০, ১২ এবং ১৩ এপ্রিল। অলিম্পিকের আগে নিজেদের শক্তি-দুর্বলতা এবং স্ট্র্যাটেজি পরখ করে নেওয়ার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাবেন না পিআর শ্রীজেশরা। বছরের শুরুতে শেষ হওয়া এফআইএইচ হকি প্রো লিগে ভালো পারফরমেন্স ভারতীয় হকি সমর্থকদের প্রত্যাশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই প্রতিযোগিতায় নেদারল্যান্ডস এবং অস্ট্রেলিয়ার পরে তৃতীয় স্থানে শেষ করে ক্রিগ ফুলটনের ছেলেরা। ক্যাঙারুর দেশে উড়ে যাওয়ার আগে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নামার জন্য মুখিয়ে আছি। আগামী ম্যাচগুলি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই সিরিজে আমরা নিজেদের যাচাই করে নিতে চাই।' অন্যদিকে সহ অধিনায়ক হার্দিক সিং দলের লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'আমাদের লক্ষ্য ভালো খেলে দেশকে গর্বিত করা।'

ভারতীয় দল

গোলকিপার : কিষান বাহাদুর পাঠক, পিআর শ্রীজেশ, সুরজ কারকেরা।

ডিফেন্ডার : হরমনপ্রীত সিং (অধিনায়ক), জারমানপ্রীত সিং, অমিত রোহিদাস, যুবরাজ সিং, সুমিত, সঞ্জয়, আমির আলি।

মিডফিল্ডার : মনপ্রীত সিং, হার্দিক সিং (সহ অধিনায়ক), বিবেক সাগর প্রসাদ, শামশের সিং, নীলকান্ত শর্মা, রাজকুমার পাল, বিষ্ণুকান্ত সিং।

স্ট্রাইকার : আকাশদীপ সিং, মনদীপ সিং, ললিতকুমার উপাধ্যায়, অভিষেক, দিলপ্রীত সিং, সুখজিৎ সিং, গুরজন্ত সিং, মহম্মদ রহিম মৌসিন, ববি সিং ধামি, অরাইজিৎ সিং হুন্ডাল।

২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনাল

অবশেষে ভুল স্বীকার আম্পায়ারদের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : উত্তেজক লড়াই। দুরন্ত ক্রিকেট শেষে ২০১৯ ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। যদিও বেন স্টোকসদের যে জয় নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে বাউন্ডারির নিরিখে বিশ্বকাপজয়ী নির্বাচন ঘিরে। বিতর্কে ঘি ঢালে ইংল্যান্ডকে 'ওভার থ্রো'-এ ৬ রান দেওয়ার সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত কেন উইলিয়ামসনদের প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছিল।

পাঁচ বছর পর ২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালের অন্যতম আম্পায়ার মারিয়াস এরাসমাস স্বীকার করে নিলেন, এটা তাঁদেরই (সতীর্থ আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা) ভুল। এক সাক্ষাৎকারে এরাসমাস বলেছেন, 'পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টে বেরোব বলে হোটেলের রুমের দরজা খুলেছি। ধর্মসেনাও। আমাকে দেখে ও বলে ওঠে, 'তুমি কি দেখেছ, আমরা বিশাল ভুল করে ফেলেছি?' তখনই পুরো ঘটনাটা বুঝতে পারি। কিন্তু মাঠে ওই মুহূর্তে একটা কথাই মাথায় এসেছিল, ওটা ৬ রান। একবারও ভাবিনি, ওভারথ্রোয়ের আগে ইংল্যান্ডের দুই ব্যাটার (বেন স্টোকস, আদিল রশিদ) ক্রস করেনি।' অর্থাৎ, ৬-এর (দৌড়ে ২ রান, ওভারথ্রোয়ে ৪ দেওয়া হয়) বদলে ৫ রান হয়। সেক্ষেত্রে দুই দলের স্কোর এক হয় না। দরকার পড়ত না সুপার ওভারের। তার আগেই পঞ্চাশ ওভারের টক্করে বিশ্বকাপ জিতত নিউজিল্যান্ডই।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 62E 51441 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জিতে আমি জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা পেয়েছি। মাত্র অল্প কিছু টাকা খরচ করে কোটিপতি হওয়ার জন্য ডিয়ার লটারির কোনও বিকল্প নেই। আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি, যা আমাকে অনেক আনন্দিত করেছে এবং আমার জীবন সুখের সাথে পরিচালনা করার জন্য আর্থিক স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য - কে 08.01.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in